অগ্রজপ্রতিম নাট্যকার

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মঞ্চের প্রয়োজনে মূল উপন্যাসের কাহিনীকে নাটকে কিছু অদল-বদল করা হয়েছে এবং উপন্যাসের সুজাতা-চরিত্রটিরও পরিবর্তন করা হয়েছে। আর কিছু কিছু নতুন চরিত্রও অনিবার্য ভাবে ঐ সঙ্গে এসে নাটকে ভিড় করেছে।

—লেখক

॥ চরিত্রলিপি ॥

অমিয়নাথ … ধনী ব্যারিস্টার
বিভূতি … অমিয়নাথের বর্মাফেরত পঙ্গু ভায়রাভাই
শুভ্র … (ঐ) পালিত পুত্র
মহেন্দ্র … (অমিয়নাথের আশ্রিত) জুয়াড়ী যুবক
বঙ্কিম … (ঐ) যুদ্ধফেরত ছিটগ্রস্ত প্রৌঢ়
রাসবিহারী … (ঐ) বৃদ্ধ
বেণী … (ঐ) যুবক
বসন্ত … (ঐ) বৃদ্ধ
মলয়কুমার … (ঐ) অভিনয়-পাগল যুবক
তারিণী … (ঐ) আফিংখোর প্রৌঢ়
নন্দ … (ঐ) প্রৌঢ়
ভূতো … (ঐ) যুবক
পটলা … (ঐ) „
ঘনশ্যাম … (ঐ) প্রৌঢ়
শ্যামাচরণ … অমিয়নাথের পুরাতন ভৃত্য
মৃগাঙ্কমোহন … ধনী যুবক—সুজাতার বন্ধু ও প্রেমাকাঙ্ক্ষী
সুনীল … কশ্চিৎ যুবক—সুজাতার পরিচিত
রঞ্জন … কশ্চিৎ যুবক—সুজাতার বন্ধু
সরকার … অমিয়নাথের সরকার

বেয়ারা ভব ও অন্যান্য আশ্রিতগণ

* * *

সাবিত্রী	...	অমিয়নাথের স্ত্রী
সীতা	...	সাবিত্রীর বোন—বিভূতির স্ত্রী
নিরুপমা	...	বসন্তবাবুর মেয়ে
সুজাতা	...	অমিয়নাথের ব্যারিস্টার বন্ধুর মেয়ে
রিটা	...	সুজাতার বান্ধবী
মলি	...	ঐ
মিনি	...	ঐ
আন্নাকালী	...	অমিয়নাথের আশ্রিতা শুচিবাইগ্রস্তা প্রৌঢ়া
নার্স		

প্রথম অভিনয় রজনী : রঙমহল

১লা বৈশাখ, ১৩৬৫ (১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৮)

॥ নেপথ্য কর্মীবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ ॥

প্রযোজনা : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু ও ভীমজী ভীরজী মানসাটা

উপদেষ্টা ও প্রধান উদ্যোক্তা : শ্রীহেমন্ত ও নলিন ব্যানার্জী

পরিচালনা : শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

সুরকার : " অনিল বাগচী

মঞ্চ-পরিকল্পনা : " হরিধন মুখোপাধ্যায়

দৃশ্যসজ্জা ও দৃশ্য-ব্যবস্থাপনায় : শ্রীকালীপদ সোম, ধীরেন মিত্র, বাদল ঘোষ, অনাদি ঘোষ, আশুতোষ দাস, পঞ্চানন কুণ্ডু ভবতারণ দাস, তারাপদ মণ্ডল ও জানকী মিস্ত্রী

অভিনয়কালীন দ্রব্য-নিয়ন্ত্রণ : শ্রীঅমূল্য নন্দী

মঞ্চ-তত্ত্বাবধায়ক : শ্রীনিখিল রায়

স্মারক : " মণি চট্টোপাধ্যায় (এঃ)

ঐ সহকারী : " শুকদেব মুখোপাধ্যায়

আলোক-নিয়ন্ত্রণ : শ্রীঅভয়পদ দাস, ক্ষুদিরাম দাস, লালমোহন ভট্টাচার্য, দুর্গা বসাক, বিজয় চট্টোপাধ্যায় গোপাল ভট্টাচার্য, বিনয় ধর ও সুনীল নন্দী

যন্ত্র-সঙ্গীতে : শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ত্রিগুণ রায়, নারায়ণ বসাক, বংশীধর রায়, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, কার্তিক মল্লিক, বসন্ত দাস ও কানাই দাস

শব্দ-প্রেক্ষণে : শ্রীপ্রভাত হাজরা

মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় : শ্রীমণীন্দ্র রায়

রূপসজ্জায় : শ্রীওঙ্কার মিশ্র, শেখ মেহবুব, শ্রীসত্যেন সর্বাধিকারী, গদাধর দাস ও শ্রীমতী ভক্তি মিত্র

॥ প্রথম রজনীর শিল্পীরা ॥

অমিয়নাথ	...	শ্রীনীতীশ মুখোপাধ্যায়
বিভূতি	...	" সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভ্র	...	" নবকুমার লাহিড়ী
মহেন্দ্র	...	" রবীন মজুমদার
বঙ্কিম	...	" হরিধন মুখোপাধ্যায়
রাসবিহারী	...	" জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণী	...	" বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মলয়কুমার	...	" অজিত চট্টোপাধ্যায়
তারিণী	...	" শূলপাণি ভট্টাচার্য
নন্দ	...	" ফণি গাঙ্গুলী
পটলা	...	" মিণ্টু চক্রবর্তী
ভূতো	...	" শ্যামল কর
ঘনশ্যাম	...	" মৃণাল মুখোপাধ্যায়
শ্যামাচরণ	...	" জহর রায়
মৃগাঙ্কমোহন	...	" বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সুনীল	...	" গোপাল মজুমদার
সরকার	...	" বলীন সোম

অন্যান্য ভূমিকায় : সুনীত মুখোপাধ্যায়, কেশব ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ শর্মা, মণি মৈত্র, ভূপেন সাহা, রামলোচন লাহিড়ী, কার্তিক সরকার, অধীর সাহা, সুনীতি দত্ত ও গোপীনাথ ভড

সাবিত্রী	...	নাট্যসম্রাজ্ঞী শ্রীমতী সরযূবালা
সীতা	...	শ্রীমতী কেতকী দত্ত
নিরুপমা	...	" কবিতা রায় (সরকার)
সুজাতা	...	" গীতা সিং
রিটা	...	" শুক্লা দাস
মলি	...	" শীলা পাল
আন্নাকালী	...	" আশা দেবী
পুঁটি	...	" অঞ্জলি সরকার

অন্যান্য স্ত্রী ভূমিকায় : শ্রীমতী দুর্গা দে ও প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[সকাল: ধনী ব্যারিস্টার অমিয়নাথের বাড়ির দোতলায় সাবিত্রীর ঘর। চারিদিকে ঐশ্বর্যের চিহ্ন। ঘরের মধ্যে তিন দিকে দরজা। মাঝামাঝি একটি দরজা—তাতে পর্দা টাঙানো। এক কোণে একটি আলমারি, চেয়ার, সোফা, ত্রিপয়। তার উপরে ফুল-দানিতে ফুল। দেওয়ালে একটি ফোটো—অমিয়নাথ, সাবিত্রী ও শুভ্রর। সাবিত্রীর হাতে একটি ফর্দ। সামনে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় সরকারমশাই।]

সাবিত্রী। (ফর্দটি ফেরত দিতে দিতে) এ আর কি দেখব। আমি টাকা দিচ্ছি, যার যা দরকার এনে দেবেন। (চাবি দিয়ে আলমারি খুলে এক গোছা নোট দিতে দিতে) এই নিন, পাঁচশ দিলাম। হাঁ, দেখুন এ থেকে তিরিশটা টাকা বঙ্কিম ঠাকুরপোকে দিয়ে দেবেন।

সরকার। একটা কথা বলব বড়-মা ?

সাবিত্রী। (আলমারি বন্ধ করতে করতে ফিরে তাকিয়ে) কি ?

সরকার। বলছিলাম ঐ নিচের তলায় আপনার ঐ সব আশ্রিতাদের কথা। থাকতে দিয়েছেন, খেতে পড়তে দিচ্ছেন, যখন যা চাইছে তাও দিচ্ছেন, আবার নগদ টাকা এমনি করে—

সাবিত্রী। বঙ্কিম ঠাকুরপোর কি দরকার আছে বলছিলেন।

সরকার। দরকার আর দরকার। ও দরকারের হাঁ কোন দিনই আপনি বোজাতে পারবেন না মা। আপনার টাকা আপনি দেবেন মা, তবু বলি, অভাব আর লোভ ও দুটো একে অন্যকে এমন জোর করে কামড়ে থাকে মা যে—

সাবিত্রী। বুড়ো মানুষ, তা ছাড়া এককালে জমি-জমা সব কিছুই ছিল, আজ আর কাজ-কর্ম করবার শক্তি বা বয়স কোনটাই নেই বলেই না—

সরকার। বুড়ো রাসবিহারী বা বসন্তবাবুর কথা আমি বলছি না মা। কিন্তু নিচের ঐ মহালটা জুড়ে আপনার ঐ যে গোটাকতক হাতীর মত মিনসে বসে বসে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলছে, আর কোনোটা করছে থিয়েটার আর কোনোটা খেলছে রেস—ওদের কি চোখের চামড়া বলেও কিছু নেই! এক-এক সময় কি ইচ্ছে হয় জানেন মা, ঘাড় ধরে ধরে সব ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে বলি, যাও, রোজগার করে খাও।

সাবিত্রী। না, না, ছিঃ সরকারমশাই, ভাববে হয়তো বড় লোক আত্মীয় বলে—

সরকার। কিন্তু সবাই কি ওরা আপনার আত্মীয় বড়-মা?

সাবিত্রী। সবাই হয়তো নয়, তবে ওদের মধ্যে অনেকেই আত্মীয় বৈকি।

সরকার। আত্মীয়ই বটে। তা এরা সব এতকাল ছিলেন কোথায়?

সাবিত্রী। কেউ দেশে, কেউ এদিক-ওদিকে সব থাকতেন আর কি।

সরকার। তাই বুঝি আপনার বাড়ির নিচের ঘরগুলো খালি পেয়ে, সব সেই আত্মীয়তার জের টেনে, গুষ্টি-গোত্তর নিয়ে এসে একে একে জুড়ে বসলেন!

সাবিত্রী। তা ঠিক নয়, বাবা যখন কলকাতায় এই বাড়ি আমাদের কিনে দিলেন, এত বড় বাড়ি, লোকের মধ্যে উনি, আমি আর ঐ শুভ্র—নিচের ঘরগুলো তো সব খালিই পড়ে থাকতো, তাই—

রাসবিহারী। (নেপথ্যে) মা।

[রাসবিহারীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। কে মামা, আসুন—আপনার সেই চারশ টাকা তো? এই যে দিচ্ছি— (সাবিত্রী বের হয়ে যান টাকা আনতে)

সরকার। আপনার আবার চারশ টাকার হঠাৎ কি দরকার পড়ল রাসবিহারীবাবু—

রাসবিহারী। (একটু থতমত খেয়ে) মানে ঐ মেয়ের বিয়েটা—

সরকার। মেয়ে! তবে এই যে সেদিন কত দুঃখু করছিলেন, তিন কুলে কেউ আপনার নেই বলেই—

রাসবিহারী। হেঁ, হেঁ—দেখেছো, বলি নি বুঝি! ইস্ বুড়ো হয়ে এত ভুলো মনই হয়েছে—

সরকার। নিজের মেয়ে আছে কি না আছে তাতেই ভুল! (মৃদু হেসে) আছেন ভাল। তা যাক্—চলুন; বুড়ো হয়েছেন তার উপর যেমন সব আবার ভুল হচ্ছে, আপনার সঙ্গে গিয়ে মেয়ের বিয়েটা না হয় চুকিয়েই দিয়ে আসি—

রাসবিহারী। আরে সে কি আর এখানে আছে সরকার মশাই! সে আছে তার মা—মা—র বাড়ির দেশে।

[সাবিত্রী টাকা হাতে ফিরে আসেন এবং বলেন—]

সাবিত্রী। আপনি যান তো সরকার মশাই!

সরকার। হাঁ মা, যাই—[আড় চোখে রাসবিহারীর দিকে তাকাতে তাকাতে সরকার ঘর থেকে বের হয়ে যায়।]

সাবিত্রী। এই নিন—

রাসবিহারী। (টাকা হাতে নিয়ে রাসবিহারী বলেন) বেঁচে থাকো মা, বেঁচো থাকো! (যেতে যেতে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে) ঐ শকুন সরকারটার কথায় তুমি মা—

সাবিত্রী। না, না—আপনি যান।

রাসবিহারী। (রাসবিহারী যেতে যেতে আপন মনে) ইঃ শালা শকুনটা আর একটু হলেই দিয়েছিল সব কাঁচিয়ে— [চলে গেলেন।]

[ঘরে এসে ঢুকলেন কাসতে কাসতে হাঁপানিগ্রস্ত প্রৌঢ় বসন্তবাবু।]

বসন্ত। আমাকে ডেকেছিলে জননী—

সাবিত্রী। কে বসন্তবাবু, আসুন—আপনার মেয়ে নিরুর বি. এ পরীক্ষার ফিস-এর টাকা যোগাড় হল ?

বসন্ত। কোথায় আর হল মা, তবে নিরু যেখানে পড়ায় তারা বলেছেন কিছু সাহায্য করবেন।

সাবিত্রী। কেন আমি কি মরে গেছি! তাকে বলবেন, সব খরচই যদি তার দিতে পারি, এটাও পারব।

বসন্ত। বলব বৈকি, একশবার বলব তাকে! আমি আজকেই তাকে সব বলব।

সাবিত্রী। (হেসে) হাঁ—তাকে বলবেন যে, আমার কাছে কিছু চাইতে তার লজ্জার কিচ্ছু নেই। সে আমার মেয়েরই মত।

বসন্ত। নিশ্চয়ই মা, নিশ্চয়ই।—

[ভৃত্য শ্যামাচরণের প্রবেশ]

শ্যামা। মা!

সাবিত্রী। কিরে শ্যামাচরণ ? বাজার যাস্ নি ?

বসন্ত। আমি তা হলে চলি মা-জননী ?

সাবিত্রী। (হেসে) আসুন। [বসন্তবাবুর প্রস্থান]

শ্যামা। কি যে বলেন আর কি যে করেন, আরও দশটা টাকা দেন।

সাবিত্রী। এই তো একটু আগে তোকে টাকা দিলুম!

শ্যামা। কি যে বলেন—তাতে কুলোবে না। এখন তবু কুড়ি-পঁচিশে চলছে, এর পরে পঞ্চাশে দাঁড়াবে। কত রকম বায়নাক্কা—আপিং, তপসে মাছ, দই, পাতিলেবু, মুলো, সন্দেশ, কালাকাঁদ, এক-একজনের এক এক-রকম হুকুম—নিন্ এখন কত যোগাবেন যোগান।

সাবিত্রী। তা মানুষের যা রুচি তাই খাবে তো। তা ছাড়া মাঝে মাঝে ভাল-মন্দ কার না খেতে ইচ্ছে করে বল্।

শ্যামা। হুঁ কি যে বলেন, নিচের একতলাটা হয়েছে যেন আপনার একটি চিড়িয়াখানা।

[আন্নাকালীর প্রবেশ]

আন্নাকালী। যা বলেছিস—হাড়-বজ্জাতের দল। কোত্থেকে যে সব রাবণের গুষ্ঠি এলো।

শ্যামা। কেন, আপনি যেখান থেকে এসেছেন ওঁরাও তো সেইখানেরই লোক।

আন্না। সাতজন্মে নয়—সাবির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর ওদের সম্পর্ক এক? আমি হলুম গে অঘোর দাদার আপন পিস্তুতো বোনের জাঠতুতো ননদ, ওরা কে? য়্যাঁ—ওরা কে!—

সাবিত্রী। ও হতভাগাটার কথায় কান দেবেন না পিসীমা। কি বলতে এসেছিলেন বলুন।

শ্যামা।—মা, আমার টাকাটা তার আগে দিয়ে দেন।

সাবিত্রী। (আঁচল হতে দশ টাকার একটা নোট খুলে দিলেন) যা।

[শ্যামাচরণ সেটা নিয়ে চলে গেল]

আন্না। এই বলছিলুম কি জানো মেয়ে, একটা গায়ের চাদর যদি এবার কিনে দাও তো বড় ভাল হয়।

সাবিত্রী। সরকার মশাইকে তো আমি বলে দিয়েছি, আজই এনে দেবেন।

আন্না। ও বলে দিয়েছ, তা ভালই হয়েছে। (প্রস্থানোদ্যত) (ফিরে) হ্যাঁ, আর বলছিলুম কি জানো মেয়ে, তোমার ঐ নিচের কু-পুষ্যিগুলো যা ভূতের কেত্তন কচ্ছে তাতে তো আর টেঁকা যায় না বাছা। সকড়ি, বিচার-আচার বলে একেবারে কিছু নেই গা। যত সব মেলচ্ছ কাণ্ড-কারখানা, ছিঃ ছিঃ, এমন করলে লক্ষ্মী থাকে ঘরে! তুমি একটু বলে দিও বাছা।

সাবিত্রী। আচ্ছা, দেব।

আন্না। আর একটা কথা, তোমায় চুপি চুপি বলি বাছা! খোকা-বাবুকে নিচে বেশি যেতে-টেতে দিও না। সোনারচাঁদ ছেলে তোমার। নিচে—সোমত্ত সব মেয়ে থাকে, কার কি মতলব আছে তা তো বলা যায় না।

সাবিত্রী। আপনি কার কথা বলছেন—শুভ্র?

আন্না। হ্যাঁ।

সাবিত্রী। সে তো রোজ নিচে যায় না—তবে কখনও কোন দরকার হলে হয়তো এক-আধবার ওখানে গিয়ে থাকবে।

আন্না। তা কি আর আমি জানি না! কোন্ দুঃখে সে নরককুণ্ডে যাবে? তাই বলছি—

[খুব সাজগোজের সঙ্গে সুজাতার প্রবেশ]

সুজাতা। মাসীমা!

[আন্নাকালীর পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি বিরক্তভাবে ছোঁয়াচ

বাঁচাতে সরে দাঁড়ালেন ও কটমট্ করে তাকে দেখতে লাগলেন।]

সাবিত্রী। সুজাতা যে, এস এস মা।

সুজাতা। শুভ্র কোথায় ?

সাবিত্রী। সে তো অনেকক্ষণ হল সুইমিং ক্লাবে চলে গেছে।

সুজাতা। চলে গেছে ? ওঃ, what an absurd fellow! আমাকে কাল বলে দিলে যে, 'তুমি যাবার সময় আমায় তোমার car-এ তুলে নিয়ে যেও', আর আমার আসার আগেই চলে গেছে ? আশ্চর্য !

সাবিত্রী। হয়তো ভুলে গেছে, যা ভোলা মন।

সুজাতা। ভোলা মন ! দেখা হোক একবার, I will give him a bit of my mind ! Appointment দিয়ে রাখতে পারে না ! সেদিন বাড়ির অমন important partyটা, বললে—'Sorry, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

সাবিত্রী। একেবারে ভুলে যায় নি, রাত্তিরে আমাকে খাবার সময় বলছিল বটে।

সুজাতা। বলেছিলো ! অথচ দুঃখ জানিয়ে আমাকে একটা phone করবারও courtesy হয় নি, hopeless creature !

সাবিত্রী। তা তুমি একবার ওদের সুইমিং ক্লাবেই যাও না, হয়তো সেখানেই দেখা পেয়ে যেতে পারো।

সুজাতা। বয়ে গেছে আমার, যে appointment করে appointment রাখতে পারে না—বলবেন যে এসে আমি ফিরে গিয়েছি।

সাবিত্রী। বিকেলে না হয় তোমাদের ওখানে যেতে বলব'খন।

সুজাতা। আজ নয়, কাল পাঠিয়ে দেবেন। আজ আবার বিকেলে বাবার এক বন্ধুর বাড়ি আমাদের পার্টি আছে—আজ থাকতে পারব না।

সাবিত্রী। আচ্ছা।

সুজাতা। চলি। [দ্রুতপ্রস্থান]

আয়া। ম্যাগো মা···মেয়ে তো নয় যেন লড়াইয়ের ঘোড়া! ও কে বাছা?

সাবিত্রী। শুভ্রর সঙ্গে জানা-শোনা—মস্ত বড় ব্যারিস্টারের মেয়ে। মেয়ে খুবই ভাল, তবে বড়লোকের মেয়ে, তাই একটু—

আয়া। (হেসে) ও খুব বড়লোকের মেয়ে বুঝি! তা—সেটা গ্যাট্-ম্যাট্ বুলিতেই বোঝা যায়। তা ওর সঙ্গেই কি খোকাবাবুর বিয়ে-থা···

সাবিত্রী। সেই রকম তো আমাদের ইচ্ছে, শুভ্রও ওকে পছন্দ করে—তবে এখন ভবিতব্য কি হয়।

আয়া। হবেই মা, ভালই হবে। তোমাদের ঘরের সঙ্গে আবার তো মিল হওয়া চাই···বেশ, বৌ হিসেবে খাসা হবে। মেয়ে তো নয় যেন অপ্সরী! আহা কি রূপ, কি মিষ্টি কথা!

অমিয়নাথ। (নেপথ্যে) সাবিত্রী—

আয়া। ঐ বাবু আসছেন, আমি চলি মা। [প্রস্থান]

[হাসতে হাসতে অমিয়নাথ প্রবেশ করলেন।]

অমিয়। কি গো, তোমার চ্যারিটি-পর্ব শেষ হল?

সাবিত্রী। (মৃদু হেসে) হল।

অমিয়। (বসে) সত্যি সাবি, সকাল থেকে তোমার কাজ হয়েছে ভালো!

সাবিত্রী। তুমিই বা কি কম! সকাল থেকে সেই মক্কেল নিয়ে—

অমিয়। তা কি করি বল, তা হলেও তোমার মক্কেল আর আমার মক্কেলদের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে।

সাবিত্রী। তাই বুঝি!

অমিয়। নিশ্চয়ই, আমার মক্কেলরা টাকা দেয়, আর তোমার মক্কেলরা

কেবল নিতেই আসে। তাই মাঝে মাঝে আজকাল কি ভয় হয় জান সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। কি !

অমিয়। যে রেটে তোমার পুষ্যির সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে, কোনদিন তাদের স্থান দিতে গিয়ে এই অভাজন পোষ্যটিকেই না বলে বস, ঘরটা ছেড়ে দেবে গো—(দুজনেই হেসে ওঠেন)

সাবিত্রী। হয়েছে ! (একটু থেমে) একটা কথার সত্যি জবাব দেবে ?

অমিয়। বল।

সাবিত্রী। এদের সব নিচের তলায় আশ্রয় দিয়েছি বলে কি তুমি—

অমিয়। না, না—সাবিত্রী ! দারিদ্র্যের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে জীবন-সংগ্রাম যে কি ভয়াবহ তা আমি জানি। ভাগ্যে প্রথম যৌবনে তোমার বাবার দয়ায় আশ্রয় পেয়ে বাঁচবার পথটা খুঁজে পেয়েছিলাম। নইলে আজকের ব্যারিস্টার অমিয় মুখুজ্জেকে হয়তো শামলা এঁটে বটতলায় বসে তীর্থের কাকের মত—

সাবিত্রী। আমার বাবা তা বলে তোমাকে কোন দিনও আশ্রয় দেন নি—

অমিয়। বাড়িতে আশ্রয় না দিলেও, তোমার বাবা আমার জন্ম যা করেছেন, তার কিছুই তুমি জানো না সাবি।

সাবিত্রী। থাক, থাক—হয়েছে, এখন থাম তো বাক্যবাগীশ—

অমিয়। না সাবিত্রী, বলব বলব করেও কোনদিন কথাগুলো তোমাকে বলতে পারি নি, তা হলেও কথাগুলো তোমার জানা দরকার।

সাবিত্রী। থামবে তুমি !

অমিয়। না সাবিত্রী, বাধা দিও না, কথাটা যখন উঠেছেই বলতে

দাও। তুমি তো জান না, কানপুরে মৃত্যুশয্যায় আমার বাবা যেদিন সতেরো বছরের আমাকে তোমার বাবার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন—সেই চরম দারিদ্র্য ও হতাশার দুর্দিনে—

সাবিত্রী। থাক না ওসব কথা !

অমিয়। সত্যি, সেদিন যদি তাঁরই সেই নিঃস্বার্থ দয়ায় পড়া শেষ করে, তাঁরই অর্থে বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে—

সাবিত্রী। কে বললে নিঃস্বার্থ ? তাঁরও সেদিন স্বার্থ ছিল বৈকি !

অমিয়। স্বার্থ ?

সাবিত্রী। কেন, তোমার হাতে আমাকে তুলে দেবার—(হো হো করে হেসে ওঠেন অমিয়নাথ) হাসছ যে !

অমিয়। হাসব না ? লক্ষপতি কনট্রাকটার রায়বাহাদুর অঘোরনাথ চ্যাটার্জির মেয়ের জন্য একটা কেন অনায়াসেই আমার মত ডজনখানেক অমিয়নাথকে তিনি যোগাড় করতে পারতেন।

সাবিত্রী। কি বুদ্ধি তোমার। যার সঙ্গে যার হয়ে আছে তা বুঝি কেউ ওল্টাতে পারে—

[ঝি এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।]

ঝি। চা—

সাবিত্রী। আবার এখন চা ! সেই সকাল থেকে কবার হল বল তো ?

[চায়ের কাপটা অমিয়নাথ হাতে নিতেই ঝি চলে গেল।]

অমিয়। Nothing extra-ordinary my dear ! Just the twelvth one —

সাবিত্রী। কি যে করো তুমি, শরীরের প্রতি যদি এতটুকু নজরও তোমার থাকে !

অমিয়। (চা পান করতে করতে) সে ব্যাপারে কিন্তু সত্যিই আমি

নিশ্চিন্ত সাবিত্রী, তুমি যতক্ষণ আছ—

[সাবিত্রী এগিয়ে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দেন।]

অমিয়। কি হল?

সাবিত্রী। খোকা আজ সুইমিং ক্লাব থেকে আসতে এত দেরি করছে কেন বল তো? সেই কখন গেছে—একবার না হয় ওদের ক্লাবে ফোন করেই দেখি, কি বল?

[নেপথ্যে ঐ সময় শুভ্র ডাকল—]

শুভ্র। মা!

[শুভ্র ঘরে প্রবেশ করে, পরিধানে লংস, গেঞ্জি ও গায়ে towel জড়ানো।]

অমিয়। নাও, ঐ যে এসেছে তোমার ছেলে।

সাবিত্রী। আজ এত দেরি হল যে তোর খোকা?

শুভ্র। দেরি কেন হবে, নিচের তলায় একটা গোলমাল শুনে ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলাম।

[বেয়ারা প্রবেশ করে অমিয়নাথকে বলল—]

বেয়ারা। সাব্, টেলিফোন—

[অমিয়নাথ চেয়ার থেকে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যান। বেয়ারাও চলে গেল।]

সাবিত্রী। নিচে আবার কিসের গোলমাল হল?

শুভ্র। (হাসতে হাসতে) বল কেন, সে ভারি মজার ব্যাপার—(শুভ্র নিজের মনেই হাসতে থাকে)

সাবিত্রী। কি হয়েছে বলবি তো।

শুভ্র। ঐ যে তোমার সেই দেওর না কে, ঐ যে, যুদ্ধে গিয়ে একটা মর্টারের আওয়াজ শুনেই সোজা ট্রেনে চড়ে পালিয়ে এসেছিল, সেই

সুবেদার মেজর সাহেব মার্চ করতে করতে একেবারে—(হাসতে থাকে শুভ্র)

সাবিত্রী। আবার হাসে ?

শুভ্র। মার্চ করতে করতে নাক বরাবর গিয়ে নাকি একেবারে রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে ধাক্কা—তারপরই—বেধে গেল গজ-কচ্ছপের লড়াই, আমি যেতে তবে সব ঠাণ্ডা হয়।

সাবিত্রী। সত্যি, বঙ্কিম ঠাকুরপোর মাথায় একটু ছিট্‌ আছে।

শুভ্র। শুধু তোমার বঙ্কিম ঠাকুরপোর ? ওখানকার সব কজনের মাথা খারাপ। (বসল)

সাবিত্রী। হোক খারাপ—তোমার তো ওখানে যাওয়ার দরকার নেই।

শুভ্র। বাঃ, বাড়িতে এমন পাগলা গারদ বানিয়ে রেখেছো, মাঝে মাঝে একটু—

সাবিত্রী। না—তুমি ওখানে যেও না। সকলের সঙ্গে মেশার তোমার দরকারটাই বা কি ? (একটু থেমে) ওরে, ভাল কথা, সুজাতা তোর খোঁজে এসেছিল যে।

শুভ্র। ঐ যাঃ! বিলকুল ভুলে গেছি। তাকে সকালে আমাদের বাড়িতে আসতে বলেছিলুম যে। (উঠে পড়ল)

সাবিত্রী। আমি বললুম, খোকা হয়ত ভুলে গেছে। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করলে কিনা কে জানে! তুই বরং একটা টেলিফোন করে আয় বাপু। (উঠে দাঁড়ালেন)

শুভ্র। হ্যাঁ, তাই যাই। [প্রস্থান

[কতকগুলি চিঠি হাতে অমিয়নাথের প্রবেশ]

অমিয়। দেখ, আমাকে কাল সকালে একটা কেসের জন্যে দিল্লী যেতে হবে। আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখো। কাল সকালের plane-এই যাব—হ্যাঁ—এই যে তোমার একটা চিঠি।

[সাবিত্রীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে তিনি নিজে কতকগুলি চিঠি দেখতে বসলেন। সাবিত্রী নিজের চিঠি পড়তে লাগলেন। চিঠি পড়তে পড়তে তাঁর মুখে-চোখে উত্তেজনা দেখা দিল। চিঠিটাকে মুঠো করে ধরে তিনি ওষ্ঠে ওষ্ঠ চেপে অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—]

সাবিত্রী। না না, কিছুতেই তা হয় না—কিছুতেই তা সম্ভব নয়।

[অমিয়নাথ মুখ তুলে চাইতেই, সাবিত্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে সবিস্ময়ে বললেন—]

অমিয়। কি সম্ভব নয় সাবি ?

সাবিত্রী। (চমকে) য়্যাঁ।

[অমিয়নাথ উঠে কাছে গিয়ে বসলেন]

অমিয়। কি, কি হয়েছে ? মুখটা তোমার অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন ? ব্যাপার কি ? (সাবিত্রী নীরব) কার চিঠি ? কোন দুঃসংবাদ ?

সাবিত্রী। (গম্ভীরভাবে) সীতা চিঠি লিখেছে।

অমিয়। সীতা! মানে···তোমার সেই ছোট বোন ? তাহলে তারা বেঁচে আছে! তার স্বামী বিভূতি সেও···

সাবিত্রী। হ্যাঁ।

অমিয়। কেমন আছে ? কোথায় তারা ?

সাবিত্রী। বর্মায়।

অমিয়। I See! (কিছুক্ষণ ভেবে) এতদিন ধরে তাহলে তারা বর্মাতেই ছিল ?

[সাবিত্রী নির্বাক হয়ে সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন]

অমিয়। সত্যি, it is an age! তা প্রায় চব্বিশ বছর আগে ওরা তো বর্মায় যায়। এতদিন তাহলে সেখানেই ছিল, আশ্চর্য!—তা কি·

লিখেছে কি ?

সাবিত্রী। আমার কাছে আসতে চায়।

অমিয়। মানে বেড়াতে ?

সাবিত্রী। না থাকতে।

অমিয়। থাকতে ? কেন, সেখানে কি···

সাবিত্রী। সে অনেক কথা। বছর দু-এক হল নাকি একটা ব্রিজ কন্‌সট্রাক্‌শনের ব্যাপারে হঠাৎ একসিডেণ্ট হয়ে বিভূতি পঙ্গু—

অমিয়। (চিন্তিত ভাবে) বল কি, invalid ! Poor man—তাহলে তো বিভূতিকে নিয়ে সীতা খুবই কষ্টে পড়েছে। ওদের ছেলে-পুলে আর কিছু হয় নি ?

সাবিত্রী। হয়েছিল একটি ছেলে, আই-এতে ফার্স্ট হয়—সেও মাস ছয়েক আগে হঠাৎ মারা গিয়েছে।

অমিয়। আহা, সত্যি, প্রেমের মূল্য বোধ হয় এমনি করে এর আগে কোন মেয়েকেই শোধ করতে হয় নি সাবি। কতদিনকার কথা, তবু মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা বুঝি। কিন্তু দেখ, এত করেও আমরা মেয়েটাকে তার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচাতে পারলাম না— poor girl—

সাবিত্রী। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর আমি তো দিতেই চেয়েছিলাম তাকে অর্ধেক সম্পত্তি, কিন্তু সে-ই তো নিল না !

অমিয়। সেটা তার মর্যাদায় বেধেছিল বলেই—

সাবিত্রী। মর্যাদা ? মর্যাদাই বটে। বাবারই অধীনস্থ একজন সাধারণ কর্মচারীর ছেলে, তাও জাতে কায়স্থ, তার সঙ্গে কোটিপতি অঘোর চাটুয্যের মেয়ের গোপনে প্রেম করে বিয়ে করতে মর্যাদায় বাধে নি, শুধু তাঁর সম্পত্তি নেবার বেলায়—বুঝি সেই ভুয়ো মর্যাদাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ! হুঁ—মর্যাদা—

অমিয়। এ কথাটা কিন্তু তোমার আমি মানতে পারলাম না সাবিত্রী, সে তুমি যাই বল। ভালবেসে যদি কাউকে সে বিয়ে করেই থাকে তাঁর বাপের অমতে এবং সে যদি ভিন্ন জাতের ও গরীব হয়ই, একমাত্র সেই অপরাধেই শুধু সারাটা জীবন তাকে এমনি করে দুর্ভাগ্যের অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হবে—

সাবিত্রী। নিশ্চয়ই হবে। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়েই। অজ্ঞতার জন্য আগুন কাউকে ক্ষমা করে না। আর সীতা জেনেশুনেই সেই আগুনে হাত দিয়েছিল। সে কি জানত না আমাদের বাবাকে, তবে কেন সে এত বড় ভুলটা করতে গিয়েছিল ?

অমিয়। কিই বা তার সেদিন বয়স ছিল! তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, মাথাব উপরে একজনও মেয়ে-অভিভাবক নেই। বিভূতি এক বাড়িতে থাকত, তাকে পড়াত, ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল দুজনার মধ্যে। তা ছাড়া ভুল যদি জীবনে বেচারী একটা করেই থাকে এবং তোমার বাবা সেদিন তাকে ক্ষমা না করলেও, আজকের দিনে তুমিও কি সেটা বিবেচনা করবে না সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। না, না, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে বৈকি!

অমিয়। এই চব্বিশটা বছর ধরেই তো প্রায়শ্চিত্ত করছে—আর বাকি জীবনটাও হয়ত করবে। প্রায়শ্চিত্ত বৈকি, লক্ষপতি বাপের মেয়ে হয়েও অজ্ঞাত, অখ্যাত, গৃহহীন, কোথায় কোন্ সাগর-মুল্লুকে চব্বিশ বছর পড়ে রইল। তারপর স্বামী আজ পঙ্গু, ছেলে হল, সেটাও ভাগ্যে টিকলো না। না, না, সাবিত্রী, আজ তুমি অন্তত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। একটু সহানুভূতি—

সাবিত্রী। দেখাই নি, দেখাই নি তাকে আমি সহানুভূতি? টাকা-

কড়ি দিয়ে যদি সেদিন তাদের বর্মা যাবার ব্যবস্থা আমিই না করে দিতাম, বাঁচতে পারত তারা বাবার সেদিনকার আক্রোশ থেকে ?

অমিয়। আমি কি তা জানি না সাবিত্রী! তাই তো আজ ভেবে অবাক হচ্ছি, তার এত বড় দুর্দিনে, তার মত মেয়ে যখন সমস্ত সংকোচ ও লজ্জার মাথা খেয়ে তোমার কাছে একটু আশ্রয় ভিক্ষা চেয়েছেই—

সাবিত্রী। না, না—এখানে তাকে আমি আসতে দিতে পারি না, ভুলে গেছে, ভুলে গেছে কি সে তার প্রতিজ্ঞার কথা ?

অমিয়। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি তার মতলব কিছু বুঝতে পারছি না ভেবেছো ? ছল করে চোখের জলে ভুলিয়ে সে আজ আমার অধিকারে হাত বাড়াতে চায়—

অমিয়। কি বলছো তুমি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেদিন যখন বাবার ভয়ে সদ্যোজাত ছেলেকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, ওকে মানুষ করতে তো আমরা পারব না দিদি, তোমার তো সন্তান নেই, ওকে তুমিই নাও, ও তোমারই ছেলের পরিচয়ে বেঁচে থাক। সে কথা আজ কেমন করে সে ভোলে ?

অমিয়। না, না—সাবিত্রী। এ তোমার মনগড়া অহেতুক একটা ভয়, একথা সে ভুলে গেছে—এটাই বা তুমি ভাবছ কেন ?

সাবিত্রী। ভাবছি কেন—তা তুমি কি বুঝবে ? নিজের সন্তানকে হারিয়ে আজ সে এদিকে হাত বাড়াতে আসছে। না, এখানে তার আশ্রয় হবে না। বরং যেখানে খুশি তার সে থাকুক, মাসে মাসে তাকে আমি যত টাকা সে চায় পাঠিয়ে দেব।

অমিয়। ছিঃ, ছিঃ সাবিত্রী, কেমন করে এ কথা তুমি আজ বলতে পারলে, নিজের মায়ের পেটের বোনকে তুমি আজ এমনি করে অস্বীকার

করে ফিরিয়ে দেবে?

সাবিত্রী। হাঁ দেব, ফিরিয়েই দেব।—

অমিয়। এটা তোমারই বাড়ি, আর তোমারই মায়ের পেটের বোন সে। তবু বলব সাবিত্রী, তুমি যে ভাবে আজ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে, জগতে অন্য কেউই বোধ হয় তার সহোদরা বোনকে এমনি করে প্রত্যাখ্যান জানাবার আগে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত।

[অমিয়নাথ আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত স্খলিত পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সাবিত্রী সহসা চিৎকার করে বলে ওঠেন—]

সাবিত্রী। না, না—কিছুতেই না, কিছুতেই না। তাকে আমি আজ আর এখানে স্থান দিতে পারি না। কেন, কেন দেব—কেন দেব—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[জাহাজের কেবিন। এক ধারে একটা ভাঙ্গা ট্রাঙ্ক ও বিছানা। একটা জলের কুঁজো। বার্থের উপরে পঙ্গু বিভূতি বসে। তার পাশে সীতা। এক পাশে একটা লাঠি। সীতার জীর্ণ মলিন বেশ, মাথার চুল রুক্ষ।]

বিভূতি। এটা বোধ হয় তুমি ভাল করলে না সীতা। চিঠির জবাব না পেয়েই এমনি করে জাহাজে চেপে বসলে—যদি তারা আজ আমাদের না চিনতে পারে, যদি স্থান না দেয়!

সীতা। কি বলছো তুমি! দিদিমণি আমাকে চিনতে পারবে না?

বিভূতি। কেন ভেবে দেখছ না সীতা, কোথায় আজ তারা আর কোথায়ই বা আমরা? অজ্ঞাত, অখ্যাত—পরিচয়হীন। (একটু থেমে) তেলে-জলে মিশ খায় না সীতা, কোন দিনই মিশ খায় না।

সীতা। না, না—দিদিমণিকে তুমি কি ভুলে গেলে? আট বছর বয়সের সময় মা মারা গেল, সে সময় দিদিমণিই তো আমাকে সন্তানের মত পালন করেছে, তাছাড়া সেই দুর্দিনে সেদিন দিদিমণি দয়া না করলে—

বিভূতি। সবই মানি, তবু আমার মনে হয়—

সীতা। তা ছাড়া ভিক্ষার জন্য যখন হাতই বাড়িয়েছি তখন আবার লজ্জা কি!

বিভূতি। তবু—তবু সীতা কেন যেন আমার মনে হচ্ছে এ বোধ হয় ভাল হল না। অন্তত একটা চিঠির জবাব পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমাদের উচিত ছিল।

সীতা। তুমি তো জান, সেখানকার সেই শূন্য ঘরের হাহাকার, তোমার এই পঙ্গু অবস্থা—আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না—সহ্য করতে পারছিলাম না।

বিভূতি। কিন্তু সেখানে গেলেই কি তুমি সব ভুলতে পারবে? বরং আজ সেখানে গেলে বেশি করেই কি তোমার হারানো সন্তানের কথা মনে পড়বে না? তবে কেন মিথ্যে সেখানে চলেছ? পুরনো সে ঘা-টাকে কেন নতুন করে আবার খুঁচিয়ে তুলতে চলেছ—

সীতা। চুপ কর, চুপ কর—অতীতের সে সীতা মরে গিয়েছে—

[সীতা দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। গভীর স্নেহে বিভূতি স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—]

বিভূতি। কেঁদো না সীতা, চুপ কর, চুপ কর। বরং চল না, কলকাতায় গিয়ে সেখানে না উঠে অন্য কোথায়ও—

সীতা। না, না—আমি সেখানে—সেখানেই যাব।

বিভূতি। বেশ। তবে আর কি বলব, চল। তবে না গেলেই বোধ হয় সেখানে ভাল করতে!

সীতা। বুঝতে পারবে না গো, তুমি বুঝতে পারবে না। মা হয়েও যে কত বড় দুঃখে সেদিন তাকে রাক্ষসী আমি বুক থেকে ছিনিয়ে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলাম—

বিভূতি। তাই তো বলছি সীতা, সে যখন তোমার চোখের সামনে—

সীতা। তবু, তবু তো জানব সে আমারই। সে আমারই। আমি, আমি তার মা, আমিই তার মা। *

[মঞ্চ ঘুরে যাবে]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[অমিয়নাথের কলকাতার বাড়ির পশ্চাতের অংশ। একটা সরু চলন মত, তার পাশ দিয়ে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি চলে গিয়েছে। চলনের প্রান্তে অন্দরের দরজা। ডান দিকে আর একটি দরজা। সামনে একটা আঙ্গিনা, একপাশে একটি বেঞ্চ পাতা। সকাল বেলা : নিচের তলার আশ্রিতদের একজন—বেণীর কণ্ঠস্বর নেপথ্যে শোনা গেল।]

বেণী। (নেপথ্যে) ছ্যা, ছ্যা—এর নাম চা! এ যে তামাক-পাতা-ভেজানো জল—

* মঞ্চে অভিনয়কালে এই দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হয়।

[বলতে বলতে বেণী আঙিনায় প্রবেশ করে, বিকৃত মুখে চায়ের কাপটি শেষ করে বেঞ্চের পাশে নামিয়ে রাখে। ঐ সময় দেখা গেল ঝাড়ন হাতে সিঁড়ি দিয়ে শ্যামাচরণ নেমে আসছে।]

এই যে হিজ একসেলেন্সি শ্যামাচরণ দি গ্রেট—বলি পারসেনটেজটা কত ?

শ্যামাচরণ। কি আবোল-তাবোল বকছেন সক্কাল বেলা !

বেণী। (চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে) আবোল-তাবোল ! একবার এটি ড্রিঙ্ক করে দেখ তো বাছাধন—কত পারসেন্ট ধুলো আর কত পারসেন্ট চা !

শ্যামাচরণ। কি যে বলেন, কেন, চায়ে আবার কি হল ?

বেণী। কি যে বলি, একটিবার পান করেই দেখ না !

শ্যামা। কে আপনাকে খাওয়ার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে, খান কেন ?

বেণী। খাব না মানে, আলবৎ খাব, একশ বার খাব, হাজার বার খাব—তোমার বাবারটা খাই—

শ্যামা। কি যে বলেন, দেখুন বেণীবাবু সক্কাল বেলা বাপ তুলবেন না বলছি। ওঃ, বিষ নেই তার কুলো-পানা চক্কোর দেখ না ! ওই যে কি বলে, কিসে কি নেই তার রাধা-কেষ্টর নাম। যত সব—

[রাগতভাবে শ্যামাচরণ আবার উপরে চলে গেল।]

বেণী। আচ্ছা দেখ লেঙ্গা। তোম বেণী শর্মাকে নেই চিন্‌তা হায়। তোমকো এক রোজ ঐহি চা এক গামলা পিলায়েঙ্গা—

[সিঁড়ির পথ থেকে ঐ সময় শ্যামাচরণ আবার মুখ বের করে বলে—]

শ্যামাচরণ। হাম ভি নেহি পিয়েঙ্গা।

[অতঃপর বেণী ও শ্যামাচরণ দুজনই চলে যায় এবং ঠিক পর মুহূর্তেই গঙ্গাজলের ঘটি হাতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, বকের

মত ঠ্যাং ফেলে ফেলে জল ছিটোতে ছিটোতে আন্নাকালী এসে ঢুকল।]

আন্না। গঙ্গা, গঙ্গা—ছ্যা—ছ্যা—চতুর্দিকে এঁটো কাঁটা, কোথায়ও পা দেবার জো আছে—

[গঙ্গাজল ছিটোয়]

জাত-ধম্মো আর রাখতে দিলে না গা !

[গলি-পথ দিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তে সৈনিকের বেশে একটি লাঠি কাঁধে আপন মনে মার্চ করতে করতে সুবেদার মেজর বঙ্কিম চৌধুরীর প্রবেশ—]

বঙ্কিম। আইজ ফ্রন্ট্। লেফট্ রাইট্, লেফট্।

[প্রায় আন্নাকালীর গা ঘেঁষেই মার্চ করে চলে বঙ্কিম। আন্নাকালী প্রথমটা একটু সরে যায়, তারপর খিঁচিয়ে ওঠে—]

আন্না। আ মরণ মিনসের। গা ঘেঁষে একেবারে চলেছে, রকম দেখ না।

বঙ্কিম। (মার্চ করতে করতে) লেফ্ট্ রাইট্—লেফট্—

আন্না। ফিট্ ফ্যাট্ ফিট্ ফ্যাট্—আ মোলো যা। কবে লড়াইয়ে গিয়েছিল—তা এখনও তার জের মিট্ল না। তা যাও না, গড়ের মাঠে যাও না। উঠোনে হেদিয়ে মরছিস কেন রে ড্যাকরা—

বঙ্কিম। লেফট্ রাইট্—বাউট টার্ন, লেফট—

[আন্নাকালীর পাশ দিয়ে চলে যায় বঙ্কিম। আন্নাকালী ছোঁয়া বাঁচিয়ে সরে দাড়িয়ে বলে—]

আন্না। চোখের মাথা খেয়েছিস্···ফের এদিকে আসবি তো এই ঘটির বাড়ি দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেব।

[আন্নাকালী ঘটি দেখাল। বঙ্কিম হঠাৎ ফিরে চিৎকার করে

বলে উঠল—]

বঙ্কিম। হল্ট্!

আন্না। কি বললি? হট্—আমাকে তুই বলিস হট্? হতভাগা, অলপ্পেয়ে, সকাল বেলা আমায় বলে কিনা হট্!

বঙ্কিম। (আপনমনে) শোল্ডার আর্মস্। (ছড়িটা কাঁধে বন্দুকের মত ধরল।)

আন্না। আবার ছড়ি দেখাচ্ছিস? দাঁড়া—আহ্নিকটা সেরে আসি, তারপর তোকে মজা দেখাচ্ছি। [প্রস্থান]

[বঙ্কিম পুনরায় লেফট্ রাইট বলতে বলতে এক পা দু পা এগিয়েছে, অমনি পিছন থেকে বিড়ি টানতে টানতে রেসের একটি বই নিয়ে হাফশার্ট ও পায়জামা পরে মহেন্দ্র দেখা দিল। বঙ্কিমকে পিছন থেকে ডেকে বলল—]

মহেন্দ্র। হল্ট্—খুড়ো হল্ট্!

[বঙ্কিম থেমে মহেন্দ্রের দিকে কটমট করে চায়।]

বঙ্কিম। What?

মহেন্দ্র। (সহাস্যে) এমন কিছু নয়, লোন—লোন—কিছু ধার দাও না খুড়ো।

বঙ্কিম। No, never. আবার তোমাকে ধার! তুমি একটা ধাপ্পাবাজ, cheat, imposter.

মহেন্দ্র। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি···মাইরি, আজ সেদিনের টাকাটা সন্ধ্যের সময় দিয়ে দেব। Queen of Australia···দেখে নিও একেবারে sure success.

বঙ্কিম। তুমি জুয়াড়ী—therefore মিথ্যেবাদী—I hate জুয়াড়ীস্!

মহেন্দ্র। তুমি তো জান না খুড়ো, কি দুঃখে ঘোড়ার ঠ্যাং ধরে

ছুটেছি। শুধু নিরুর জন্যে—বুঝলে খুড়ো—শুধু নিরুর জন্যে।

বঙ্কিম। নিরু—what নিরু…

মহেন্দ্র। হঁ্যা—হঁ্যা—আরে ঐ যে আমাদের বসন্তবাবুর মেয়ে নিরুপমা—(নিম্ন কণ্ঠে) কাউকে যেন আবার বলে বস না খুড়ো এখানে হুট্ করে—তুমি যেমন আবার পেট-আলগা ! আমি মানে—ঐ নিরুপমাকে একটু ইয়ে—মানে—

বঙ্কিম। What !

মহেন্দ্র। হঁ্যা—হঁ্যা—ইয়ে মানে ঐ যে তোমাদের কি সব বলে, ভালবাসা—

বঙ্কিম। ভালবাসা ? প্রেম—লভ !

মহেন্দ্র। হঁ্যা—মানে—খুব গোপনে—

বঙ্কিম। ভালবেসেছো—ঐ নিরুপমাকে ?

মহেন্দ্র। হাঁ, কিন্তু সেকথা তাকে বলতে গেলে সে কি বললে জান খুড়ো—

বঙ্কিম। ছাতার বাড়ি বসিয়ে দিল বুঝি !

মহেন্দ্র। তাহলে তো ভাল ছিল। একেবারে মুখের ওপর বলে দিলে, যেদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হয়ে রোজগার করতে পারবেন, সেদিন ভালবাসা কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন, নইলে ও বানানটাও ভুলে যান।

বঙ্কিম। (হেসে) বললে বুঝি ! হাঃ হাঃ হাঃ। হঁ্যা—বানানটা ভুলে যান ! হাঃ হাঃ হাঃ…লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট, লেফট্ রাইট্ [বলতে বলতে ঘুরতে আরম্ভ করল]

মহেন্দ্র। আরে খুড়ো…শোন, শোন ! হল্ট !

[বঙ্কিম থামল। আন্নাকালী গাছকোমর বেঁধে ঝঁ্যাটা হাতে

একটু দূরে দেখা দিতেই বঙ্কিমের তার উপর চোখ পড়ল। তখনই চিৎকার করে বলে উঠল—]

বঙ্কিম। অ্যাবাউট্ টার্ন! লেফট্ রাইট! [দ্রুত প্রস্থান]

মহেন্দ্র। খুড়ো, খুড়ো—শোন, শোন—যাক গে মরুকগে—কিন্তু টাকা—টাকা আমাকে রোজগার করতেই হবে। আজকের ট্রিপল্ টোট মারবই···তারপর সেই নোটের বাণ্ডিল নিয়ে দেব নিরুপমার কথার জবাব।

[বসন্তবাবুর হাত ধরে নিরুপমা বাইরে থেকে বেড়িয়ে নিজেদের ঘরের দিকে ঠিক ঐ সময় যাচ্ছিল। মহেন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বসন্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করে—]

মহেন্দ্র। মর্নিং-ওয়াক্ সেরে ফিরছেন বুঝি?

বসন্ত। হ্যাঁ বাবা, একটু না বেড়ালে—

মহেন্দ্র। তা ভাল। বেড়াবেন, বেড়াবেন—নইলে আবার এ বয়সে শরীরটা ঠিক থাকে না। তাছাড়া মর্নিং-ওয়াক—is a very good exercise—এতে শরীর আর মন দুইই ভাল থাকে।

বসন্ত। আর বাবা শরীর···এ ভাঙ্গা শরীর কি আর জোড়া লাগবে!

মহেন্দ্র। তা যা বলেছেন, এই দেখুন না সেদিন মাঠে থিফ্ অফ বাগদাদের পাটা সেই যে ভেঙ্গে গেল, আর জোড়া লাগল না।

বসন্ত। তাই তো বাবা, যা ভাবনা ঐ মেয়েটা—

মহেন্দ্র। না, না, আপনার মেয়ে নিরুপমা দেবীর জন্যে আবার ভাবনা কি? আমরা যখন আছি, তখন—

নিরুপমা। (ঈষৎ বিরক্তভাবে) বাবা, ঘরে চল। তোমার ওষুধ খাবার সময় হল।

বসন্ত। হ্যাঁ···চল মা। [উভয়ের প্রস্থান]

মহেন্দ্র। নাঃ সত্যি···বসন্তবাবু চলে গেলে নিরুর কি হবে সেটা তো ভেবে দেখি নি। কি আর হবে, এই season-এই একটা বাজী আমায় মারতেই হবে। কারণ আমাকেই তো দেখা-শোনা করতে হবে শেষ পর্যন্ত!

নিরুপমা। (পেছন থেকে এসে) শুনছেন?

মহেন্দ্র। (চকিতভাবে) এঁ্যা···আমায় ডাকছেন?

নিরুপমা। হ্যাঁ···সেদিন না আপনাকে বারণ করে দিয়েছিলুম আপনি আমাদের কথায় থাকবেন না।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে···না···আমি তো···

নিরুপমা। হ্যাঁ ··আমার সম্পর্কে কেউ কোন আলোচনা করে সেটা আমি পছন্দ করি না। [গম্ভীরভাবে দ্রুত প্রস্থান]

[মহেন্দ্র একটু অপ্রস্তুতভাবে এধার-ওধার চেয়ে বেঞ্চিতে বসতে বসতে আপন মনেই বলল—]

মহেন্দ্র। আচ্ছা···একবার মাঠটা ঘুরে আসি আজ—ট্রিপল টোট্টা একবার পাই, তারপর পাবে মহেন্দ্র চাটুয্যের কথার জবাব।

[আপন মনে রেসের বইটা দেখতে লাগল]

[এই সময় অভিনয়-পাগল মলয়কুমার (নিচের তলার আর একজন আশ্রিত) আপন মনে একটা ছোট আরশি হাতে নিজের চুল ঠিক করতে করতে প্রবেশ করল। নিজেই আরশির দিকে চেয়ে বলতে লাগল—]

মলয়। না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি
দুর্যোধন সহায় হইলে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারি।

[সহসা মহেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়তে তাকে একটু দেখে—তার কাছে গিয়ে বলতে থাকে—]

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে
কি হেতু রাঘব বাঞ্ছা, (থুড়ি)
কি ভাবিছ বিরস বদনে, একা বসি হে তাত মহেন্দ্র ?

মহেনদা! (মহেন্দ্র কোন কথা শুনতেই যেন পায় না।) মহেনদা! ও মহেনদা!

মহেন্দ্র। (বিরক্তভাবে) দেখ্ রাখহরি, জ্বালাস্‌নি বলছি সকাল বেলা।

মলয়। (আহতভাবে) ওঃ! আবার, আবার সেই রাখহরি নাম ?
নিষ্ঠুর কেশব, কি অপরাধ করিয়াছি
ঐ রাঙা পায়—নার কি বলিতে ?
মলয়কুমার নাম ধরেছি যখন
তবে কেন পুনরায়
ডাক সেই অভিশপ্ত রাখহরি নামে ?

মহেন্দ্র। যা, যা—করিস তো ভুবনেশ্বরী যাত্রা পার্টিতে কাটা সৈনিকের পার্ট—তার আবার নাম নেওয়া হয়েছে মলয়কুমার। হুঁঃ!

[নীরবে বই পড়তে লাগল, হঠাৎ মলয় একটি কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বের করে হস্ত প্রসারণ করে—]

মলয়। মহেনদা—কাঁচি!

[মহেন্দ্র একটি সিগারেট নিল কিন্তু তার দিকে চাইল না।]

মহেনদা, এইবার দাদা তোমার সেই বন্ধু সিনেমা-ডাইরেক্টরকে ধরে যদি একটা চান্স না করে দাও তো গলায় দড়ি দিয়ে সত্যি বলছি আমি আত্মঘাতী হব।

মহেন্দ্র। সিনেমায় নামতে গেলে টাকা খরচ করতে হবে। পারবি ?

মলয়। পারব—নিশ্চয় পারব—এই দেহ-মন-প্রাণ চাও যদি বল।—

মহেন্দ্র। তবে দে দিকি গোটা পঁচিশ টাকা।

মলয়। পঁ—চি—শ টাকা ?…অত কোথায় পাব প্রভু ?

মহেন্দ্র। তবে যা, কেটে পড়—কিচ্ছু হবে না।

মলয়। দয়া কর—দয়া কর মহেনদা—একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে কম-সম কর।

মহেন্দ্র। হবে না—হবে না—কেটে পড়।

মলয়। বাবার পকেট ধোলাই দিয়ে আজ অনেক কষ্টে পাঁচটা টাকা যোগাড় করেছি।

মহেন্দ্র। পাঁচটা টাকা ?—বেশ তাই দে, দেখি বলে-কয়ে কিছু করতে পারি কিনা।

মলয়। (টাকা দিয়ে] পার্টটা যেন একটু বড় হয় দাদা। এই ধর হিরো—

মহেন্দ্র। কি বললি, হিরো !

মলয়। কেন আমি পারি না নাকি ? দেখ না একবার চান্স দিয়ে—

মহেন্দ্র। কিন্তু তোর যোগ্য হিরোয়িনই তো খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য হবে রে—

মলয়। সে তোমাকে ভাবতে হবে না আমি খুঁজে নেব।

মহেন্দ্র। তুই খুঁজে নিবি ?

মলয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—একেবারে আমার হাতেই আছে। বুঝেছ, একজন নয় দু' জন।

মহেন্দ্র। দু-দু জন হিরোয়িন।

মলয়। হাঁ—চুপি চুপি বলছি শোন, এই বাড়িতেই আছে।

মহেন্দ্র। এই বাড়িতে হিরোয়িন ?

মলয়। আরে মহেনদা, আছে—আছে—এই ধর না কেন আমাদের পুঁটুরাণী—

মহেন্দ্র। পুঁটুরাণী! ঐ বাঙ্গাল মেয়েটা, হাঃ হাঃ!

মলয়। বেশ বেশ, পুঁটুরাণী না হয় ঐ নিরুপমা তো আছে—

মহেন্দ্র। (সহসা গলা ধরে) কি বললি···রাস্কেল, ফের্ ঐ নাম যদি উচ্চারণ করবি তাহলে···

মলয়। আরে আরে, ছাড়, ছাড়! চুল ঘেঁটে গেল যে—ঐ দেখ—

[শশব্যস্তে সহসা ঐ সময় বেণীর প্রবেশ]

বেণী। আহা-হা—কর কি, কর কি মহেনবাবু! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

[বেণী মহেন্দ্রের হাত থেকে মলয়কে ছাড়িয়ে দিল।]

মহেন্দ্র। যা আজ এক্সকিউজ করে দিলাম। কিন্তু ফের যদি কখনও শুনি ঐ নাম তোর মুখে, দেখবি তখন—

বেণী। যেতে দাও মহেনবাবু, যেতে দাও। চল, তোমার সঙ্গে একটা আমার জরুরী কনসালটেশন আছে—

[মহেন্দ্রের হাত ধরে টানতে টানতে বেণী চলে গেল। চুল ঠিক করতে করতে মলয়—]

মলয়। দেখে নেব, আমি দেখে নেব। এতবড় অপমান—যুদ্ধ-সাধ যদি তব হে কেশব, অচিরেই মিটাইব সে সাধ—

[ঐ সময় কোমরে কাপড় জড়িয়ে একটা ডাঁসা পেয়ারা চিবুতে চিবুতে পুঁটুরাণীর প্রবেশ—]

পুঁটু। মহেনদা, (মলয়কে দেখে) মহেনদা কনে গেল বলবার পার মাথুদা—

মলয়। কি—কি বললি—

পুঁটু। ও কি! ক্ষেইপা গ্যালা কেন? (একটু থেমে) অ, দেখছ নি—একদম ভুইলা গেছি, মলয়দা—

[হাস্যমুখে জামাটা ঠিক করে পুঁটুর কাছে এগিয়ে এসে—]

মলয়। পুঁটু—

পুঁটু। কি কও—

মলয়। পুঁটুরাণী—

পুঁটু। কি ভ্যানর ভ্যানর করো, মহেনদা কই গেল জানো যদি তো কও। হেয়াই তো জিগাই—

মলয়। মহেনদা?

পুঁটু। পোড়াকপাইলা—কালা নাকি—কইতা আছি তো—মহেনদা কনে গেল জান?

মলয়। (মনে মনে) যমের বাড়ি। (উচ্চকণ্ঠে) মহেনদা?

পুঁটু। কি যে ন্যাকা-ন্যাকা ভাব করতা আছো—সর, পথের মধ্যি খাড়াইয়া রইলা কেন—আমার কাম আছে, যাইবার দাও—

মলয়। পুঁটুরাণী—

পুঁটু। কি!

মলয়। হিরোয়িন কি জান?

পুঁটু। খুব। ঐ যে কচি কচি দুব্বা ঘাস খায়—আমাদের গাঁয়ে বড় বাবুদের বাড়িতে ছেল যে—এক জোড়া—

মলয়। য়্যাঁ—

পুঁটু। হ। হরিণ তো—

মলয়। কচু খেলে যা। হরিণ নয় হরিণ নয়, হিরোয়িন। আমি হিরো তুমি হিরোয়িন—লেকের ধারে একটু একটু চাঁদের আলো—

[চোখ বুজেই বলতে থাকে মলয়। এক ফাঁকে পেয়ারা চিবুতে-

চিবুতে চলে যায় পুঁটুরাণী ।]

তুমি ডাকবে—ডার্লিং—আর আমি—আমি—

[নেপথ্যে শুভ্রর ডাক—]

শুভ্র (নেপথ্যে)। শ্যামাচরণ, শ্যামাচরণ—

[মলয় চোখ খুলে পুঁটুকে না দেখে—]

মলয়। পুঁটু—পুঁটুরাণী—

[মলয় ভিতরে চলে গেল।]

শুভ্র। (নেপথ্য থেকে) শ্যামাচরণ, ওরে শ্যামাচরণ, গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বার করতে বল্।

[নেপথ্যে শুভ্র পুনরায় ডাকিল—শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণের প্রবেশ—]

শ্যামা। আজ্ঞে, যাই ছোটবাবু!

[এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সীতার প্রবেশ]

কাকে চান আপনি? কাকে খুঁজছেন।

[সীতা বিহ্বলভাবে তার দিকে চেয়ে রইল।]

কি যে করেন? কথা বলছেন না কেন? কাকে চান?

সীতা। কাকে চাই? আমি···আমি···

শ্যামা। ভ্যালা আপদ!

[শ্যামাচরণ—বলে ডাক দিতে দিতে শুভ্র সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।]

শুভ্র। শ্যামাচরণ, কোথায় থাকিস্ বল্ তো, তখন থেকে—। (হঠাৎ সীতাকে দেখে) ইনি কে শ্যামাচরণ?

শ্যামা। কি যে বলেন—আমিই কি ছাই জানি, ভিক্ষে-টিক্ষে চায় বোধ হয়।

শুভ্র। চুপ কর।···আপনি কে? কাকে চান?

সীতা। (শুভ্রর দিকে চেয়ে) আচ্ছা, এইটে কি ব্যারিস্টার মুখার্জি সাহেবের বাড়ি ?

শুভ্র। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি…

সীতা। আমরা বর্মা থেকে আসছি বাবা, সবে কাল কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এখানে তো জানা-শোনা কেউ নেই, শুধু মুখুজ্যে সাহেব-কেই জানি।

শুভ্র। কিন্তু বাবা তো এখন নেই, তিনি বাইরে গেছেন, আপনারা কি তাঁর কেউ…

সীতা। না, না, আমরা তাঁর কেউ হই না, এমনি অনেকদিন আগে একটু চেনা-জানা ছিল।

শ্যামা। কি যে করেন—চেনা-জানা বলে তো সামনের দরজা দিয়ে ঢুকবেন, খিড়কি দিয়ে এলেন কেন ?

সীতা। (বিব্রতভাবে) আমরা তো কিছু জানি না বাবা ?

শ্যামা। তা হলে মার কাছে চলুন ওপরে।

সীতা। কিন্তু আমার স্বামী খুব অসুস্থ, বাইরে দরজার গোড়ায় বসে আছেন…ওঁকে যদি এইখানটায়

শুভ্র। কি আশ্চর্য! তাঁকে তাহলে বাইরে রেখে এলেন কেন ? দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি। [শুভ্র চলে যায়]

সীতা। না—না—সে জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না…(ব্যগ্রভাবে ঘুরে) আচ্ছা…এ কে…এ কে ?

শ্যামা। কার কথা বলছেন ?

সীতা। ঐ যে…

শ্যামা। কি যে বলেন—ও তো ছোটবাবু!

সীতা। ছোটবাবু ?

শ্যামা। হ্যাঁ—সাহেবের একমাত্র ছেলে।

সীতা। সাহেবের একমাত্র ছেলে—সাহেবের একমাত্র—(বলতে বলতে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম হল।)

শ্যামা। কি হল ?

[নিরুপমা এই সময় খাতা ও বই নিয়ে কলেজে যাবার জন্ম বেরোচ্ছিল। সে বই রেখে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।]

নিরুপমা। মাথাটা ঘুরে গেছে বুঝি ? আসুন, এই বেঞ্চিটায় বসবেন।

সীতা। না—না, আমি ঠিক আছি মা। ঠিক আছি। (ক্ষণপরে) তুমি কে মা ?

নিরুপমা। আমি এইখানে থাকি। আমার নাম নিরুপমা।

[শ্যামাচরণের প্রস্থান]

সীতা। এঁদের কেউ···

নিরুপমা। না, বড়-মার সঙ্গে আমার বাবার কি একটা সম্পর্ক আছে শুনেছি। তবে বড়-মা তো বড্ড ভাল, গরীব-দুঃখী দেখলে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। আপনার সঙ্গে কি এঁদের···

সীতা। না মা, কোন সম্পর্ক নেই—তবে বড্ড বিপাকে পড়েই এখানে এসেছি। সামান্য একটু চেনা ছিল আগে। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে এসে পড়েছি এই বাড়িতে।

নিরুপমা। ও, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আশ্রয় পাবেন। বড়-মার মত মানুষ আপনি দেখেন নি !

[শ্যামাচরণের কাঁধে ভর দিয়ে শুভ্রর হাত ধরে বিভূতির প্রবেশ]

শুভ্র। চলুন, আর একটু···

বিভূতি। সীতা, তাহলে···তুমি কি একবার—

সীতা। হ্যাঁ···আমি একবার···

শুভ্র। মার সঙ্গে দেখা করবেন তো? তার আগে এখানে ইনি একটু বসুন।

[উপরের বারান্দা থেকে ঐ সময় সহসা গম্ভীরভাবে সাবিত্রী ডাকলেন—]

সাবিত্রী। শুভ্র!

শুভ্র। এই যে মা! এই দেখ, ইনি আর এঁর স্বামী বর্মা থেকে এখানে এসেছেন, বাবাকে এঁরা জানেন বলছেন।

সাবিত্রী। আচ্ছা, তুমি ওপরে এস। কথা আছে। শ্যামাচরণ!

শ্যামা। মা!

সাবিত্রী। নিচের কোন ঘর খালি থাকলে সেইটে ওঁদের দেখিয়ে দাও।

[শুভ্র উপরে উঠে গেল। সীতা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।]

নিরুপমা। চলুন—আমি আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

[নিরুপমা অগ্রসর হল। সাবিত্রী শুভ্রর সঙ্গে উপরের ঘরে চলে গেলেন। বিভূতি নিরুর সঙ্গে শ্যামাচরণের কাঁধে ভর দিয়ে চলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।]

বিভূতি। সীতা—

সীতা। (চমকে উঠে) এ্যাঁ!

বিভূতি। চল। [সকলে অগ্রসর হতে লাগল।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[সাবিত্রীর শয়ন-কক্ষ। এক ধারে পালঙ্কে শয্যা পাতা। এক কোণে একটি বড় আলমারি। ত্রিপয়ের উপরে ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল। জানালায় দামী নেটের পর্দা! সর্বত্র প্রাচুর্যের সমারোহ সাবিত্রীকে দেখা গেল ঘরের মধ্যে চিন্তান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলছে—]

সাবিত্রী। আশ্চর্য! সত্যই তাহলে সীতা এখানে এল, কি করি এখন আমি কি করি—

[শুভ্র এসে ঐ সময় নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ক্ষণকাল মা'র মুখের দিকে চেয়ে ডাকে—]

শুভ্র। মা!

সাবিত্রী। (চম্‌কে উঠে) কে? ও শুভ্র, আয়—হ্যাঁরে, কলেজে গেলি না!

শুভ্র। (বিস্ময়ে) বা রে, কলেজেই তো যাচ্ছিলাম। তুমি যে ডাকলে।

সাবিত্রী। আমি ডাকলাম?

শুভ্র। বাঃ, বেশ! ডাকলে, এখন আবার বলছ কখন ডাকলে তুমি দিনকে দিন এমন ভুলো মন হয়ে যাচ্ছ কেন বল তো!

সাবিত্রী। তা ডেকেছি, ডেকেছি, কি আর তাতে হয়েছে।

শুভ্র। আমি তাই বলছি নাকি! কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি তাহলে যাই—

সাবিত্রী। আয়—

[শুভ্র যেতে যেতে আবার দরজার কাছ পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—]

শুভ্র। মা!

সাবিত্রী। কি রে?

শুভ্র। বলছিলাম—(ইতঃস্তত করে বলে) না থাক। (এগিয়ে যায় দরজার দিকে আবার।)

সাবিত্রী। কি বলছিলি, বল না!

শুভ্র। বলছিলাম, ওরা কে মা?

সাবিত্রী। কারা!

শুভ্র। ঐ যে, কিছুক্ষণ আগে যারা এলেন নিচে—

সাবিত্রী। তেমন বিশেষ কেউ না। দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা আছে।

শুভ্র। ও? কিন্তু আমার যেন মনে হয়েছিল—

সাবিত্রী। কি?

শুভ্র। না, মানে—ওই ভদ্রমহিলার মুখখানি যেন অনেকটা তোমারই—

সাবিত্রী। হাঁ রে, সুজাতা কয়েকদিন থেকে আসে না কেন রে! কেমন আছে জানিস কিছু?

শুভ্র। সে তো তুমিও ফোনে জানতে পার মা।

[শ্যামাচরণ ঐ সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে ঢোকে।]

শ্যামা। কি যে করেন মা, ওদিকে বাবু যে এসে গেছেন।

শুভ্র। কলেজের দেরি হয়ে গেল। চললাম মা আমি—

[শুভ্র ঘর থেকে বের হয়ে গেল। শ্যামাচরণও বের হয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী তাকে ডাকলেন।]

সাবিত্রী। শ্যামাচরণ!

শুভ্র। আজ্ঞে—

সাবিত্রী। ওরা, মানে একটু আগে যারা নিচে এল বর্মা থেকে, তাদের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিস তো ?

শ্যামা। কি যে বলেন, তা আর করি নি !

সাবিত্রী। ঠিক আছে যা—

[শ্যামাচরণ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে—]

শ্যামা। মা!

সাবিত্রী। কি ?

শ্যামা। বলছিলাম, ওনারা কে মা ?

সাবিত্রী। কে আবার, এককালে জানা-শোনা ছিল, গরীব—

শ্যামা। বৌটি মনে হল বড় ভাল মা। তা ছাড়া নিরুদিদি কি বলছিল জান মা ?

সাবিত্রী। কি ?

শ্যামা। ওনার মুখটি নাকি অবিকল একেবারে তোমারই—

সাবিত্রী। (সহসা বাধা দিয়ে চিৎকার করে) কাজে যাবি না এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্ বক্ করবি ?

শ্যামা। (শশব্যস্তে) আজ্ঞে—এই যাই—

[তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেল শ্যামাচরণ। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্যুট পরিহিত, হাতে মামলার নথি-পত্র অমিয়নাথ এসে ঘরে ঢুকলেন।]

অমিয়। কি হল, কাকে আবার বকাবকি করছিলে ?

সাবিত্রী। আজই ফিরলে যে তুমি ?

[গায়ের জামাটা খুলে চেয়ারে রেখে বসতে বসতে অমিয়নাথ বলেন—]

অমিয়। হ্যাঁ, কাজ হয়ে গেল। তা ছাড়া কালই আবার রায়গড়ের

কেসটার হীয়ারিং—

[অন্যমনস্কভাবে অমিয়নাথ হাতের নথিটা চেয়ারে বসে উলটোতে শুরু করেন, সাবিত্রী ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে ইতঃস্তত করে বলেন—]

সাবিত্রী। বলছিলাম—ওরা এসেছে।

অমিয়। (হাতের নথি দেখতে দেখতে) কারা ?

সাবিত্রী। কারা আবার, যারা জোর গলায় একদিন বলে গিয়েছিল জীবনে আর এ-মুখো হবে না !

অমিয়। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ—

সাবিত্রী। এসে পড়েছেই যখন থাক দুটো দিন। নিচের তলায় আমা পিসীর পাশের ঘরেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

অমিয়। (পূর্ববৎ অন্যমনস্কভাবে) হুঁ—

সাবিত্রী। (হঠাৎ রাগত কণ্ঠে) কি তখন থেকে হুঁ হুঁ করছ ? কথাগুলো আমার কানে যাচ্ছে না, না—

অমিয়। (চমকে সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে) য়্যাঁ—কিছু বলছিলে ?

সাবিত্রী। বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। (একটু থেমে) সীতা আর বিভূতি এসেছে।

অমিয়। য়্যাঁ—কখন, কখন এল ? কই উপরে দেখলাম না তো তাদের ! (উঠে দাঁড়িয়ে) কোথায়, কোন্ ঘরে আছে তারা ? বলতে হয় এতক্ষণ, ছিঃ ছিঃ, দেখ দেখি কি ভাবছে তারা !

[বলতে বলতে অমিয়নাথ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সাবিত্রী বাধা দেন—]

সাবিত্রী। কোথায় যাচ্ছো ?

অমিয়। একবার দেখা করে আসি!

সাবিত্রী। না, দাঁড়াও—

[বিস্ময়ে অমিয়নাথ সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।]

বোস। কথা আছে। (একটু থেমে) তাদের পরিচয় আমি কাউকেই দিই নি।

অমিয়। কি বলছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। ঠিকই বলছি। আজ যদি কোন ক্রমে সত্য কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, আমি শুভ্রর আসল মা নই, ওকে মানুষ করেছি মাত্র, তাহলে সংসারে আমার কোথায় ঠাঁই হবে বলতে পার? আর শুভ্রর কাছেই বা মুখ দেখাব কেমন করে?

অমিয়। কিন্তু এ কথা প্রকাশ হতে যাবেই বা কেন?

সাবিত্রী। হোক না হোক, নিজের বাড়িতে সর্বক্ষণ এই চোরের ভয় নিয়ে আমি থাকতে পারব না। তা ছাড়া সব দিক দিয়ে আজ তার ও আমার পক্ষে অতীতটাকে ভুলে থাকাই মঙ্গল—

অমিয়। মঙ্গল কিনা জানি না, তবে নিজের বোনকে এমনি করে—

সাবিত্রী। সে কথা তো কেউ আর জানতে পারছে না!

অমিয়। আর কেউ না জানুক তুমি আমি তো জানি। নিজের মনকে তুমি ফাঁকি দেবে কি করে? এর চাইতে তাকে স্পষ্টাস্পষ্টি ডেকে এনে চলে যেতে বললেই বোধ হয় ভাল করতে সাবিত্রী!

সাবিত্রী। তার মানে? আমাকেই যেন তার সব কিছুর জন্য দায়ী করছ বলে মনে হচ্ছে!

অমিয়। দায়ী? না সাবিত্রী, দায়ী তুমি হতে যাবে কেন? দায়ী তারই নিষ্ঠুর ভাগ্য। নইলে তাকেই বা আজ এমনি অনাত্মীয়ের পরিচয়ে, ভিক্ষুকের মত, নিজের মায়ের পেটের বোনের বাড়িতেই মাথা গোঁজবার

একটু ঠাঁই নিতে হবে কেন?

সাবিত্রী। বেশ তাই যদি তুমি মনে কর তো, আজই এখুনি সবার সামনে তাদের ডেকে বলি, তারা আমার কে, কি তারা করেছে, কি তাদের সত্য পরিচয়—

অমিয়। না, না—সাবিত্রী, কিছুই আর তোমায় করতে হবে না। যতটুকু ব্যবস্থা করেছ তাই—তাই হবে বৈকি। আমি, আমি কে—সামান্য ভগ্নীপতি বৈতো নয়। কতটুকু, কতটুকু সম্পর্ক তাদের সঙ্গে আমার! কতটুকু সম্পর্ক—

[বলতে বলতে অমিয়নাথ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[অন্ধকারে মঞ্চ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও গীত শোনা যাবে। এবং পরিস্ফুটমান আলোকে দেখা যাবে সুজাতাদের বাড়ির সোফা-সেটিতে সুসজ্জিত একটি কক্ষ। মধ্যস্থলে একটি দ্বারপথ। তাতে দামী নেটের পর্দা ঝুলছে। বাঁ দিকেও একটি দ্বারপথ, পর্দা ঝুলছে। ডান দিকে ত্রিপয়ের পরে ফোন রক্ষিত। দুদিকে সোফায় বসে সুট-পরিহিত সুনীল, রঞ্জন—ধুতি-পরিহিত, সুবেশা তরুণী মলি ও মিনি। সুদর্শন যুবক মৃগাঙ্ক সুট-পরিহিত, এক পাশে দাঁড়িয়ে। মধ্যস্থলে নৃত্যরতা বিচিত্রভূষণা রিটা। নাচের শেষে, মৃগাঙ্কর দিকে চেয়ে সুনীল বলে—]

সুনীল। Splendid—superb! That's right রিটা, ঠিক আছে!

দেখো রঞ্জন, রিটার নাচটাই তা হলে আমাদের চ্যারিটি শোর ফার্স্ট প্রোগ্রাম থাকবে।

রঞ্জন। তা কি করে হবে, ফার্স্ট আইটেম থাকবে মণিকার গান। তা ছাড়া এ নাচে আছেই বা কি!

রিটা। নেই মানে! নাচের তুমি বোঝ কি? কি নেই এতে? এতে আছে একটা ছন্দের হিল্লোল, সংগীতের মূর্ছনা, একটা রিদিম—একটা—

রঞ্জন। কিন্তু public এসব বুঝবে কি?

রিটা। Of course! Why not? অজন্তা পিকাসোকে যদি তারা বুঝতে পারে, এও বুঝবে!

সুনীল। তুমি কি বল মৃগাঙ্ক?

মৃগাঙ্ক। আমি তোমাদের ও নাচ কিছু বুঝি না!

সুনীল। আহা, বোঝ না বোঝ দেখলে তো ব্যাপারটা—

মৃগাঙ্ক। না, আমি চোখ বুজে ছিলাম—

রিটা। তাতো থাকবেনই। একজনকে ছাড়া উনি কবেই বা অন্যের দিকে তাকাবার অবকাশ পান— [দ্রুত প্রস্থান]

সুনীল। দিলে ত ওকে চটিয়ে?

মৃগাঙ্ক। তা যাও না, মান ভাঙিয়ে নিয়ে এসো। (হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে) But what's the matter with সুজাতা, সে এখনও এল না, আমরা কি একা একাই রিহার্সেল দেবো নাকি?

সুনীল। কিন্তু শুভ্রও তো এখন পর্যন্ত এল না।

মৃগাঙ্ক। (বিরক্ত কণ্ঠে) হুঁ, শুভ্র! কবেই বা তার responsibility ছিল যে আজ থাকবে! (অতঃপর অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে) ঠিক আছে, আমিও আজ সুজাতা দেবীকে স্পষ্টই বলে

দেব, এভাবে চলতে পারে না—either we must stop it or let শুভ্র do it alone !

সুনীল। কিন্তু তার জন্য তুমি এত ছট্‌ফট্‌ই বা করছ কেন! তাদের আসতে না হয় একটু দেরিই হচ্ছে—

মৃগাঙ্ক। দেরিই হচ্ছে মানে? কথা বা punctuality'র কোন দাম নেই মনে কর? তা ছাড়া তোমাদের এই function-এর রিহার্সেল ছাড়াও I have got thousand and one engagements—

মলি। তা বেশ তো, আপনার অন্য engagements থাকে তো চলে যান না।

মিনি। হাঁ, কারণ আজ আর রিহার্সেল হবে বলে যখন মনে হচ্ছে না!

মৃগাঙ্ক। হবে না মানে? Is it a child's play—

মিনি। তা আর কি করে হবে। শুভ্রই যখন এখনও এল না আজ—

মৃগাঙ্ক। শুভ্র—শুভ্র—শুভ্র, What do we care for him ?

মিনি। আমরা না করলেও সুজাতা শুভ্রকে আবার যে ভাবে কেয়ার করে—

মলি। তা সুজাতা তো তখন বলছিল শুভ্রকে সে দু বার already নাকি ফোনও করেছে—

মৃগাঙ্ক। না, really I can't wait any more ! Calcutta club-এ ঠিক punctually রাত আটটায় আমার আবার একজন মিনিস্টারের সঙ্গে জরুরী appointment রয়েছে—

সুনীল। আজ যখন দেখা যাচ্ছে রিহার্সেল আর হবেই না, তখন তোমার জরুরী appointment থাকলে চলে যাও না—

মৃগাঙ্ক। চলে যাব—কিন্তু সুজাতা আবার—

[ঠিক ঐ মুহূর্তে সুসজ্জিতা সুজাতার ঘরে প্রবেশ।]

সুজাতা। Oh! I am sorry! আমার একটু দেরি হয়ে গেল, তোমরাই বা চুপচাপ বসে কেন? এ কি, শুভ্র এখনও আসে নি?

মিনি। না।

সুজাতা। না, really hopeless! দু-দু বার ফোন করলাম, বললে আসছি, অথচ এখনও দেখা নেই—

মিলি। আসবে বলে তো সে আজ আর মনে হচ্ছে না।

[হঠাৎ সুজাতার দৃষ্টি পড়ে—মৃগাঙ্ক একাগ্র দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে চেয়ে আছে।]

সুজাতা। What are you looking at মৃগাঙ্ক?

মলি। (মৃদু হেসে) তোমাকে। কিন্তু কি হল মৃগাঙ্কবাবু, আপনার যে জরুরী কি appointment ছিল বলছিলেন?

মৃগাঙ্ক। Really! You look like an angel সুজাতা দেবী!

সুজাতা। Do I!

মৃগাঙ্ক। (মুগ্ধকণ্ঠে) ঐ যে কবি বিদ্যাপতির ভাষায় আছে—

শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস

কলাপের মতো করেছ বিকাশ—

সুনীল। ওটা বিদ্যাপতির নয় হে মৃগাঙ্ক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের—

মৃগাঙ্ক। (কট্‌মট্‌ করে একবার সুনীলের দিকে চেয়ে) Really! ঐ শাড়ীটায় যেন মনে হচ্ছে আপনাকে—

সুজাতা। ড্যাডির এক client প্যারি থেকে present পাঠিয়েছেন আমার এবারের বার্থ ডেতে এই শাড়ীটা—it is really nice—isn't it?

সুনীল। তা হলে কি এবারে আমাদের নাটকের রিহার্সেলটা শুরু

হবে সুজাতা দেবী ?

সুজাতা। কিন্তু শুভ্র এখনও এল না, তা ছাড়া মৃগাঙ্করও কি জরুরী appointment—

মৃগাঙ্ক। No, no—that can be cancelled immediately—তা ছাড়া একটু দেরি হয়েছে তাতে কি! Let us start—

সুজাতা। কিন্তু শুভ্র না এলে রিহার্সেল conduct করবে কে—তা ছাড়া function-এর পরেই আমাদের মাসৌরী যাবার কথা! সে যেতে পারবে কিনা—সে সম্পর্কেও আজই একটা formal discussion'ও হবার কথা ছিল—

মৃগাঙ্ক। তা সে নাই বা গেল। We can—

সুজাতা। তা হয় না মৃগাঙ্ক—

মৃগাঙ্ক। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) তা হলে আর কি বলব!

সুনীল। আজ তা হলে আর রিহার্সেল হচ্ছে না সুজাতা দেবী!

সুজাতা। না, শুভ্র নেই—

মৃগাঙ্ক। তা হলে আর কি হবে, চলি! (সকলে মুখ টিপে হাসে।) তোমরা যাবে নাকি হে ?

সুনীল। হাঁ, আর বসে থেকেই বা কি হবে ?

[সুনীলের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও উঠে পড়ে।]

রঞ্জন। চলি তা হলে সুজাতা দেবী।

সুজাতা। আসুন—

মলি। চলি ভাই।

মিনি। Good night!

সুজাতা। Good night—

[একে একে সকলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সুজাতা তখন

গিয়ে ফোনের ডায়েল ধরে রিসিভার তুলে নিয়ে—]

হ্যালো—কে শুভ্র ?

[সহসা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত মধ্য দ্বারপথে শুভ্রর প্রবেশ।]

শুভ্র। Yes madam ! শুভ্র speaking—

সুজাতা। (রিসিভার নামিয়ে রেখে) এই যে, কি ব্যাপার বল তো !

[মৃদু হেসে শুভ্র সোফায় বসতে বসতে বলল—]

শুভ্র। কেন, what's wrong ?

সুজাতা। What's worng মানে ? দু-দু বার রিং করলাম, তুমি বললে আসছ,—আমাদের আগামী charity show-র আজ এখানে একটা full reharsal-এর কথা ছিল ! সবাই এসে এতক্ষণ তোমার জন্য বসে বসে—

শুভ্র। কিন্তু আমি ত অনেকক্ষণ এসেছি—

সুজাতা। মানে !

শুভ্র। তোমার মার ঘরে তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম।

সুজাতা। আর তোমার অপেক্ষায় সকলে এ ঘরে—

শুভ্র। সেই ভিড়ের জন্যই তো আসি নি—

সুজাতা। ভিড় মানে ! সবাই তো আমাদের পরিচিত বন্ধু—

শুভ্র। ঐ কারণেই আসি নি—বিশেষ করে যেখানে তোমাকে ঘিরে—

সুজাতা। (কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে বসে) Are you jealous !

শুভ্র। একেবারে অস্বীকার করিই বা কি করে বল ? (একটু থেমে) তা ছাড়া আর একটা কথা কি জানো সুজাতা ?

সুজাতা। কি ?

শুভ্র। তোমাদের so-called society-র এই সব মীটিং function

আমার ঠিক যেন ধাতে সয় না—

সুজাতা। কিন্তু আগে তো ভাল লাগত!

শুভ্র। তা হয়তো লাগত। তবে এখন আর লাগে না—

সুজাতা। সেইটাই আসল কথা না—এখানে মানে আমার কাছে আসতেই আর তোমার আজকাল ভাল লাগে না।

শুভ্র। কি যে বল!

সুজাতা। কথাটা কি একেবারেই মিথ্যে শুভ্র?

শুভ্র। জানো তো—লাইব্রেরীতে রোজ যাবার জন্য একেবারেই সময় পাই না—

সুজাতা। হাঁ, আমার এখানে আসবার তোমার সময় না হলেও, সঙ্গিনী নিয়ে cinema, lake-এ যাবার সময়ের অভাব হয় না!

শুভ্র। এসব কি বলছ?

সুজাতা। কেন, মিথ্যে নিশ্চয়ই বলছি না!

শুভ্র। সুজাতা!

সুজাতা। হাঁ, তোমার রুচি সম্পর্কে অন্তত আমার একটা উঁচু ধারণা ছিল—

শুভ্র। দেখো সুজাতা, I never expected this sort of remark at least from you—

সুজাতা। কেন বল তো?

শুভ্র। যাক্। আমার কাজ আছে আজ সুজাতা, আমি চললাম—

[শুভ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।]

সুজাতা। হুঁ! যা শুনেছি, দেখছি তা মিথ্যে নয়!…কিন্তু আমি, আমিও তা হতে দেব না, কিছুতেই না— [দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে যায়।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[একটি ছোট ঘর। কোণের দিক দিয়ে একটি তক্তাপোশ পাতা। তার উপরে বিভূতি বসে আছে। মলিন বস্ত্র পরিহিতা সীতা ঘরের কোণে রক্ষিত কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালে একটি ফটো টাঙানো, সীতার মৃত যুবক সন্তানের ফটো। সীতা জল নিয়ে বিভূতিকে দেয়। বিভূতি জলটা পান করে। জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বিভূতির মুখের দিকে চেয়ে সীতা বলে—]

সীতা। ওযুধটা খাবার সময় হয়ে গিয়েছে, এবারে ওষুধটা দিই!

বিভূতি। অনেক তো ওষুধ খাওয়ালে সীতা, আর কেন—

সীতা। না, না—ওষুধ না খেলে চলে? মহেন্দ্র বলছিল হাসপাতালে নাকি অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছেন, সেখানে গিয়ে একবার—

বিভূতি। মহেন্দ্র?

সীতা। হাঁ, এখানেই ঐ তো নিরুদের পাশের ঘরেই থাকে। বড় ভাল ছেলেটি, দুপুরে খোঁজখবর নিচ্ছিল।

বিভূতি। কিন্তু আর কেন সীতা, হাতে যে কটি টাকা, গায়ে যে সামান্য দু-চারটি গয়না অবশিষ্ট ছিল সবই তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

সীতা। থাক, ওসব চিন্তা তোমার না করলেও চলবে।

বিভূতি। সেই চিন্তাটুকু ছাড়া যে আর কিছুই আমার করবার নেই তা কি আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে যে আমি একেবারেই নিঃস্ব করে দিলাম সীতা—

সীতা। কেন তুমি দুঃখ কর, কিসেরই বা আজ আর আমার

প্রয়োজন। এ জীবনের মত সমস্ত প্রয়োজনই তো সে মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছে আমার। একেবারেই তো সে আমায় মুক্তি দিয়ে গিয়েছে। শক্র, শক্র—

[কান্নায় সীতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আঁচলে চোখ মোছে সীতা।]

বিভূতি। (দীর্ঘশ্বাস নিয়ে) তাই তো ভাবি, যখনই মনে হয়, তোমার জীবনটা আমিই ব্যর্থ করে দিলাম। শক্র আমিই তোমার।

সীতা। না, না—তোমার কি দোষ, আমার, আমারই অদৃষ্ট—

বিভূতি। না, না—তোমার অদৃষ্ট হবে কেন, সবই আমায় দুর্বুদ্ধি। নইলে সেদিন যৌবনের উন্মাদনায়, পথের ভিখারী হয়ে রাজার দুলালী তোমার দিকে যদি না হাত বাড়াতাম, তবে তো আজ এই অপমান আর দুর্ভাগ্যের বোঝা সারাটা জীবন ধরে এমনি করে তোমাকে বয়ে বেড়াতে হত না।

সীতা। কেন, কেন তুমি ওসব কথা বার বার বল! কেন বোঝ না ওতে আমি কত দুঃখ পাই।

বিভূতি। আজকের এখানকার এই ঘর দুয়ার ঐশ্বর্য যে সেই কথাটাই নূতন করে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সীতা। এ সব কিছু তো তোমারও একদিন ছিল। আমি, আমিই তো তোমাকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করেছি। আর সেদিনও আমারই দারিদ্র্যের জন্যই তো বুক থেকে তাকে তোমায় ছিনিয়ে পর করে দিতে হয়েছিল। নইলে একজনকে হারালেও আর একজন তো ছিল, তোমার পাশে এসে—

[সীতা সহসা বিভূতির মুখ চেপে ধরে বলে—]

সীতা। কি কর, চুপ—চুপ। দেওয়ালেরও যে কান আছে। যদি কেউ এখানে শুনতে পায়—

[সভয়ে চারিদিকে চেয়ে বিভূতি বলে—]

বিভূতি। হাঁ, তাই বটে। ভুলেই গিয়েছিলাম। এখানে মুখ খোলবার অধিকারটুকু পর্যন্তও যে আমাদের নেই! ঠিক, ঠিক বলেছ সীতা! ঠিক বলেছ—

সীতা। হাঁ, কি হবে আর সে কথায়। নিজেরাই তো স্বেচ্ছায় সেদিন আমরা বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য সমস্ত সম্পর্ক মুছে দিয়ে গিয়েছি নিজের হাতে—

বিভূতি। হাঁ, কিন্তু এত বড় ভুলটা তুমি যে কেন করলে সীতা?

সীতা। ভুল?

বিভূতি। হাঁ, সেদিন এই দরিদ্রের গলায় মালা দিয়ে যে ভুল করেছিলে, আজও সেই ভুলই করলে এখানে এসে—

সীতা। না, না—এ তুমি বুঝবে না গো বুঝবে না। তবু, তবু তো দিনান্তে একটিবার তাকে চোখের দেখাও দেখতে পাব!

বিভূতি। তা হয়তো পাবে, কিন্তু তাতে করে কি কোন সান্ত্বনা পাবে তুমি সীতা? পরমাত্মীয় হয়েও এই যে এখানে প্রতি মুহূর্তে অনাত্মীয়ের অবজ্ঞা, অবহেলা—

সীতা। না, না—তা কেন হবে?

বিভূতি। তা ছাড়া আর কি সীতা। এই যে পনেরো দিন হল আমরা এখানে এসেছি, কই একটিবারের জন্যও তো তোমার দিদিমণি বা জামাইবাবু এসে খোঁজ পর্যন্ত নিলেন না। বর্মা থেকে এসে প্রথম যেদিন এ বাড়িতে পা দিলাম, দোতলার বারান্দা থেকে তোমার দিদির সেই কঠোর কণ্ঠস্বরটি কানে এসে বাজতেই বুঝেছিলাম, ঠাঁই এখানে আমাদের হবে না। তবু তুমি যে কেমন করে মাথা নিচু করে এখানে এসে আশ্রয় নিলে—

সীতা। তুমি তো জান, সব, সব—সহ্য করেছি, এই আশাতেই যে,—সে আমার এখানে আছে। কিন্তু শুধু কি আমিই? তুমি—তুমিও কি না এসে পারতে? তোমার মন কি—

বিভূতি। আমি! (দীর্ঘশ্বাস চেপে) আমার কথা ছেড়ে দাও সীতা। মৃতদেহ একটা বয়ে বেড়াচ্ছি মাত্র। আমার আবার চাওয়া, আমার আবার মন—এখন শুধু যেতে পারলেই— [বিভূতি শয্যায় ক্লান্তিভরে শুয়ে পড়ে]

সীতা। আচ্ছা, আমার চোখে জল না দেখলে কি আজকাল কিছুতেই তুমি শান্তি পাও না—

বিভূতি। না, না—সীতা, আর আমি কিছু বলব না, আর আমি কিছু বলব না—

[দূর হতে ঐ সময় একটি গান ভেসে এল, শুভ্র গান গাইছিল—]

দুঃখের নিশিরাতে যদি একটি আলোর শিখা
ভীরু কামনায় জ্বলে জ্বলে যায় নিভে,
তবু তো জানি, সে তুমি, সে তুমি।

বিভূতি। কে গাইছে?

সীতা। কি করে বলব?

বিভূতি। (অর্ধোত্থিত হয়ে) এ নিশ্চয় সে—নিশ্চয় তোমার···

সীতা। চুপ। চুপ করে ঘুমোও!

[বিভূতি পুনরায় শুয়ে পড়লেন]

[পুনরায় নেপথ্যে শুভ্রর গান শোনা যায়—]

বিদায়ের ছলে ফেলে গেছ মালা
আজ শুকায়ে গিয়াছে তা—
শুধু তাই নিয়ে আঁখি জলে সারা নিশি জাগি—
তবু তো জানি, সে তুমি, সে তুমি।

[বিভূতি ঘুমিয়ে পড়ে গান শুনতে শুনতে একসময়, এবং গানের শেষে ভেজানো দরজা ঠেলে ধীরে ধীরে নিরুপমা প্রবেশ করল।]

সীতা। কে ?

নিরু। আমি নিরু।

সীতা। এস মা…বস।

[ঘরের মোড়াটা টেনে নিয়ে নিরুপমা বসে।]

নিরু। মেসোমশাই আজ কেমন আছেন মাসীমা ?

সীতা। আজ একটু ভালই আছেন…এই একটু আগে ওপরে গান হচ্ছিল, সেই গান শুনতে শুনতে উনি একটু চোখ বুজেছেন।

নিরু। তা হলে আমি উঠি মাসীমা। যদি আবার কথা কইলে…

সীতা। না, না—বস মা। তোমার সঙ্গে তবু দুটো কথা কইলে শান্তি পাই। উনি যে তোমাকে কি চোখে দেখেছেন। বলেন, এমন মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। (একটু থেমে) আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

নিরু। কি মাসীমা ?

সীতা। ওপরে মাঝে মাঝে কে গান গায় বল তো ?

নিরু। বড়-মার ছেলে শুভ্রবাবু। কেন ওঁর গানে কি…

সীতা। না—না, ভারি মিষ্টি লাগে তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।

নিরু। ওঁর মত মানুষ দেখা যায় না মাসীমা। বড়-মার একমাত্র ছেলে, এত বড় লোক, তবু যে কি ভাল তা কি বলব !

সীতা। তোমার সঙ্গে আলাপ আছে ?

নিরু। না, এমনি যেতে আসতে কখনও দেখা হয়েছে, উনি তো সবার সঙ্গে বেশি মেশেন না।

সীতা। নিচে কখনও আসে না বুঝি ?

নিরু। হ্যাঁ মাঝে মাঝে আসেন তো। যখন নিজে ড্রাইভার ছাড়া গাড়ি নিয়ে বেরোন তখন সময় সময় এদিকে আসেন। গ্যারাজের যাবার রাস্তাটা নিচের তলা দিয়েই কিনা—

সীতা। ও!

নিরু। এই তো সেদিন সরকার মশাইকে ডেকে আপনাদের কোন কষ্ট হচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন।

সীতা। (ব্যাকুলভাবে) আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল বুঝি ?

নিরু। হ্যাঁ।

সীতা। তুমি নিজে শুনলে বুঝি ?

নিরু। না। বাবা সদরে বসেছিলেন, সেই সময় ওঁদের কথাবার্তা শুনেছিলেন।

সীতা। কিন্তু সরকার মশাই তো কখনও এদিকে আসেন না—বরং শ্যামাচরণ মধ্যে মধ্যে এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়।

নিরু। ও তাই নাকি ? তা হলে আপনি একবার ওপরের বড়-মাকে বলুন···উনি শুনলে নিশ্চয়ই হয়তো ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দেবেন।

সীতা। না মা, দয়া করে ওঁরা একটু এখানে ঠাঁই দিয়েছেন, সেই ঋণ শোধ করবারই সামর্থ্য নেই···আবার বিরক্ত করে···

নিরু। না, না—মাসীমা, আপনি বড়-মাকে জানেন না—তিনি যে কত ভাল তা আপনি একদিন আলাপ করলেই বুঝবেন। আত্মীয়, অনাত্মীয় সবার উপর যে ওঁর কি দরদ! আপনাদের সব কথা এখনও হয়তো উনি জানেনেই না, তাই—

সীতা। (একান্তে হাসিয়া) থাক্ মা—এখানে আগে হাসপাতালে ওঁকে নিয়ে একবার দেখিয়ে আসি···তারপর যা হয় করব।

[নেপথ্যে বসন্তবাবু ডাকলেন—নিরু, নিরু।]

ঐ তোমার বাবা বোধ হয় ডাকছেন নিরু।

নিরু। (উঠে) আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। রাত্তিরে দরকার হলে ডাকবেন কিন্তু…আমি অনেক রাত অবধি পড়ি। [প্রস্থান]

[সীতা বিছানায় স্বামীর গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিচ্ছে—এমন সময় ধীরে ধীরে সাবিত্রী ঘরে প্রবেশ করেন।]

সীতা। কে?

[সাবিত্রীকে দেখে সে থতমত খেয়ে যায়। তাহার পর ধীরে ধীরে কাছে এসে প্রণাম করে।]

সাবিত্রী। থাক্…হয়েছে। (সীতার দিকে চেয়ে) কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে তোর? (সীতা মাথা নত করে) সেখানে যদি এতই পয়সার অভাব হয়েছিল, তবে আমাকে একটা খবর দিলে কি মান যেত, না লজ্জায় মাথা হেঁট হত?

সীতা। (ভিন্নদিকে চেয়ে দুঃখের হাসি হেসে) লজ্জা, মান—দিদিমণি, ভিক্ষুকের ভিক্ষায় আবার লজ্জা কি! আমরা তো আজ ভিখিরী ছাড়া আর কিছুই নই—

সাবিত্রী। (গম্ভীরভাবে) সীতা!

সীতা। তুমি! তুমি—আমাকে ক্ষমা কর।…কিন্তু তুমি এ ঘরে কেন এলে, দিদিমণি! আমাদের কি এখানে থাকতে দিতে তোমার…

সাবিত্রী। যাক সে কথা। এসেছ যখন, তখন থাক কিছুদিন। তবে বুঝতেই পারছ—সব সময় আমি এসে হয়তো তোমাদের তেমন খোঁজ খবর করতে পারব না—তবে শ্যামাচরণকে বলে দিয়েছি, যখন যা তোমাদের দরকার হবে ওকে বললেই চলবে।

সীতা। তুমি তার জন্যে কেন ব্যস্ত হচ্ছ দিদিমণি! কোন সম্পর্কের দাবী নিয়েই তো আমরা আসি নি এখানে, যেটুকু দয়া তুমি করেছ, শুধু

সেইটুকুর ওপরই নির্ভর করে এক পাশে আমাদের থাকতে দাও। তুমিও নিশ্চিন্ত থাক।

সাবিত্রী। এতদিন তো তাই ছিলাম···কিন্তু কখনও ভাবি নি তোমরা এভাবে আবার এখানেই ফিরে আসতে পার।

সীতা। সব হারিয়ে এখানে এসেছি দিদি···শুধু এই আশায়ই যে তবু দূর থেকেও তো মাঝে মাঝে চোখের দেখাটা দেখতে পাব।

সাবিত্রী। (চাপা গর্জনে] সীতা!

সীতা। না, না—আমি হয়তো কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তুমি—তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই—জেনো, যেটুকু দয়া তুমি করেছ তার অমর্যাদা সীতা কোন দিনই করবে না। কোন দিনই করবে না।

সাবিত্রী। বিভূতি বুঝি ঘুমুচ্ছে?

সীতা। হঁ্যা। কিন্তু তুমি আর এ ঘরে থেকো না দিদি···কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে আবার!

সাবিত্রী। হঁ্যা যাই।

[সাবিত্রী চলে যান, সীতা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিভূতির কিন্তু আগেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে অধীর কণ্ঠে ডাকে—]

বিভূতি। সীতা!

সীতা। একি তোমার ঘুম ভেঙে গেল এখুনি?

বিভূতি। (শয্যায় উঠে বসে) অনেকক্ষণই ভেঙে গেছে। তোমার—বড়দির সব কথাই শুনলুম সীতা···আমার মনে হচ্ছে এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা আমাদের অন্যায় হচ্ছে।

সীতা। অন্যায়?

বিভূতি। নিশ্চয়! তিনি যখন চান না আমরা এখানে থাকি, তখন সেখানে তুমিই বা থাকতে চাইছ কি হিসেবে সীতা? তোমার বাবা জীবিতকালে আমাদের সম্পর্কটাকে স্বীকার করে নেন নি বলে, তুমি তাঁর মৃত্যুর পরেও অভিমান ভরে তাঁর অর্জিত সম্পত্তির একটি কপর্দকও স্পর্শ কর নি। আর আজ সেই তুমিই, সেখানে এসে একটু থাকবার জন্যে এমনি করে আশ্রয় ভিক্ষা করছ। কেন, কেন তা করছ, বলতে পার?

সীতা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, থাম, চুপ কর।

বিভূতি। চুপ করেই তো আছি। কিন্তু এ তুমি কি করলে? এ তুমি কি করলে? এ তুমি কেমন করে সহ্য করলে সীতা—তুমি বুঝতে পারছো না—

সীতা। ওগো—

বিভূতি। না, না—চল সীতা, এখান থেকে আমরা চলে যাই।

সীতা। কিন্তু কোথায়, কোথায় তুমি যাবে?—

বিভূতি। ফুটপাতে, গাছতলায় থাকব, ভিক্ষে করে খাব, তবু, তবু—এখানে নয় সীতা, এখানে নয়—চল, চল—এখান থেকে আমরা চলে যাই। (কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়)

সীতা। (কাঁদতে কাঁদতে দুটি হাত বুকে চেপে) না, না, যাবার কথা তুমি বল না—এখান থেকে আমি কোথাও যাব না। কোথাও যেতে পারব না।

॥ ধীরে ধীরে যবনিকা আসবে নেমে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[সময় সকাল, অমিয়নাথের বাড়ির নিচের তলায় আশ্রিতদের মহল। নন্দ—নিচের তলারই একজন আশ্রিত, বসে বসে গান শুনছে। একজন ভিখারী একতারা বাজিয়ে গান গাইছে—]

॥ গান ॥

মা তোর রঙ্গ দেখে বাঁচি নে মা
তোর কেমন ধারা নীতি,
কল্যাণী তুই যদি মা
পাই নে কেন সাড়া,
দিগম্বরী দিগ্বসনা
বিভীষণার ভীতি।
ফেল খুলে মা মুণ্ডুমালা,
শুধু থাক মা জবার মালা,
রাঙা পায়ে সোনার নূপুর
বাজুক আজি শুনি,
জগৎজোড়া ও রূপ কালো
নয়ন ভরে দেখি।
ভিখারী মহেশে মাগো,
চরণতলে রাখিস নে গো
ছি ছি করে জগৎজনা

শুনেও কি তুই শুনিস নে মা,
মুণ্ডুমালা অসি ফেলে
বাজা মোহন বাঁশী,
আমি পরাণ ভরে শুনি ॥

নন্দ। আহা, বড় মধুর গান তুই গাস্ ভব। রোজ একটু করে শুনিয়ে যাস্ বাবা। মায়ের নাম যে শোনে তারও পুণ্য, যে শোনায় তারও পুণ্য— [উঠলেন]

ভব। শুধু পুণ্যতে কি আজকাল আর পেট ভরে দা'ঠাকুর?

নন্দ। কেন, কেন—

ভব। ঐ নামই শোনে, হাত দিয়ে আজকাল আর ফুটো পয়সাটিও গলে না কারও! মুখের পরে দরজা বন্ধ করে দেয়—

নন্দ। সে কি রে! এ বাড়িতে ভিক্ষে মিলছে না—বলিস্ কি! মা অন্নপূর্ণা এ বাড়িতে বসে রয়েছেন, দু' হাত ভরে সকলকে অন্ন বিলোচ্ছেন—

ভব। মিথ্যে কথা বলব না দা'ঠাকুর, মা তো দিচ্ছেনই—তবে এ বাড়ির মায়ের মত মা তো সব বাড়িতে নেই দা'ঠাকুর। বলে গতর আছে ভিক্ষে করিস কেন, খেটে খা!

নন্দ। তা বটে! উঞ্ছবৃত্তি মানেই আত্মার অপমান বুঝলি, ও কাজ আর করিস নে ভবা—

ভব। কিন্তু পেট যে মানে না দা'ঠাকুর।

নন্দ। ভাবিস নে রে, ভাবিস নে! জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

ভব। আজ তাহলে উঠি দা'ঠাকুর—যদি কিছু দয়া করেন—

নন্দ। দয়া! আমি আবার নতুন করে কি দয়া করব? এই তো একটু আগে এ বাড়ি থেকে চাল পেলি।

ভব। তা পেয়েছি—তবে আপনার কাছেও যে কিছু আশা রাখি।

নন্দ। বলিস কি বেটা! ওদের দেওয়া মানেই আমারও দেওয়া।

ভব। আজ্ঞে তা বুঝেছি—তবু—

নন্দ। না, না—অপচয়ে লক্ষ্মী ক্ষুণ্ণা হন। এখন যা দেখি—আমার অনেক কাজ। পুজো-আহ্নিক করব, যা—আর দিক করিস নে—

ভব। হাঁ, যাই—

[ক্ষুণ্ণ মনে ভবর প্রস্থান। অন্য দিক দিয়ে নন্দরও প্রস্থান। শ্যামাচরণ বাজারে যাচ্ছিল, অন্যপথে তারিণী প্রবেশ করে তাকে ডাকে—]

তারিণী। বাবা শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ! শোন্ না—শোন্ না একটু—

[শ্যামাচরণ ফিরে তাকায়।]

শ্যামা। কি যে করেন সকাল-বেলা পিছু ডাকলেন তো। কেন, কি চাই?

তারিণী। ওর নাম কি বলছিলাম—আফিং যে ফুরিয়েছে! যদি একটু—

শ্যামা। আচ্ছা তারিণীবাবু, আপনি দিনে ক ভরি করে আফিং খান বলুন তো—রোজ রোজ দু ভরি করে এনে দিচ্ছি—আর আপনি ল্যাবুন-চুসের মত সব খেইয়ে ফেলছেন।

তারিণী। ওর নাম কি, চলবে কি করে বল—আগে দু ভরিতে চল্‌ত, কিন্তু এখন যে আধ ভরির সঙ্গে দেড় ভরি ভেজাল। আসল মাল ওর নাম কি, কত আর আছে বাবা।

শ্যামা। কি যে বলেন! আসল মাল কম! বলে দোকান থেকে আনতে আনতে আমার নেশা ধরে যাচ্ছে, আর আপনি বলছেন ওতে আসল মাল নেই। না—আর দিক করবেন না।

তারিণী। দোহাই বাবা শ্যামাচরণ! ওর নাম কি, এই বৃদ্ধ বয়সে এই

ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আর চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত করিস নে বাবা। তোর পুণ্য হবে। মা ঠাকরুণকে বলে অন্ততঃ আধ ভরিটাক্ বাড়িয়ে দে—

শ্যামা। হুঁ, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে দুধও বাড়বে?

তারিণী। তা ওর নাম কি, যৎকিঞ্চিৎ—ঐ আধ্ পো'টাক্—

শ্যামা। হুঁ, আর রাবড়ি—?

তারিণী। ওর নাম কি, যৎসামান্য—

শ্যামা। হুঁ—দেখুন তারিণীবাবু, তার চেয়ে এক কাজ করি, ও এক-আধ ভরির কম্মো নয়। আপনাকে বরং একদিন একেবারে ভরি দশেক কিনে এনে দেই, সেইটে খেইয়ে জন্মের মত একেবারে আপনিও নিশ্চিন্ত হন, আমিও হই—ভ্যালা আপদ!

[দ্রুত প্রস্থান, পিছনে পিছনে তারিণীবাবু ছুটে গেল।]

তারিণী। আহা কথাটা শেষ হল না যে, ওর নাম কি, ও শ্যামাচরণ—শ্যামাচরণ! [প্রস্থান]

[ভিতরে কালুর গলা শোনা গেল।]

কালু। (নেপথ্যে) আলবৎ সরাব। বেশ করব সরাব, তুমি কি করবে কি?

[কালু ও রতন উত্তেজিত ভাবে প্রবেশ করল। পিছনে পিছনে আন্নাকালীর রাগতভাবে প্রবেশ, তার পিছনে সিধু, শিবু ও মানতুর প্রবেশ।]

আন্না। তা বলে তুই আমার আহ্নিকের ঘটিতে হাত দিবি?

কালু। নিশ্চয় দোব। Why রোজ রোজ this অত্যাচার—এবার কলে ঘটি বসানো থাকলেই টান মেরে ফেলে দোব।

আন্না। শোন্, শোন্—রতনা, কালুর কথাটা একটিবার শোন্।

রতন। কালু অন্যায়টা কি বলেছে? দুটো কল, তার মধ্যে সকাল

থেকে তুমি একটায় ঘটি বসিয়ে রাখবে, আর আমরা তিরিশ জন একটি কলে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব ?

আন্না। তা বলে আমার ঘটি ছুঁবি তোরা ?

কালু। কিউ নেই ছুঁয়েগা, কল্ তোমারা একলাকা সম্পত্তি হ্যায় ? সারাটা দিন তো কেবল ঐ ঘটিতে জল ভরতাই হ্যায়—ভরতাই হ্যায়।

আন্না। আমার খুশি, আমি যা ইচ্ছে করব।

কালু। আমারও খুশি, আমি চান করতে না পেলেই সরাব।

আন্না। আচ্ছা, আমিও ঘটি রাখব কলে, দেখি কে কি করে—আর ওপরে গিয়ে বলছি সব। [প্রস্থান]

কালু। যা খুশি করগে, আমিও যা খুশি করব, চল সব কলে দেখি ও বুড়ী কি করে— [রতন, কালু ও সকলের প্রস্থান]

[নেপথ্যে একটু পরেই আবার আন্নাকালীর গলা শোনা গেল—]

আন্না। (নেপথ্যে) তুমি একটিবার এস ভাই, এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখবে এস। (আন্নাকালী ও শুভ্রর প্রবেশ) যেন মগের মুলুক পেয়েছে সব। আমি বিধবা মানুষ। আমার পেছনে দিনরাত সবাই লাগবে। আমার ঘটিবাটী—

[লেফট্ রাইট্ লেফট্ রাইট্ করতে করতে বঙ্কিমের প্রবেশ।]

এই দেখ মরণ, এই এক মুখপোড়া আছে দিনরাত হনুমানের মত লাফাচ্ছে।

বঙ্কিম। (চিৎকার করে) Attention! What you say, Hanuman?

[শুভ্র কোন মতে গম্ভীর হয়ে থাকে।]

আন্নাকালী। ঐ দেখ বাবা—কথা বললেই চিক্কর মারে।

শুভ্র। তা দেখুন, আপনাদের যা অসুবিধে হয় তা মাকে বললেই তো পারেন। আমাকে—

আন্নাকালী। না, না—তুমি নিজে দেখে গেলে, এইবার আমার জোর হল।

বঙ্কিম। দেখ বুড়ী, শুধু শুধু আমার নামে লাগাচ্ছিস—এটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না।

আন্নাকালী। কি বললি মুখপোড়া, বুড়ী? আমি বুড়ী?

বঙ্কিম। না খুকী (তারপর একটু থেমে) three কাল্স gone, one কাল remains তবু lying habitটা গেল না। মিলিটারীতে থাকলে তোমায় court-martial করত।

আন্নাকালী। শুনলে, শুনলে বাবা—কি রকম ইংরিজিতে আবার গালাগাল দিচ্ছে। [শুভ্র হেসে ফেলে।]

বঙ্কিম। বেশ করছি। Left right! Left right! Left right!

[বলতে বলতে পায়চারি করতে লাগল।]

আন্নাকালী। তবে রে মুখপোড়া…তোর ওষুধ আমি দিচ্ছি দাঁড়া!

[বেঞ্চির কাছে একটা ঝাঁটা পড়েছল, তাই তুলে নিতেই বঙ্কিম বলে উঠল—]

বঙ্কিম। বাউট টার্ন!

[বলে জোর কদমে বের হয়ে যায়। আন্নাকালী পিছনে পিছনে তাড়া করে। শুভ্র হাসতে হাসতে বেঞ্চির উপর বসে পড়ল ও পরে হাসি থামিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার বইখানি বেঞ্চিতে যে পড়ে থাকল তা সে খেয়াল করল না। শুভ্র বাইরে চলে গেল—নিরুপমা সেই সময় নিজের বইপত্র হাতে কলেজ যাবার জন্য বের হয়ে আসতেই হঠাৎ বেঞ্চিতে একটি বই পড়ে আছে দেখে, কার বই দেখবার জন্য সেটি তুলে নিয়ে দেখছে, এমন সময় শুভ্র পুনরায় ফিরে আসতেই সে বইটি আগিয়ে দিয়ে বলে—

নিরুপমা। এটা বোধ হয় আপনার বই—এখানে ফেলে গিয়েছিলেন।

[শুভ্র বইটি নেয়।]

শুভ্র। Thanks !—আচ্ছা আপনি বসন্তবাবুর মেয়ে না ?

নিরুপমা। হ্যাঁ।

শুভ্র। কি যেন আপনার নামটা ভুলে গেলুম…

নিরুপমা। নিরুপমা—

শুভ্র। হ্যাঁ…হ্যাঁ—নিরুপমা। আপনি তো এবার বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন ?

নিরুপমা। (মৃদু সলজ্জ কণ্ঠে) হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলছেন কেন ? বয়সে ও সব দিক থেকেই তো আমি আপনার চেয়ে কত ছোট। আপনি আমাকে 'তুমি' বলেই ডাকবেন।

শুভ্র। তুমি ?

নিরুপমা। হ্যাঁ।

শুভ্র। (মৃদু হেসে) বেশ তাই হবে। আচ্ছা নিরুপমা দেবী, আপনি—মানে, তুমি ওঁদের কোন খবর জান ?

নিরুপমা। কাদের ?

শুভ্র। ঐ যে সেদিন যাঁরা এ বাড়িতে এলেন, বিভূতিবাবু না কি নাম…

নিরুপমা। সীতা মাসীদের কথা বলছেন ? (শুভ্র ঘাড় নাড়ে) হ্যাঁ—তাঁরা ওধারকার ঘরে আছেন। মেসোমশাইয়ের শরীরটা খুবই খারাপ যাচ্ছে।

শুভ্র। তা ওর এত অসুখ, একদিন তো উপরে গিয়ে আমার মার কাছে বললেই মা আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে ডাকিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

নিরুপমা। আমিও সে কথা বলেছিলুম ওঁদের, কিন্তু ওরা রাজী হন না।

শুভ্র। কেন বল তো?

নিরুপমা। কি জানি, কেবল বলেন যে, আশ্রয়টুকু পেয়েছি এর ওপর আরও আবদার জানিয়ে ওঁদের বিরক্ত করলে—

শুভ্র। না-না, ওঁরা আমার মাকে চেনেন না। ওঁদের বলো, আমার মাকে যেন ওরা সব জানান।

নিরুপমা। বলব।

[শুভ্র প্রস্থানোদ্যত হয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—]

শুভ্র। হঁা বলো!

[শুভ্র চলে যায়, নিরুপমা তার গমন-পথের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে যায়। আর ঠিক ঐ সময় অন্য দ্বার দিয়ে মলয়-কুমার ও তার সঙ্গী পটলা মঞ্চে এসে প্রবেশ করে এবং নিরুপমা যেদিকে গিয়েছে সেই দিকে চেয়ে মলয় বলে গদগদ কণ্ঠে—]

মলয়। ওঃ চলে গেল। গট গট করে চলে গেল। দেখেছিস্ পটলা, কি চলার ভঙ্গী যেন একেবারে সম্রাজ্ঞী রিজিয়া। উঃ ভাব দেখি, একটিবার ক্লাবে আমাদের থিয়েটার পার্টিতে যদি ওকে পেতাম, সীতার পার্টে কি একখানা ওকে মানাত!

পটলা। যেতে দাও দাদা, যেতে দাও! ওসব হচ্ছে কলেজে পড়া মেয়ে, ইংরিজি জানে, আমাদের ক্লাবে ও আসবে কেন। তা ছাড়া রাজীই বা করাবে কে?

মলয়। আমি। আমি রাজী করাব।—হ্যাঁ—নির্ঘাৎ রাজী করাব। (সুরে) পাষাণী! আমি তব ধাইব পশ্চাতে সাথে লয়ে তপ্ত আঁখি জল, দেখি তুমি তাতে রাজী হও কিনা।

পটলা। তুমিও যেমন, তুমি রাম সাজলে ওকে সীতা মানাবে কেন …তার চেয়ে…ঐ দেখ ভূতো পুঁটিকে আনছে, আমরা ওকে রাজী করাব—তুমি একটু আড়ালে যাও।

মলয়। পুঁটি! কিন্তু ও কি রাজী হবে? ও—

পটলা। হবে হবে, তুমি এখন যাও তো—যাও— [মলয়ের প্রস্থান]

[ভূতো পুঁটিকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকল।]

পটলা। (নিম্নকণ্ঠে) এই যে ভূতো! আয়, সব ঠিক তো?

ভূতো। হ্যাঁ, একটু বাকী।

পটলা। যা, তাড়াতাড়ি ম্যানেজ কর।

পুঁটি। কি কইবা কও না।

ভূতো। আমাদের মলয়দাকে দেখেছিস পুঁটি?—

পুঁটি। অরে তো রোজই দেখি, তা কি হইছে কি?

ভূতো। বলছিলাম কি জানিস, মলয়দা এবার রাম সাজবে।

পুঁটি। অ তা হনুমান হইব কেডা? (পটলাকে দেখিয়ে) অয় বুঝি—

পটলা। ইস্ (মাথায় হাত দিয়ে) খাইছে রে—

ভূতো। ওঃ তুই ত খুব রসিকা। তা দেখ পুঁটি, মলয়দা রাম সাজতে পাচ্ছে না।

পুঁটি। ক্যান?

ভূতো। আরে সাজবে কি, ওর যোগ্য সীতাই যে পাওয়া যাচ্ছে না।

পুঁটি। তা আমি করুম কি! খুঁইজা দেহো না—

পটলা। না, না—কথাটা কি জানিস পুঁটি, (ইতঃস্তত করে) তুই যদি সীতাটা সেজে দিস্, তাহলে—

পুঁটি। কি? কি কইল্যা? সীতা সাজুম আমি? আইচ্ছা, খাড়াও— সহসা উচ্চ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে) বাবা! অ-বাবা! বাবা! বাবা—

[নেপথ্যে ঘনশ্যাম : কি রে পুঁটি, কি—]

[ঘনশ্যামের প্রবেশ।]

ঘনশ্যাম। কি, কি, এই বেহান বেলায় চিক্কর পারবার লাগছ্য ক্যান রে পোড়াকপাইলা—

পুঁটি। শোনছ নি—এরা আমারে সীতা সাজাইতে চায়।

ঘনশ্যাম। কি কইলি! সীতা সাজাইবো তরে, কোন্ হালার পুত এমন কথা কয় রে।

ভূতো। (ভীতভাবে) না, না—আমি নয়—আ—আমি নয়।

পটলা। আমি কিছুই বলি নি। আমি কিছুই বলি নি। ওই ভূতো—

[দ্রুত পলাইল। ঘনশ্যাম পিছু পিছু তাড়া করে।]

ঘনশ্যাম। খাড়া! তগো দুইটারেই আজ খুন কইর‍্যা ফেলাইমু পালাস্ ক্যান্, পালাস্ কেন রে হতভাগা।

[পুঁটিও ঘনশ্যামের পিছনে পিছনে বের হয়ে গেল। এর পর মুহূর্তেই মহেন্দ্রের প্রবেশ। রেসের খাতা হাতে বেঞ্চিতে বসতে বসতে বললে—]

মহেন্দ্র। নাঃ, একটু নিশ্চিন্তে এরা থাকতে দেবে না। দিন রাত ক্যাঁচ ক্যাঁচ্ আর চেঁচামেচি লেগেই আছে। আমার যদি বাড়ি হত সব কটাকে একদিনে তাড়াতুম এখান থেকে। ছিঃ, ছিঃ—বাড়িটাকে একেবারে বস্তি করে তুললে!

[মলয়কুমারের প্রবেশ।]

মলয়। এই যে মহেনদা—তোমায় যে সেদিন পাঁচটা টাকা দিলুম তুমি তো পার্টের কিছুই করলে না আজ পর্যন্ত—

মহেন্দ্র। (রেসেরই বই দেখতে দেখতে আপন মনে) এখন বিরক্ত করিস্ নি রাখহরি।

মলয়। বিরক্ত মানে কি? দাও আমার টাকা! তোমার সঙ্গে আর আমার কোন connection নেই।

মহেন্দ্র। দেখ রাখহরি—ফের যদি চেঁচাবি তো—

মলয়। কি—কি—করবি কি শুনি—

মহেন্দ্র। নিচে তোরা যে মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি কচ্ছিস্, সব ওপরে বড়-মাকে বলে দেব।

মলয়। দিও না—আমরাও বলে দেব যে নিরুপমা রাত্তিরে যখন পড়ে তখন তুমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে হাঁ করে তার দিকে চেয়ে থাক।

মহেন্দ্র। তবে রে পাজী ছুঁচো—! এক নক্ আউটে তোকে আজ—(বলতে বলতে এগিয়ে যায় মহেন্দ্র)

মলয়। ওঃ মারলেই অমনি হলো! মারো না দেখি, আমিও সাঁতরা-গাছির ছেলে—

মহেন্দ্র। (মলয়ের কলার চেপে ধরে সহসা) তবে রে হতভাগা—

মলয়। আঃ ছাড় ছাড়! নইলে রক্তারক্তি হয়ে যাবে।

[শ্যামাচরণ প্রবেশ করে উভয়কে ছাড়াতে গেল।]

শ্যামাচরণ। আঃ কি যে করেন আপনারা! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। বড়বাবু বাড়িতে আছেন, নেমে এলে কারও রক্ষা থাকবে না। এখুনি সব ৪৪৪ ধারায় ঠেলে দেবেন—

মহেন্দ্র। হোক! ৮৮৮তেও ভয় করি না। ওকে আজ খুন না করে—

শ্যামা। আঃ ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—(ছাড়িয়ে দিল মহেন্দ্রর হাত থেকে মলয়কে।)

মলয়। (হাঁপাতে হাঁপাতে) আচ্ছা, রণক্ষেত্রে পুনঃ দেখা হবে।

গদাঘাতে ভাঙিব ও উরু।

[বলতে বলতে রাগত ভাবে মলয় চলে গেল।]

শ্যামাচরণ। কি যে করেন আপনারা তার ঠিক নেই—পাশের ঘরে একটা রুগী পড়ে আছে, আর আপনারা দিনরাত চিৎকার আর মারপিট করে চলেছেন।

মহেন্দ্র। তুমি জান না শ্যামাচরণ, ঐ মলয় ছোঁড়া আর তার সাঙ্গপাঙ্গ মিলে যা শুরু করেছে। (একটু থেমে) ঐ যে আমাদের বসন্তবাবুর মেয়ে ঐ নিরুপমা দেবী, ওরা তার পর্যন্ত জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে নেহাৎ ভদ্রলোকের মেয়ে তাই মুখ বুজে সব সহ্য করে, কিছু বলে না। কিন্তু তুমিই বল, যায়,—এ সব সহ্য করা যায়?

শ্যামাচরণ। তা কই নিরুদিদি তো কখনও কিছু বলে না!

মহেন্দ্র। তিনি বলবেন আর কি! হাজার হোক তিনি হলেন ভদ্রলোকের ছেলে, মানে ইয়ে মেয়ে, এসবের মধ্যে কখনও তিনি থাকতে পারেন!

[সহসা ঐ সময় আবার মলয়কুমার ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো—]

মলয়। ওরে বাবা, মাথা ফেটে বোধ হয় একেবারে চৌচির—

মহেন্দ্র। কার, কার আবার মাথা ফাটল?

মলয়। ঐ যে বুড়োর—

মহেন্দ্র। বুড়ো? কোন্ বুড়ো?

মলয়। ঐ যে গো, যারা নতুন এসেছে!

মহেন্দ্র। সে কি! ওঁরা আবার বাইরে গেলেন কখন?

মলয়। কে জানে?

[নিরুপমাও ঐ সময় কলেজ থেকে ফিরে ভিতরে যাচ্ছিল, ওদের কথা শুনে কৌতূহলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে মলয়কে—]

নিরুপমা। কি, কি হয়েছে ?

মলয়। Accident! পাশের ঘরের বুড়ো, হাসপাতাল থেকে রিকশয় চেপে ফিরবার পথে শুনলাম ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে—

মহেন্দ্র। বলিস্ কি রে ?

[শুভ্র 'শ্যামাচরণ', 'শ্যামাচরণ' বলে ডাকতে ডাকতে এসে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। সামনে মহেন্দ্র ও মলয়কে দেখে বলল—]

শুভ্র। এই যে, আপনারা একবার আসবেন ? বিভূতিবাবুর একটা accident হয়েছে, আমি গাড়ি করে নিয়ে এসেছি। একটু ধরে আনতে হবে।

মহেন্দ্র। চলুন, চলুন—

[সকলের দ্রুত প্রস্থান। নিরুপমাও পিছনে পিছনে গেল।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

[বিভূতি শুভ্র ও মহেন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে সীতা ও নিরুপমা ঢোকে। বিভূতিকে খাটের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়। বিভূতির মাথায় রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ।]

শুভ্র। (সীতার প্রতি) আচ্ছা রিকৃশ করে এ সময় অত ভিড়ে আপনি এঁকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন কেন বলুন তো ?

সীতা। ওঁর অসুখ—তাই কাছেই হাসপাতালটা রয়েছে বলে একটিবার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলুম বাবা।

শুভ্র। ছিঃ ছিঃ—খুব অন্যায় করেছেন। একে দুর্বল শরীর, তার উপরে খানিকটা রক্তপাত হয়ে গেল।

মহেন্দ্র। তবু ভাগ্যি আপনি গিয়ে পড়েছিলেন।

শুভ্র। আরে আমি যখন গিয়ে পড়েছি তখন তো দেখি মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উনি হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরুচ্ছেন, তাড়াতাড়ি তাই রিক্শা থেকে নামিয়ে গাড়ি করে নিয়ে এলুম।

মহেন্দ্র। যাক্ সাংঘাতিক কিছু যে হয় নি এই ভাগ্যি!

সীতা। না, না—মাথাটা একটু কেটে গিয়েছে—ডাক্তারবাবু বললেন, তেমন ভয়ের কিছু নেই।

শুভ্র। তা হলেও ওঁর ঐ দুর্বল শরীরে ওঁকে নিয়ে হাসপাতাল যাওয়া কিন্তু খুবই অন্যায় হয়েছে আপনার। তা ছাড়া তার তো কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমার মাকে যদি একটু খবর দিতেন তাহলে তিনিই তো আমাদের family physicianকে—

সীতা। না, না—সামান্য কারণে তাঁকে আবার বিরক্ত করব··· এমনিতেই তো তাঁর কাছে আমরা কতভাবে ঋণী।

শুভ্র। ঋণী! এতে ঋণের কি আছে? না, না—আমার মা—

সীতা। (চমকে উঠে) তোমার মা!

শুভ্র। হাঁ, আমার মার কানে এ সব কথা গেলে দেখবেন তিনি অত্যন্ত দুঃখ পাবেন। (মহেন্দ্রকে) মহেন্দ্রবাবু, শ্যামাচরণ কি সরকার মশাইকে একবার পাঠিয়ে দিন তো, একবার মাকে ডেকে আনুক—

মহেন্দ্র। নিশ্চয়ই, এখুনি আমিই ডেকে দিচ্ছি।

[মহেন্দ্র চলে গেল।]

সীতা। না—না বাবা, থাক্···আবার তাঁকে শুধু শুধু ব্যস্ত করে—

শুভ্র। না, না—ব্যস্ত কি। (নিরুর দিকে চেয়ে) নিরু একটু দুধ গরম করে নিয়ে এস তো।

নিরু। যাচ্ছি। [প্রস্থান।]

সীতা। তোমার বাবা হয়তো কত কাজের ক্ষতি হল।

শুভ্র। না, না—আমার তো তেমন কোন কাজ ছিল না, কলেজ থেকেই তো ফিরছিলাম, কিন্তু আপনাদের ঘরে তেমন বিছানাপত্রও তো দেখছি না। ওঁর এরকম অসুখ—ঐ রকম একটা বিছানায় ওঁকে শুইয়ে রেখেছেন, স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সীতা। সকলের তো তোমাদের মত অবস্থা নয় বাবা—কতলোক যে ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে! তোমরা আশ্রয় না দিলে বিদেশ থেকে এসে আমাদেরও হয় তো ঐ ফুটপাতে শুয়েই রাত কাটাতে হত।

শুভ্র। আচ্ছা, আপনারা বুঝি বিদেশে অনেকদিন ছিলেন?

সীতা। হাঁ, তা বছর তেইশ-চব্বিশ হবে বৈকি!

শুভ্র। তা সেখান থেকে চলে এলেন কেন?

সীতা। সে অনেক দুঃখেই চলে আসতে হয়েছে বাবা—ওঁর accident হল, তা ছাড়া—

শুভ্র। তা ছাড়া?

সীতা। (বাষ্পাকুল চোখে) যার ভরসায় ছিলুম, আমার সেই ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল কিনা—

[বলতে বলতে সীতার কণ্ঠস্বর অশ্রুতে ভারী হয়ে আসে সহসা।]

শুভ্র। তাই নাকি? কত বড় ছেলে?

সীতা। বছর উনিশ হবে। আই, এ তে গতবারে ফার্স্ট হয়েছিল।

শুভ্র। I see! আহা! আচ্ছা, আর এখানে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই বুঝি?

সীতা। আত্মীয়-স্বজন! (ম্লান হেসে বলে) না বাবা, কেউ নেই—

শুভ্র। তাই তো, আপনাদের কথা তো সব মাকে বলতে হবে—মা শুনলে—

সীতা। না, না বাবা—তোমার মাকে কিছু বলো না—শুনলে শুধু তাঁর হয়ত দুঃখই বাড়বে। তা ছাড়া—যদি কিছু সত্যি বলবার দরকার হয় সে আমিই বলব'খন।

শুভ্র। বেশ তাই বলবেন—তবে দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা—

সীতা। কি বাবা ?

শুভ্র। ঐ যে আপনাদের ছেলের মৃত্যুর কথাটা বললেন, আমার মাকে যেন ওসব কথা কখনও বলবেন না। মা ওসব কথা শুনলে বড্ড ভেঙ্গে পড়বেন হয়তো, মানে বলছিলাম কি, আমিও আমার মার একমাত্র ছেলে কিনা—

সীতা। তুমি বারণ করছ যখন তখন নিশ্চয় বলব না।

[বিভূতি ধীরে ধীরে বিছানায় উঠে বসে ঐ সময়।]

শুভ্র। আপনি আবার উঠছেন কেন বিভূতিবাবু ?

বিভূতি। শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগছে না বাবা।

শুভ্র। কোন কষ্ট হচ্ছে কি ?

বিভূতি। না, না—কষ্ট কিছু হচ্ছে না। বরং এখন একটু তো ভালই বোধ করছি। তুমি আমাদের জন্যে যা করছ বাবা—

শুভ্র। ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না। আমি আর আপনাদের জন্যে কি করলাম ?

বিভূতি। না বাবা, যেটুকু করেছ তাই বা কে করে ? আজকের দিনে তো মানুষ মানুষকে দূর করেই দিতে চায়—

[হঠাৎ ঐ সময় সাবিত্রী ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে দাঁড়াতেই বিভূতি চুপ করে গেল।]

শুভ্র। (তাড়াতাড়ি মাকে দেখে সোৎসাহে বলে) এই যে মা, তুমি

এসে গেছ! উঃ কি serious accident থেকেই যে আজ এঁরা বেঁচে গেছেন সে তোমায় কি বলব মা!

সাবিত্রী। তুমি কলেজে যাও নি?

শুভ্র। কলেজেই তো গিয়েছিলাম—কিন্তু আমাদের একজন প্রফেসার মারা যাওয়ায় হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে গেল। আর সেই ফেরার পথেই তো—এই রকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বিভূতিবাবুকে নিয়ে ইনি (সীতাকে দেখিয়ে) হাসপাতালের গেটে রিক্‌শয় উঠছেন দেখে—

সাবিত্রী। হুঁ!

শুভ্র। আমাদের ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে পাঠালে হত না মা?—

সাবিত্রী। সে যা করবার আমি করব'খন। একটু আগে সুজাতা ফোন করেছিল, তুমি একবার সেখানে যাও—

শুভ্র। কিন্তু মা, এঁদের একটা ব্যবস্থা—

সাবিত্রী। আমি তো এসেছি—

শুভ্র। তা বটে—আচ্ছা আমি চলি।

[শুভ্র চলে যাবে এমন সময় নিরু দুধ নিয়ে প্রবেশ করল।]

নিরু। মাসীমা!

শুভ্র। এই তো নিরু দুধ এনেছে—(সীতার উদ্দেশে) এটা খাইয়ে দিন ওঁকে, আচ্ছা আমি তাহ'লে চলি— [প্রস্থান।]

সীতা। ওটা—ঐখানে রেখে দাও মা—

[নিরু দুধ রেখে চলে গেল। সাবিত্রী চুপ করে নিরুকে দেখলেন, নিরুপমা চলে গেলে গম্ভীরভাবে বললেন—]

সাবিত্রী। কি, হয়েছিল কি?

সীতা। বিশেষ কিছু না—সামান্য ব্যাপার!

সাবিত্রী। সামান্য ব্যাপার হোক বা যাই হোক, ঐ রোগা মানুষটাকে টানতে টানতে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কি এমন দরকার ছিল বলতে পার? কেন, এ বাড়িতে যখন রয়েছে তখন একটা লোককে দিয়ে আমাকে একটা খবর দিলে কি তোমার মান যেত?

সীতা। মান! না দিদি—শুধু শুধু তোমাকে আবার এ তুচ্ছ ব্যাপারে বিরক্ত করব ভাই—

সাবিত্রী। দেখ সীতা, আমি যে বুঝি না তা নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, আমাকে এভাবে তোমার অপমান করবার—

সীতা। অপমান?

সাবিত্রী। নিশ্চয় অপমান—এ বাড়িতে এসে এতদিন রয়েছ, কিন্তু কই আজ পর্যন্ত কখনও কোন দিনই তো কোন দরকারের কথা আমাকে জানানো প্রয়োজন মনে কর নি। অথচ তুমি জান, এ বাড়ির সব ব্যবস্থাই আমি করি। এর মানে তো এই যে, লোকের কাছে প্রমাণ করতে চাও, আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়েও কষ্ট দিচ্ছি।

সীতা। এ তোমার ভুল ধারণা দিদি!

সাবিত্রী। ভুল?

সীতা। হাঁ, সে রকম কেউ ভাববেই বা কেন?

সাবিত্রী। সীতা—

সীতা। তাই, কারণ সবার সঙ্গে তো আমাদের তুলনা চলে না।

সাবিত্রী। কিন্তু কেন বল তো? তুমি কি তা হলে বুঝব তোমার পুরনো দাবীই আবার নতুন করে—

সীতা। দাবী! না দিদি, সংসারে আমার যেটুকু দাবী ছিল তা তো ভগবানই কেড়ে নিয়েছেন। না, তোমার কাছেও কোন দাবীই নেই, তা ছাড়া—

সাবিত্রী। তা ছাড়া—

সীতা। তা ছাড়া অন্য সকলকে তুমি যে ভাবে এখানে আশ্রয় দিয়েছ আমরা তো সে ভাবেও আশ্রয় পাই নি—

সাবিত্রী। সীতা—

সীতা। তা বৈকি দিদি—

সাবিত্রী। ও, তাই যদি ভাব তো এখানে এসেছিলেই বা কেন ? আর শুভ্রকে ডেকে এনে বিনিয়ে বিনিয়ে নিজেদের দুঃখই বা জানাচ্ছিলে কেন শুনতে পারি ?

সীতা। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবে তোমার ছেলেকে আমরা ডাকি নি—শুধু ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আজ পথে, সেই জোর করে আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে—

সাবিত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই জন্যই আমি সেদিন চাই নি যে তোমরা এখানে আসো। তাহলে তোমাদেরও কষ্ট হত না আর আমাকেও এমনি বিব্রত হতে হত না। যাক গে—আমি সরকার মশাইকে বা আর কাউকে এখুনি বলে দিচ্ছি—সর্ব্বদা তোমাদের যা দরকার তা তারাই দেখবে।

সীতা। কিন্তু এখন তো আমাদের তেমন কিছু দরকার হচ্ছে না দিদি।

সাবিত্রী। হচ্ছে বৈকি, বিভূতির চিকিৎসা কিছুই হচ্ছে না, ওকে ভাল করে ডাক্তার দেখানো দরকার।

সীতা। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরাই তো—

সাবিত্রী। (বিরক্ত কণ্ঠে) সীতা। (তারপর একটু থেমে) হাসপাতালেই যদি নিয়ে যেতে চাও নিয়ে যাও, কিন্তু তা হলে আর এখানে ফিরে এস না। চিরটাকাল জিদ্ করে নিজের সর্বনাশ করেছ, যেটুকু বাকী আছে, সেটুকুও করতে চাও কর—তবে আমার চোখের সামনে আমি তা

করতে দেব না জেনো। আর এও জেনে রেখো, এ বাড়িতে যতদিন আছ ততদিন আমার মতেই তোমায় চলতে হবে—

[সাবিত্রী দ্রুতপদে অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, মাথা হেঁট করে মূহ্যমানের মতই দাঁড়িয়ে থাকে সীতা এবং সে টেরও পায় না যে বিভূতি সব শুনে উঠে বসবার চেষ্টা করছে। না উঠতে পেরে ডাকে—]

বিভূতি। সীতা!

সীতা। (চম্‌কে) য়্যাঁ।

বিভূতি। এদিকে এস। [সীতা কাছে আসে।]

সীতা। কেন?

বিভূতি। আমায় একটু ধর তো···আমি বেরুব—

সীতা। বেরুবে, কোথায়?

বিভূতি। জানি না, তবে এ বাড়ি থেকে এখুনি এই মুহূর্তে আমি বেরিয়ে যেতে চাই। এমনি করে তিলে তিলে নিজেকে আর আমি পুড়িয়ে মারতে পারছি না।

[সীতার কাঁধে ভব দিয়ে বিভূতি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়।]

সীতা। এই অসুস্থ অবস্থায়, তুমি কি পাগল হলে?

বিভূতি। হাঁ, হাঁ—পাগল, পাগলই আমি হয়ে যাব, যদি এখান থেকে এখনও না বের হয়ে যাই! না, না—চল—চল—

সীতা। না, না—লক্ষ্মীটি, শোন, শোন—

বিভূতি। না, না সীতা—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, তোমার দিদি যখন চান না আমরা এখানে থাকি, তবে কেন, কেন এখানে তুমি পড়ে থাকতে চাও বলতে পার?

সীতা। কেন পড়ে থাকতে চাই, তা কি বোঝ না? সব অপমান

সয়েও যে, এখানে পড়ে থাকতে চাই—শুধু যে তারই জন্য—

বিভূতি। (হাঁপাতে হাঁপাতে) কিন্তু এমনি করে মরীচিকার পেছনে পেছনে ছুটে তেষ্টার জল তুমি কোন দিনই পাবে না সীতা, কোন দিনই পাবে না।

সীতা। না, না—মরীচিকা তো নয়। তার যে মিষ্টি কথা শুনেছি, তাকে যে দু' চোখ ভরে দেখছি, এতে যে কত তৃপ্তি, তা কি তুমি বোঝ না? তোমারও কি ওকে দেখে একটু শান্তি হয় না?

বিভূতি। (সহসা চিৎসার করে) না—না, ওসব কথা আমাকে তুমি মনে করিয়ে দিও না সীতা, ওসব কথা আমাকে তুমি আর মনে করিয়ে দিও না। ভুলতে চাই, আমি ভুলতে চাই।

সীতা। ওগো!

বিভূতি। তৃপ্তি! শান্তি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—করে আমার, আমারও ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে একবারটি ওকে এই তৃষিত বুকটার মধ্যে চেপে ধরে বলি, ওরে ওরে—তুই, তুই আজ আর আমাদের দূরে সরিয়ে দিস্ নি বাবা—দূরে সরিয়ে দিস নি। আজ তুই ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই রে, কেউ নেই।

[দুজনে পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায়]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[সাবিত্রীর কক্ষ। সাবিত্রী শ্যামাচরণকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন।]

সাবিত্রী। সরকার মশাইকে ডেকেছিস্?

শ্যামা। কি যে বলেন, ডাকলুম তো, তিনি তো আসছেন বললেন।

সাবিত্রী। নিচের ঘরের বিভূতিবাবুর যে অমন অসুখ, তাকে যে ভাল করে ডাক্তার দেখাতে হবে, সে কথা তো কই তোরা কেউ আমাকে এতদিন বলিস্ নি?

শ্যামা। কি যে বলেন—সরকার মশাইকে তো রোজ বলছি, তা তিনি বলছেন ওঁরা আমাদের ডাক্তার নাকি দেখাবেন না।

সাবিত্রী। ওরা সেই কথা বলেছে?

শ্যামা। কি যে বলেন, আজ্ঞে—সরকার মশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন না—

[ঠিক ঐ সময় গলা খাঁকারি দিয়ে সরকারের প্রবেশ।]

এই তো সরকার মশাই এসেছেন, ওঁকেই শুধিয়ে দেখেন না।

সাবিত্রী। হ্যাঁ সরকার মশাই, নিচে বিভূতিবাবুকে ভাল করে দেখা-শোনা করার জন্যে যে আমি আপনাদের সকলকে বলে দিয়েছিলুম, আপনি সে সম্বন্ধে কি করেছেন?

সরকার। আজ্ঞে, প্রত্যহ খবর নিচ্ছি। পঞ্চাশবার জিজ্ঞেস কচ্ছি, কি দরকার বলুন, তা যদি ওঁরা মুখ বুজে থাকেন, তাহলে আর কি করব বলুন।

সাবিত্রী। আপনি আমাদের ডাক্তারবাবুকে ডেকে দেখালেন না কেন?

সরকার। আজ্ঞে কি করে দেখাব বলুন? ওঁরা আমাদের ডাক্তার-বাবুকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। তাও আমি জোর করে দু'জন ডাক্তার আর তিনজন কবিরাজকে, মনে করুন নিয়ে এলুম, প্রায় শতাবধি টাকাও খরচ হয়ে গেল ঐ বাবদে—

শ্যামা। কি যে বলেন, কবে আবার তাঁরা এলেন গো সরকার মশাই?

সরকার। থাম্। তুই তো সব জানিস্! এসে বাইরে থেকেই তারা চলে গেছেন।

শ্যামা। কি যে বলেন, শুনলেন, বড়-মা, শুনলেন, তারা রোগী না দেখেই বাইরে থেকে চলে গেলেন!

সরকার। আজ্ঞে মা, আমি যে মিথ্যে বলছি না এক বর্ণও, আপনি আমার হিসেবের খাতা দেখুন, তা হলেই বুঝবেন। এই বাবদে কত খরচ হয়েছে, সব খাতায় আমার লেখা আছে।

শ্যামা। সরকার মশাই কি যে বলেন—

সাবিত্রী। বেশ। ডাক্তার কবিরাজ আপনি না হয় ডেকেছিলেন মানলুম, কিন্তু ওদের ঘরে রুগীর বিছানাপত্তরগুলো কি ভাবে আছে তাও কি একটি বার ওঘরে গিয়ে দেখেন নি?

সরকরে। সে কি! এই তো সেদিন শ্যামাচরণকে একটা ভাল চাদর, বালিশ সব কেনবার জন্যে পনেরোটা টাকা দিলুম! এই শ্যামাচরণ, কিনে দিস নি?

শ্যামা। সে টাকা তো আমার কাছে রয়েছেন। ওঁদের বলতে গেলুম, ওঁরা বললেন, এখন থাক্, দরকার হলে বলব। আমিও তাই টাকাটা কাছে রেখে দিয়েছি, যেই দরকার হবেন, আমিও অমনি কিনে দেবেন।

[মহেন্দ্র এই সময় বাইরে থেকে ডাকল: বড়-মা, আসতে পারি?]

[মহেন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করে।]

সাবিত্রী। এই যে মহেন্দ্র, যাক তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। একটু দাঁড়াও। (সরকারের প্রতি) থাক্, এখন থেকে আপনাদের আর কিছু করতে হবে না—যা ব্যবস্থা করবার আমিই করব। আশ্চর্য, আমার বাড়িতে কারুর রোগের চিকিৎসা হয় না, লোকে ভাল খেতে-পরতে পায় না, এসবও আজ আমাকে শুনতে হল। আপনাদের ওপর নির্ভর করাই দেখছি আমার ভুল হয়েছে।

সরকার। দেখুন, আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। এই তো মহেন্দ্রবাবু এসেছেন জিজ্ঞেস করুন, যখনই যা দরকার তা দিচ্ছি কিনা।

সাবিত্রী। আমার কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই—যান এখান থেকে। যা শ্যামাচরণ।

[শ্যামাচরণ ও সরকার বিরসমুখে চলে গেল।]

হ্যাঁ, মহেন্দ্র কিছু বলছিলে ?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে না, আমি তেমন কিছু বলতে আসি নি—ওই নিচের কতকগুলি ব্যাপারই বলব ভেবেছিলুম, তা দেখলাম, আপনার যখন নজর পড়েছে—

সাবিত্রী। দেখ মহেন্দ্র, আজ নিচের ঘরে গিয়ে দেখলাম, বিভূতি-বাবুর বিছানায় একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি আর বালিশ, এসবের মানে কি বলতে পার ? তোমরা যখন যে যা চাইছ, যখন যার যা প্রয়োজন হচ্ছে, সবই যখন আমি দিই—

মহেন্দ্র। সে তো ঠিকই বড়-মা। তবে বিভূতিবাবু আর তাঁর স্ত্রী সর্বদা যে কেন অমন সংকোচ আর ভয়ে ভয়ে চুপ করে থাকেন—আমরা অবশ্য তার কারণটা বুঝতে পারি—

সাবিত্রী। (চমকে) কারণ ! কি কারণ বুঝতে পার তোমরা মহেন্দ্র ?

মহেন্দ্র। মানে, ওঁরা হাজার হলেও একেবারে অনাত্মীয়, বাইরের লোক তো—কবে আপনাদের সঙ্গে সামান্য কি একটু আলাপ ছিল সেই সূত্রে এসেছেন, তাই হয়তো একটু সঙ্কোচ আর ভয়—তবে আমি আর নিরু তাদের কত বোঝাই যে আপনি সে রকম লোকই নন, আমাদের জন্যে কত করেন—

সাবিত্রী। হুঁ। তার উত্তরে ওঁরা কি বলেন?

মহেন্দ্র। বলেন, তা কি জানি না মহেন, ওরা কত ভাল—কিন্তু আত্মীয়দের জন্যে মানুষ যা করে, বাইরের লোক আমাদের জন্যে ঠিক ততখানি কি তাঁরা করতে পারেন, না সে দাবী করা কিছু আমাদেরই উচিত।

[সাবিত্রী ভ্রূ কুঞ্চিত করে যেন কি ভাবলেন, পরে বললেন—]

সাবিত্রী। হাঁ, দেখ মহেন্দ্র, তোমাকে আমি পঞ্চাশটা টাকা আপাততঃ দিচ্ছি, আর দরকার হয় আমার কাছ থেকে তুমি চেয়ে নিও—ওদের একটু ভাল করে দেখা-শোনা কোর বাবা।

মহেন্দ্র। যে আজ্ঞে—সে বলতে হবে না আপনাকে।

সাবিত্রী। এস দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান। ক্ষণপরে শুভ্র চিন্তিত ভাবে প্রবেশ করে একটি চেয়ারে বসে, তারপর আবার এক সময় উঠে অন্যমনস্কভাবে ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতেই—সাবিত্রী এসে পুনরায় ঘরে ঢুকে শুভ্রকে দেখে বিস্মিত ভাবে বলেন—]

সাবিত্রী। এ কী!—তুই সুজাতাদের বাড়ি যাস্ নি।

শুভ্র। গিয়েছিলুম—শুনলাম সে বের হয়ে গিয়েছে।

সাবিত্রী। বের হয়ে গিয়েছে! তবে যে একটু আগে ফোন করেছিল—

শুভ্র। সুজাতার মা বললেন, আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে

করে সে নাকি বেরিয়ে গেছে।

সাবিত্রী। তা হলে তার আর দোষ কি? তুমি তো কখনও কোথায়ও ঠিক সময়ে যাবে না। ফোনে আমি তাকে কথা দিয়েছিলুম, এখুনি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

শুভ্র। কি করি বল মা,—বিভূতিবাবুকে ঐ অবস্থায় দেখে গাড়িতে করে যে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে গেল।

সাবিত্রী। বিভূতিবাবুর এমন কিছু হয় নি শুভ্র, যাতে করে তোমার সাহায্য না পেলে তিনি ফিরে আসতে পারতেন না!

শুভ্র। (বিস্ময়ে মার মুখের দিকে চেয়ে) আচ্ছা মা, আমি এইটে বুঝতে পারি না—বিভূতিবাবুদের আসার দিন থেকে তুমি যেন কি রকম হয়ে গেছ! কিন্তু তোমাকে তো কখনও এত শক্ত কথা কারুর সম্বন্ধে বলতে শুনি নি—ওঁদের কি এখানে থাকাটা সত্যিই তোমার ইচ্ছা নয় মা?

সাবিত্রী। এর উত্তর তো আগেও তোমাকে আমি দিয়েছি খোকা, যে আত্মীয় ছাড়া বাইরের লোককে থাকতে দেওয়ার ঝক্কি অনেক বেশী। আর এই তো আজ কিছুক্ষণ আগে তার প্রমাণও তো হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

শুভ্র। প্রমাণ?

সাবিত্রী। নয়? এই যে, এখানে এসে তারা আমাদের কোন সাহায্যই নিতে চায় না, আর সেইটেই নানাভাবে জানিয়েও দিচ্ছে!

শুভ্র। না, না—এ তোমার ভুল ধারণা মা। দেখেছি তো, আমি ঘরে গেলে ওঁরা কত আনন্দ করেন। তবে হাঁ, ওঁদের একটু বেশী লজ্জা বলেই হয়তো মুখ ফুটে কিছু তোমার কাছে চাইতে পারেন না। একটু মেলামেশা করলেই—

সাবিত্রী। বেশ, বেশ। সে লজ্জা তাদের থাকে থাক। তুমি তাই বলে

যে উপযাচক হয়ে তাদের সে লজ্জা ভাঙ্গাতে যাও—জেনো সেও আমি পছন্দ করি না।

শুভ্র। মা!

সাবিত্রী। হাঁ, আমার কথাটা তুমি মনে রাখলে আমি খুশীই হবো জেনো।

[সাবিত্রী চলে গেলেন। বিস্মিত শুভ্র চিন্তিত ভাবে বসে মায়ের আচরণের অর্থ যেন বুঝতে চেষ্টা করে। ক্ষণপরে সুজাতা চুপি-সাড়ে ঢুকে পিছন থেকে ডাকে—]

সুজাতা। এই!

শুভ্র। (অন্যমনস্কভাবে) উঁ। [পিছনে ফিরে দেখল—সুজাতা।)

সুজাতা। (কাছে এসে) একা একা বসে কি এত ভাবছিলে বল তো? [পাশে বসে সুজাতা ঘনিষ্ঠ হয়ে]

শুভ্র। কৈ কিচ্ছু না তো!

সুজাতা। বুঝেছি—রাগ করেছ।

শুভ্র। রাগ! কেন বল তো?

সুজাতা। আমি বাড়িতে ছিলুম না। তুমি গিয়ে ফিরে এসেছ—

শুভ্র। তাতে তো তোমার দোষ ছিল না—আমিই ঠিক সময়ে যেতে পারি নি।

সুজাতা। তবু ভাল নিজ মুখে কথাটা স্বীকার করেছ। তবে রাগ তোমার আছে আমার ওপর সেটা জানি।

শুভ্র। কিসের জন্যে রাগ আছে বল তো?

সুজাতা। কেন, সেদিনকার ব্যাপারে!

শুভ্র। না, না—রাগ করব কেন, তবে—

সুজাতা। কিন্তু আমার ওপর তুমি সত্যি সত্যি রাগ করতে পার?

শুভ্র। কেন পারব না? (একটু থেমে) রাগ তো সেইখানেই হয় যেখানে অনুরাগ থাকে বেশী।

সুজাতা। যাক্, It's a good news no doubt! আমার ওপর তোমার অনুরাগ তা হলে আছে।

শুভ্র। (মৃদু হেসে) তোমার কি মনে হয়?

সুজাতা। নাই বা শুনলে আর সে কথা। (একটু থেমে) কিন্তু আমাদের ওখানে আবার কবে যাচ্ছ বল?

শুভ্র। শিগ্‌গিরই—তবে তোমাদের কোন পার্টিতে নয়—

সুজাতা। বেশ গো, বেশ। এবার আর কোন পার্টিতে তোমায় ডাকব না, একান্ত ভাবে তুমিই শুধু যেও। আজ তা হলে চলি। রাত অনেক হল।

শুভ্র। চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

সুজাতা। না, তার কোন দরকার হবে না।—আমি তোমার মার সঙ্গে একবার দেখা করেই ঠিক চলে যাব।

শুভ্র। আচ্ছা এস। [সুজাতা হেসে ভিতরে চলে গেল।]

[শুভ্র পুনরায় যেন চিন্তিত হয়ে পড়ে। দেওয়ালে তার মার ও তার একটি ছবি দেখে সে সেইটি দেখতে থাকে—পিছনে নিরুপমা ছোট্ট একটি চুবড়ি হাতে প্রবেশ করে ডাকে—]

নিরু। বড়-মা! (তারপরই ঘরে শুভ্রকে দেখে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়।)

শুভ্র। (পিছন ফিরে নিরুকে দেখে) কে? নিরু? মা তো এখানে নেই।

নিরু। ওঃ! [ফিরে যাবার উদ্যোগ করল।]

শুভ্র। ওতে কি আছে?

নিরু। (হেসে) বাবা সকাল বেলা দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন—

শুভ্র। ও, তা মা ভেতরে আছেন, যাও না—(নিরু প্রস্থানোদ্যত হতেই শুভ্র বলে—) হ্যাঁ—শোন, তোমাকে একটা যদি কাজের ভার দিই নিরু—করবে ?

নিরু। বলুন কি করতে হবে ?

শুভ্র। দেখ, নিচে বিভূতিবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে যদি—(পকেট থেকে টাকা বের করে) এই টাকা কটা পৌঁছে দাও।

নিরু। কিন্তু তাঁরা যে কারুর কাছ থেকে কিছুই নিতে চান না !

শুভ্র। কারুর কথা জানি না—তবে আমার বিশ্বাস, আমি এ টাকা দিয়েছি শুনলে হয়তো তিনি ফিরিয়ে দেবেন না। তুমি আমার নাম করে দিও না ! (নিরু টাকা লইল) হাঁ, তবে একটা অনুরোধ নিরু, আমি যে তোমার হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়েছি সেটা যেন কেউ জানতে না পারে !

নিরু। বেশ। [নিরু চলে গেল।]

[কোর্টের বেশ পরিধানে ও পাইপ মুখে অমিয়নাথের প্রবেশ।]

অমিয়। কার সঙ্গে কথা বলছিলে শুভ্র ?

শুভ্র। না—ঐ বসন্তবাবুর মেয়ে।

অমিয়। ও, তা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন বাবা, শুতে যাও নি।

শুভ্র। হাঁ, এইবার যাব।

অমিয়। আচ্ছা, একটা কথা শুনলুম শুভ্র, বিভূতির নাকি কি একটা accident হয়েছিল—তুমি তাকে hospital থেকে নিয়ে এসেছ !

শুভ্র। হ্যাঁ।

অমিয়। তোমার মা জানেন সে কথা ?

শুভ্র। হ্যাঁ, মা তো নিজে গিয়েই দেখে এসেছে।

অমিয়। I see! যাক্, it is fortunate enough যে তোমার চোখে ওরা পড়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ, সেটা তাদের নেহাৎ বরাতই বলতে হবে।

শুভ্র। (একটু ইতঃস্তত করে) আচ্ছা বাবা, আমি কি ওঁদের সাহায্য করে কিছু অন্যায় করেছি?

অমিয়। অন্যায়? Of course not, rather you have done the most right thing my boy!

শুভ্র। (পূর্ববৎ ইতঃস্তত করে) কিন্তু মা যেন—

অমিয়। মা?

শুভ্র। হ্যাঁ, মা বোধ হয় সেজন্যে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

অমিয়। কিন্তু তোমার মা তো সে রকম—

শুভ্র। নয়, তা অবিশ্যি আমিও জানি। কিন্তু কেন জানি না, বিভূতিবাবুদের কোন ব্যাপারে আমি থাকি সেটা বোধ হয় তিনি চান না। মার যে কি একটা ভুল ধারণা হয়েছে ওঁদের সম্বন্ধে, অথচ কি জানেন বাবা—

অমিয়। কি?

শুভ্র। মুখে মা বিরক্তি দেখালেও এদিকে আবার দেখি তাঁদের জন্য খরচ করতেও—

অমিয়। কোন কার্পণ্য করেন না! কিন্তু তার তো কোন অর্থ হয় না শুভ্র। মানুষের দুঃখ-কষ্টে মানুষকে যদি অন্তর থেকে কিছু না করে শুধু ভিক্ষে দেওয়ার ভাব নিয়ে কিছু করা যায়, তাহলে যে নেয় তারও যেমন তৃপ্তি হয় না, তেমনি যে দেয় তারও মর্যাদা বাড়ে না।

শুভ্র। আমিও তো মাকে ঠিক ঐ কথাই বলছিলুম বাবা—কিন্তু মা কিছুতেই যেন বুঝবে না। মার ধারণা, ওঁরা গরীব হলেও দাম্ভিক, কিন্তু সেটা সত্য নয় বাবা!

অমিয়। জগতে সব সত্য কি সবাই বুঝতে পারে শুভ্র?

শুভ্র। কিন্তু সকলের জন্যেই যার দেখি এত দয়া, কেন যে তিনি ওঁদের ওপরই বিশেষ করে এত বিরূপ—

অমিয়। এ কেন-র জবাব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না শুভ্র, কেবল একটা কথা মনে রেখো, নিজের বিবেকের নির্দেশকে মেনে নিতে যেন তোমার কোন দিন কোন দ্বিধা না জাগে—

শুভ্র। কিন্তু বাবা, মার মনে ব্যথা দিয়ে—

অমিয়। তাহলে জেনো, চিরদিন তোমাকে কষ্টই পেতে হবে শুভ্র। বাবা-মার অনুগত সন্তান হবে বৈকি! নিশ্চয়ই হবে। সেটা তার কর্তব্যও। কিন্তু তার চেয়ে বড় কর্তব্য জেনো, হৃদয়ের সত্য অনুভূতির নির্দেশকে মেনে নেওয়া। তোমার বিবেচনা যদি বলে এতটুকু অন্যায় তুমি করছ না,—তা হলে জগতের সমস্ত মায়েরাও যদি তাদের স্নেহ দিয়ে তোমার পথ আগলে দাঁড়ান, তবু যেন তাকে অস্বীকার করবার মত সেদিন তোমার মনের জোরের অভাব না হয় শুভ্র—

শুভ্র। (সবিস্ময়ে) বাবা আপনি, আপনি একথা বলছেন!

অমিয়। হাঁ—and this is not the advice of your father my boy, but this is the best advice of a council who always advocates for truth and justice—yes! এ জগতে মাতৃভক্ত সন্তান হয়েও অনেক মহৎ ব্যক্তিই নিজের বিবেককে বিসর্জন দেন নি। আশা করি তুমিও দেবে না।

[শুভ্র এগিয়ে এসে বাপের পদধূলি নিল। অমিয়নাথ তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—]

সত্য আর ন্যায়ের পথ চিরদিনই নির্মম, চিরদিনই কঠিন। আর কঠিন বলেই না মানুষ এত ভুল করে। যাও, now go to your bed my boy!

[শুভ্র নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল। সেই দিকে চেয়ে আপন মনেই সখেদে অমিয়নাথ বলেন—]

Poor boy !

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে গেল]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[নীচের তলার ঘর। সীতা বিভূতির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—এমন সময় মহেন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল—]

মহেন্দ্র। মাসীমা !

সীতা। মহেন, এসো বাবা।

মহেন্দ্র। বলছিলুম কি, কিছু টাকা রয়েছে আমার কাছে, যদি নেন এখন।—

সীতা। (বিস্ময়ে) টাকা !

মহেন্দ্র। হ্যাঁ। বড-মা আমাকে দিয়ে বলে দিয়েছেন যেন বিভূতিবাবুর চিকিৎসা ভাল করে করা হয় !

সীতা। না মহেন, ও টাকা তুমি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিও বাবা !

মহেন্দ্র। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে মাসীমা ? নিজে থেকে যখন তিনি দিয়েছেন—

সীতা। মহেন, কারও দয়ার ওপর কখনও কি জুলুম করতে আছে বাবা ! তুমি ও টাকা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিও।

মহেন্দ্র। দেখুন, ফেরৎ দেওয়াটা হয়তো ঠিক হবে না। এতে তিনি হয়তো ক্ষুণ্ন হতে পারেন।

সীতা। না, না—ক্ষুণ্ণ হবেন কেন? তুমি বরং ভাল করে বুঝিয়ে বোল যে—

মহেন্দ্র। কিন্তু আপনারও তো টাকার দরকার মাসীমা।

সীতা। তা তো দরকারই। কিন্তু যতক্ষণ আমার হাতে কানাকড়িও আছে, ততক্ষণ আমি কারুর কাছেই হাত পাততে পারব না বাবা। (একটু থেমে) তার চেয়ে তুমি আমার এই বালা জোড়াটা যদি বেচে কিছু টাকা এনে দাও মহেন—

[বিছানার তলা থেকে এক জোড়া পুরাতন বালা বের করে এনে মহেন্দ্রর সামনে ধরে সীতা।]

মহেন্দ্র। এ কিন্তু সত্যি আপনার অন্যায় জিদ মাসীমা—

সীতা। না বাবা, অন্যায় জিদ নয়। কোনদিনই যখন কারুর কাছে হাত পাতি নি, তখন কেন এ সময় আবার লোকের ওপর পীড়ন করব?

মহেন্দ্র। মেয়েদের সত্যি আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না। আপনার সঙ্গে তাই নিরুপমা দেবীর মিলেছে ভাল।

সীতা। (বিস্ময়ে) নিরুপমা!

মহেন্দ্র। হ্যাঁ। দু' জনেই আপনারা সমান জেদী। এই দেখুন না, কতদিন ওকে বলেছি যে, আপনি রাত্তির জেগে পরীক্ষার পড়াশোনা করেন, আবার এখানে এত রাত পর্যন্ত জাগবার কি দরকার? আমিই তো জেগে থাকি। কিন্তু কে কার কথা শোনে? নিজেও ঘুমুবেন না, সেই সঙ্গে আমাকেও ঘুমুতে দেবেন না।

সীতা। তা নিরুর জেগে থাকার সঙ্গে তোমার জেগে থাকার কি সম্বন্ধ বাবা?

মহেন্দ্র। (একটু বিব্রতভাবে) আজ্ঞে, তা ঠিক নয়। মানে সম্বন্ধ কিছু নেই। তবে এ বাড়ির নিচের তলার ব্যাপারটা তো আপনি সব জানেন

না মাসীমা! আমারই মত তো সব একদল ছেলে-ছোকরা আছে। কখন কে ওঁকে অযথা অপমান করে বসে, তাই আর কি—

[ইতিমধ্যে নিরুপমা পিছনে এসে দাঁড়িয়ে শেষ কথাগুলি শুনে বলে—]

নিরুপমা। মহেন্দ্রবাবু—কি আবোল-তাবোল সব বকছেন এখানে?

মহেন্দ্র। (অপ্রস্তুতভাবে) না, না—উনি এই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন কিনা তাই।

[বালা-জোড়া কাপড়ের অন্তরালে লুকিয়ে ফেলে।]

নিরুপমা। আপনার বুঝি পরের সম্পর্কে কথা না বললে ঘুম হয় না?

মহেন্দ্র। না, না—তা কেন, আমি মানে, সে রকম তো কিছু বলি নি। (সীতার দিকে চেয়ে) আচ্ছা মাসীমা, আমি তাহলে চলি। আপনার ওটা যাচাই করিয়ে যা দাম হয়—

[চোখের ইঙ্গিতে সীতা মহেন্দ্রকে নিষেধ করতেই, অপ্রস্তুত মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমতী নিরুপমা কিছু আন্দাজ করে নিয়ে বলে—]

নিরুপমা। ওকে কি বেচতে দিলেন মাসীমা?

সীতা। ও কিছু নয় মা,—একজোড়া পুরনো বালা। ওটা তো আর কোন কাজেই লাগে না।

নিরুপমা। না মাসীমা, ওটা বেচা আপনার হবে না।

সীতা। কিন্তু মা—

নিরুপমা। ভাবছেন কেন মাসীমা, দারিদ্র্য যখন গ্রাস করে, কিছুই বাদ রাখে না, ওটাও থাকবে না। তা ছাড়া এখন আমার কাছে একশ টাকা রয়েছে, আপনাকে সেই টাকা নিতে হবে।

সীতা। না, না—নিরু ও টাকা আমি নিতে পারব না—এ নিশ্চয়

তোমার টিউশানির জমানো টাকা।

নিরুপমা। কেন নিতে পারবেন না মাসীমা? আজ যদি সত্যি সত্যি আমি আপনার মেয়ে হতাম, পারতেন ওকথা বলতে? এই বুঝি আপনি আমাকে মেয়ের মত স্নেহ করেন?

সীতা। (আর্তকণ্ঠে) নিরু—

নিরু। না মাসীমা, নিতেই হবে আপনাকে। তা ছাড়া—সব টাকা তো আমারও নয়—সামান্য আমার জমানো ছিল—বেশির ভাগ দিয়েছেন শুভ্র-বাবু। বলেছেন আমাব নাম করে বোল, হয়তো তিনি ফিরিয়ে দেবেন না—অন্য কোন ভাবে নয়—বোল স্নেহের দাবীতেই এটা দিতে ভরসা করছি।

[টাকা দিতে গেল। সীতা তাড়াতাড়ি সাগ্রহে হাত বাড়ালেন।]

সীতা। (আর্তকণ্ঠে) নোব, নোব। এ টাকা আমি নিশ্চয় নোব, শুভ্র আমায় এ টাকা দিয়েছে আমি নোব না? তাকে বলিস্—তাকে বলিস মা—নিয়েছি—দু' হাত পেতে তার টাকা আমি নিয়েছি।

[নিরুপমা চলে যায়। দু'হাতে নোটের তাড়া ধরে সীতা কাঁদছে। এমন সময় নিঃশব্দে অমিয়নাথ এসে ঘরে ঢোকেন।]

অমিয়। সীতা!

সীতা। (চমকে) কে? (সবিস্ময়ে) ও জামাইবাবু!

অমিয়। আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি বলে কিছু মনে করো নি তো?

সীতা। না। কি আবার মনে করব?

অমিয়। কিন্তু এত বড় ভুল তোমরা কেন করলে সীতা? আমাকে আলাদা একটা চিঠি লিখে কেন জানালে না সব? তা হলে হয়তো এই অসম্মানের হাত থেকে—

সীতা। না, না—আপনাদের বাড়িতে আমাদের অসম্মান কিছু হয় নি তো!

অমিয়। মুখ ফুটে তোমরা কিছু না বললেও আমি সবই বুঝি সীতা।

[সীতা নীরব।]

অমিয়। যাই হোক, একটা কথা, যদি কিছু মনে না কর, তা'হলে বলি।

সীতা। বলুন।

অমিয়। ভবানীপুরে আমার একটা বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে না হয় তুমি আর বিভূতি—

সীতা। (ব্যগ্রভাবে) না—না—আমরা এখানেই থাকব, আমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলবেন না জামাইবাবু!

অমিয়। বেশ—তা হলে আর আমার কিছু বলবার নেই।

[প্রস্থানোদ্যত।]

সীতা। আপনি, আপনি—কি রাগ করলেন?

অমিয়। (ম্লান হেসে) রাগ? না সীতা, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না ভাই। তোমার ব্যথা যে কোথায় তা আমি বুঝি, কিন্তু (দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়ে) আমারও কিছু করবার শক্তি নেই—আমিও ঠিক তোমাদেরই মত অসহায়! তোমাদেরই মত অসহায়!

[অমিয়নাথ স্খলিতপদে চলে যান]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[সময়—সন্ধ্যা। সুজাতাদের বাড়ির সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। সুজাতা বসে বসে রিটার গান শুনছে। রিটা গাইছে—]

ফুল আর মধুপের গুন গুন গুঞ্জনে
মনে মোর জাগায় যে ছন্দ,
ঝির ঝির বাতাসে, নিশি জাগা আকাশে
ছড়ায় যে বকুলের গন্ধ।
আজ কোন কথা নেই
নেই কোন গান,
দুটি হৃদয়ের শুধু মনে অভিমান,
তবু যদি অকারণ
দোলা দেয় অনুক্ষণ,
না বলা বাণীর যত দ্বন্দ্ব
আঁখিজলে আঁখি দুটি অন্ধ ॥

[গান শেষ হলে রিটাকে বলে সুজাতা—]

সুজাতা। কিন্তু কই বললি না তো রিটা, কারই বা লেখা গানটা, আর কারই বা দেওয়া সুর ?

রিটা। (ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে) সুনীলের।

সুজাতা। (কৌতুকে) I see! Then it is সুনীল! গানে গানে তা হলে বল তোরা দুজনে অনেকটা পথ এগিয়েছিস!

রিটা। We are engaged to each other.

সুজাতা। সত্যি!

রিটা। হুঁ।

সুজাতা। তা হলে এত দিনে তোর ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে!

রিটা। হাঁ, গেছে সে আমারে গান শুনিয়ে। কিন্তু তোর খবর কি? এখনও তোদের মন বোঝাবুঝিই চলছে নাকি?

সুজাতা। তা চলছে বৈকি!

রিটা। কিন্তু আর কতদিন এভাবে চালাবি?

সুজাতা। তুই তো জানিস রিটা, বোঝাবুঝির ব্যাপারটা আমি বিয়ের আগেই শেষ করে নিতে চাই। তাছাড়া রোমান্স যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, ততই ভাল নয় কি?

রিটা। দেখিস, শেষ কালে যেন সময় আবার না ফুরিয়ে যায়!

সুজাতা। যায়ই যদি, তা কি করা যাবে?

রিটা। থাক ভাই, আজ তাহলে চলি—

সুজাতা। আয়—

রিটা। টা, টা—

[রিটা চলে গেল। সুজাতা আবার বইটা তুলে নেয়। এমন সময় মলির প্রবেশ।]

মলি। এই সুজাতা, শুনেছিস মিনি বিয়ে করেছে।

সুজাতা। (সবিস্ময়ে) সে কি! কাকে বিয়ে করলে? কবে? কিছুই তো শুনি নি। [দাঁড়িয়ে ওঠে।]

মলি। আমিও জানতুম না—হঠাৎ পরশু মার্কেটে দেখা একেবারে যুগলে। বললে, ভাই, হঠাৎ সব ঠিকঠাক হয়ে গেল!

সুজাতা। কিন্তু বিয়েটা ওদের হল কি মতে?

মলি। রেজিস্ট্রি করে। বললে, একদিন আমাদের সকলকে invite করে একটা পার্টি দেবে।

সুজাতা। তা বিয়েটা হল কার সঙ্গে ?

মলি। ঐ যে ওর বন্ধু, artist প্রশান্ত না কে। তার সঙ্গেই—

সুজাতা। I see, that artist প্রশান্ত ! তা মিনি তো ইদানিং কোন্ একটা স্কুলে ভাল চাকরি করছিল না, তবে তার হঠাৎ এ মতিভ্রম হল কেন ?

মলি। তোরা জানিস না, কিন্তু আমি জানি, ওদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই ভালবাসা ছিল।

সুজাতা। ভালবাসা ! ও ভালবাসার কোন দাম আছে ?

মলি। কি বলছিস সুজাতা ?

সুজাতা। হাঁ রে, হ্যাঁ—দুদিনেই ও ভালবাসা শুকিয়ে যাবে। কি মূল্য আছে আজকালকার দিনে একজন আর্টিস্টের !

মিলি। এটা কিন্তু তোর একটু বাড়াবাড়ি সুজাতা—

সুজাতা। Not at all, পয়সা না থাকলে যে এ যুগে এক-পাও চলা যায় না. সেটা মিনিকে একদিন শিগ্‌গিরি বুঝতে হবে।

মলি। কি বলছিস তুই ! তা হলে তোর মতে পয়সাটাই সব ? ভালবাসার কোন দামই নেই ?

সুজাতা। Of course not ! আজকের দিনে বিয়ে বল, ভাল-বাসা বল, everything হচ্ছে ঐ money ! ঐটাই হচ্ছে জীবনের সর্ব ব্যাপারে একমাত্র মানদণ্ড !

মলি। ওঃ, তবে তুই এই যে শুভ্রকে ভালবাসিস, সেও তা হলে—সে বড়লোকের ছেলে বলেই—

সুজাতা। তা জানি না। তবে ও গরীবের ছেলে হলে—

মলি। মিশতিস না বোধ হয় !

সুজাতা। দেখ মিলি, জীবনটা কল্পনার ফানুস নয়। হিসেব না করে

একটা পা বাড়ালেই তোকে ঠকতে হবে।

মলি। তা হলে ভালবাসাও সেই হিসাব করেই—

সুজাতা। তা হলে বুদ্ধির পরিচয়ই দিবি! বাবা কি বলে জানিস?

মলি। কি!

সুজাতা। Everything can be purchased by money!

মলি। শুভ্র তোর এই philosophy জানে?

সুজাতা। কেন বল্ তো?

মলি। না তাই বলছি, তাকে যতটুকু study করবার সুযোগ পেয়েছি—জানি তো, he is of different metal—অন্য ধাতুতে তৈরী। এ সব কথা জানলে হয়তো—

সুজাতা। আমাকে deny করবে! Let him deny—

মলি। Are you serious?

সুজাতা। Why not? তুই কি ভেবেছিস, শেষ পর্যন্ত শুভ্রর সঙ্গে যদি বিয়ে না-ই হয়, আমি শোকে দেশত্যাগী হব? তাহলে আজও আমাকে তোরা চিনিস নি মলি। সুজাতা চৌধুরীর ঐ শুভ্রকান্তিই একমাত্র admirer নয়!

মলি। ও তাই বুঝি মৃগাঙ্কমোহনকে—

সুজাতা। শুধু ঐ মৃগাঙ্কমোহন কেন, there are so many, যারা এই সুজাতা চৌধুরীকে পেলে—

মলি। তাহলে সবই তোর খেলা?

সুজাতা। (হেসে) জীবনটাই তো, বাবা বলে, আগাগোড়া একটা খেলা!

মলি। কি জানি ভাই—তোমার ফিলসফি আমি বুঝতে পারি না। যাক ভাই, আমি আজ তা হলে চলি।

সুজাতা। অত তাড়া কিসের, বোস না! শুভ্রর এখুনি আসার কথা আছে? আমাদের সঙ্গে সিনেমা যাবার কথা আজ ইভনিং শোতে, তিন জনেই এক সঙ্গে যাওয়া যাবে 'খন।

মলি। না, না—শুভ্র হয়ত একা একা তোর company পাওয়ার জন্য—

সুজাতা। থাম তো!

[ঠিক ঐ সময় পর্দার ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে মৃগাঙ্ক সাড়া দেয়—]

মৃগাঙ্ক। May I come in madam?

[মৃগাঙ্ক এসে ঘরে ঢুকল।]

সুজাতা। কে, এ কি মৃগাঙ্কবাবু—এ সময়ে?

মৃগাঙ্ক। খুব untimely এসে পড়েছি কি! তবে না হয়—(যেতে উদ্যত)

সুজাতা। না, না—তা নয়, কিন্তু আমরা যে এখুনি বেরুচ্ছিলাম।

মৃগাঙ্ক। Going out! কোথায়?

মলি। সিনেমায়।

মৃগাঙ্ক। সিনেমায়? ওঃ, (ঘড়ি দেখে) তা সিনেমায় যদি যান তা হলে তো আর টাইম নেই, ছটা তো প্রায় বাজে।

সুজাতা। হ্যাঁ, শুভ্রর জন্যে wait করছি একটু।

মৃগাঙ্ক। Wait করছেন! কিন্তু সারা জীবন wait করলেও কি তাকে ঠিক সময়ে পাবেন বলে মনে করেন আপনি সুজাতা দেবী?

মলি। কিন্তু টিকিট কি এখন আর পাওয়া যাবে?

[ঐ সময় সহসা ফোন বেজে উঠ্‌তেই তাড়াতাড়ি গিয়ে সুজাতা ফোন ধরে]

সুজাতা। Hallo! কে? শুভ্র? তুমি direct সিনেমায় চলে গেছ? বেশ লোক…! আচ্ছা, যাচ্ছি।…হ্যাঁ, দেখ আর একখানা টিকিট পাওয়া যাবে?—এ্যাঁ! House full হয়ে গেছে? আচ্ছা, তবে আর কি হবে, (টেলিফোন রেখে দিল) মৃগাঙ্কবাবু, so sorry, হাউস ফুল।—চল্ মলি! (হঠাৎ মৃগাঙ্কর দিকে ঘুরে) তা হ'লে আপনি—

মৃগাঙ্ক। (হতাশ ভাবে) আমি! আমি আর কি করব, যাই—একটু গড়ের মাঠেই না হয় পায়চারি করি গে—

[প্রস্থানোদ্যত হতেই আলো নিভে গেল।

[মঞ্চ ঘুরে যাবে]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[সাবিত্রীর কক্ষ। সাবিত্রী ও মহেন্দ্র কথা বলছে।]

সাবিত্রী। বিভূতির চিকিৎসা ঠিক ভাবে হচ্ছে তো মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, তা হচ্ছে। এখন তো দু' বেলাই ডাক্তার দেখানো হচ্ছে।

সাবিত্রী। ডাক্তার কি বলছেন? রোগটাই বা আসলে কি?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, ডাক্তারবাবু তো বলছেন, High blood-pressure—একটু সাবধানে থাকতে হবে…কোন রকম উত্তেজনা না হয়।

সাবিত্রী। তা সে রকম উত্তেজনা হবেই বা কেন?

মহেন্দ্র। তা তো ঠিকই। তবে ভদ্রলোকের কি যে হয় মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন, আমার ছেলেকে একবার ডেকে দাও, শিগ্গির ডেকে দাও—

সাবিত্রী। (ভীতভাবে) ছেলে! বিভূতির···ছেলে···মানে?

মহেন্দ্র। (হেসে) বুঝতে পাচ্ছেন না—ওঁর একটি ছেলে বর্মায় মারা গেছে কিনা—তাকেই হয়ত খোঁজেন আর কি!

সাবিত্রী। (আশ্বস্তভাবে) ও। তা ডাক্তারকে এসব কথা বলা হয়েছে?

মহেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বলা হয়েছে বৈকি।

সাবিত্রী। দেখ, তুমি এক কাজ কর মহেন্দ্র, আমি আরো কিছু টাকা দিচ্ছি, তুমি যদি মার্কেট থেকে কিছু ভাল দেখে মিষ্টি ফল কিনে ওদের ঘরে দিয়ে আস—ফলের রস খেলে হয়ত বিভূতির খানিকটা উপকার হতে পারে।

মহেন্দ্র। যে আজ্ঞে, আমি কাল থেকেই সে ব্যবস্থা করব।

সাবিত্রী। হাঁ, তবে একটা কথা মহেন্দ্র, আমার নাম করে সেগুলো দিও না যেন। বলবে, মানে হাঁ—যেন তুমিই কিনে দিচ্ছ।

মহেন্দ্র। বুঝেছি।

সাবিত্রী। আর একটা কথা মহেন্দ্র, তোমার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা আছে বলেই বলছি, দেখো, যেন কেউ না বলে এ বাড়িতে থেকে কারুর কোন অযত্ন হয়েছে—

মহেন্দ্র। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বড়-মা। আমি আর বসন্তবাবুর মেয়ে নিরুপমা প্রাণপণে ওঁদের জন্যে খাটছি। আপনি শুভ্র আর কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন—

সাবিত্রী। না, না—ওরা আর কি বলবে—ওরা তো ওখানে আর যায় না।

মহেন্দ্র। না, সে কথা মিথ্যে বলব না। দু' তিন দিন কাকাবাবু নিজে গেছেন রাত্তিরে—আর শুভ্রকেও তো মাঝে মাঝে নিরুপমা ডেকে

নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দেখিয়ে আনে। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন, আমি মিথ্যে বলছি কিনা।

সাবিত্রী। (ভ্রূকুঞ্চিত করে) ও, ওরা তা হলে ওদের দেখা-শোনা করছে!

মহেন্দ্র। তা মিথ্যে বলব না, কাকাবাবুই তো বড় ডাক্তার ঠিক করে দিয়েছেন।

সাবিত্রী। হুঁ! আচ্ছা—তুমি এখন এস মহেন্দ্র। রাত হয়েছে।

[মহেন্দ্র চলে গেল। সাবিত্রী একটা চেয়ারে চিন্তান্বিতভাবে বসে। ঐ সময় পাইপ মুখে অমিয়নাথ এসে ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসেন।]

অমিয়। কি গো এত রাত পর্যন্ত জেগে?

সাবিত্রী। (গম্ভীরভাবে) হুঁ!

অমিয়। (বিস্ময়ে) কি ব্যাপার, তোমাকে আজ যেন একটু কেমন চিন্তান্বিত বলে মনে হচ্ছে!

সাবিত্রী। (পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে) সংসারে থাকতে গেলে চিন্তার কারণ মাঝে মাঝে হয় বৈকি! (পরক্ষণেই হঠাৎ স্বামীর দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন) আমি কালই শুভ্রকে নিয়ে কাশী যাচ্ছি—

অমিয়। হঠাৎ এ সময় কাশী! তোমার কথার অর্থ ঠিক তো বুঝতে পারছি না সাবিত্রী।

সাবিত্রী। বোঝার কোন প্রয়োজন নেই—শুভ্রকে নিয়ে কাল আমি কাশীর বাড়িতে চলে যাব।

অমিয়। শুভ্রকে নিয়ে যাবে এই সময়—এখন তার regular class হচ্ছে।

সাবিত্রী। দু' চার দিন কি হপ্তা দুই তার মত ছেলের কামাই হলে

কিছু যায় আসে না।

অমিয়। হুঁ, তা শুভ্রকে বলেছ?

সাবিত্রী। না, সে এখন ঘুমুচ্ছে—কাল সকালে বলব।

অমিয়। তা যেন হল, কিন্তু বাড়িতে সব বে-বন্দোবস্ত হয়ে রইল, এ সময় তোমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

সাবিত্রী। (ব্যঙ্গভরে) কেন, তুমিই তো রইলে—সবার বন্দোবস্ত যেমন করছ, তেমনি করবে।

অমিয়। আমি আবার সবার কি বন্দোবস্ত করছি?

সাবিত্রী। করছ বৈকি—রাত্রির বেলায় গোপনে আজকাল কতজনের দেখাশোনা করছো, ডাক্তার আনাচ্ছ—বন্দোবস্তর আর বাকি কী!

অমিয়। (থতমত খেয়ে) কি যে বলো,—কে আবার তোমায় এ সব কথা বললে?

সাবিত্রী। যেই বলুক, সে যে মিথ্যে বলে নি, একথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

অমিয়। কিন্তু দেখ, আমি— [উঠে দাঁড়ান ব্যস্ত হয়ে অমিয়নাথ।]

সাবিত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কি আমি তা জানি। লোকের কাছে প্রমাণ করতে চাও, আমার চেয়ে তোমার দরদটা বেশী—কেমন তাই তো—তা বেশ তো, সেটা খুব ভাল ভাবেই প্রমাণ কর—আমি তোমায় ভাল করেই সেই সুযোগটা দিতে চাই। [দ্রুত প্রস্থান।]

[অমিয়নাথ খানিকটা বিস্মিত ও চিন্তান্বিত হয়ে সাবিত্রীর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকেন। ঐ সময় সহসা নিরুপমার দ্রুত প্রবেশ।]

নিরুপমা। বড়-মা!—ও কাকাবাবু—নিচে মেসোমশাইয়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।

অমিয়। সে কি!

নিরু। হ্যা—(কাঁদো কাঁদো ভাবে) মনে হচ্ছে, হয়তো আজকের রাতটাও আর কাটবে না। আমি মহেন্দ্রবাবুকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।

অমিয়। ভালই করেছ। আমি—আমি এখুনি যাচ্ছি মা নিরু। তুমি যাও।

[যেতে যেতে নিরুপমা ফিরে দাঁড়িয়ে বলে—]

নিরু। আর সীতা-মাসীমা বলছিলেন, ছোটবাবুকে যদি একবার…

অমিয়। ও শুভ্রকে…তা শুভ্র বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, আচ্ছা, যদি তেমন দরকার হয়…

[সহসা ঐ সময় আবার সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। কি নিরু, কি হয়েছে ?

নিরু। না, নিচে মেসোমশায়ের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে—তাই মহেন্দ্রবাবু বললেন, আপনাদের একটু খবর দিতে।

সাবিত্রী। (চমকে) এ রকমটা কখন হল ?

নিরু। এই একটু আগে থেকে। মহেন্দ্রবাবু ডাক্তার আনতে গেছেন।

সাবিত্রী। তা ভালই করেছে। তুমি যাও—আমরা যাচ্ছি।

নিরু। আর—(ইতস্তত করে) মাসীমা বলছিলেন, ছোটবাবুকে যদি একবার এই সময়—

সাবিত্রী। (ব্যগ্রভাবে) না, না—ছোটবাবু এখন ঘুমুচ্ছে, কদিন ধরেই তার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে মা। তা ছাড়া জান তো, ও কি রকম নার্ভাস—ঐ রোগীর ঘরে গেলে—

নিরু। ও! আচ্ছা।— [দ্রুত প্রস্থান।]

[সাবিত্রী খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে যাবার উদ্যোগ করতেই

অমিয়নাথ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন—]

অমিয়। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) কি?

অমিয়। একটা কথা বলছি, এতদিন যা করেছ সেটা অন্যায় কিনা তা হয়তো বিচার-সাপেক্ষ, কিন্তু আজকে যা করতে যাচ্ছ, আমি বলব সেটা শুধু অন্যায়ই নয়, গর্হিত।

সাবিত্রী। গর্হিত!

অমিয়। নয় কিনা নিজেই তুমি ভেবে দেখ, শুভ্রকে এসময়টা নিচে যেতে দাও সাবিত্রী।

সাবিত্রী। না, কোন দরকার নেই। কি জন্যে সে নিচে যাবে?

অমিয়। এত বড় অন্যায়টা কোর না সাবিত্রী—

সাবিত্রী। না, না—আমি জানি, কোন—কোন অন্যায়ই আমি করছি না —ওকে আমি যেতে দেব না, কিছুতেই না—[হাঁফাতে থাকেন সাবিত্রী।]

অমিয়। শোন সাবিত্রী, তুমি যে সত্যকে আজ জোর করে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে চাইছ, একদিন যখন সেই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন জেনো, সে কলঙ্কের বোঝা তুমি বইতে পারবে না। আর সেদিন, তুমি কারো—কারোর ক্ষমা পাবে না সাবিত্রী, কারোর ক্ষমা পাবে না।

সাবিত্রী। চাই না—আমি কারুর ক্ষমা চাই না। আমি জানি, আমি কোন অন্যায় করি নি, কোন পাপ করি নি।

[ঐ সময় শুভ্রর দ্রুত প্রবেশ। মিউজিকে নেপথ্যে একটা করুণ কান্নার সুর।]

শুভ্র। মা—মা!

সাবিত্রী। এ কি খোকা তুই, ঘুমুস নি?

শুভ্র। হ্যাঁ ঘুমোচ্ছিলাম—নিচে হঠাৎ কে যেন একবার কেঁদে উঠল।

বিভূতিবাবুর কি কোন—

অমিয়। তা হলে বিভূতি বোধ হয়—(ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সাবিত্রীর দিকে বারেক চেয়ে দ্রুতপদে অমিয়নাথ চলে গেলেন ঘর ছেড়ে।)

শুভ্র। মা, আমিও একবার দেখে আসি।

[প্রস্থানোদ্যত হতেই সাবিত্রী ছুটে এসে শুভ্রকে আগলে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন—]

সাবিত্রী। না, না—ও সব রুগীর ঘরে তুমি যেও না বাবা। আমার ভারি ভয় করে।

শুভ্র। এ তোমার মিথ্যে ভয় মা—একবারটি গেলে…

[দু'হাতে জাপটে ধরে শুভ্রকে উন্মাদিনীর মতই যেন সাবিত্রী চেঁচিয়ে ওঠেন—]

সাবিত্রী। না, না—তোকে আমি যেতে দেব না। যেতে দেব না।

॥ যবনিকা ॥

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[রাত্রি। শুভ্রর শয়ন ঘর। অমিয়নাথ শয্যার উপরে বসে কথা বলছেন, পাশে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র।]

অমিয়। বিভূতির মৃত্যুটা যে সীতাকে এমনি নিদারুণ আঘাত দেবে আমি তা জানতাম মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, মাসীমা যেন অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছেন। দিনরাত খালি কাঁদছেন।

অমিয়। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) হুঁ! তা এসময়টা তুমি ওদের একটু ভাল করে দেখা-শোনা কোর মহেন্দ্র। তা ছাড়া ওঁরাও তো কাশী থেকে আজ ফিরে এসেছেন, যদি কিছু দরকার হয়—

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, বড়-মা এসেই আমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—

অমিয়। ডেকে পাঠিয়েছিল বুঝি!

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, বললেন ওদের এই শোকের ব্যাপারটা সহ্য করতে পারবেন না বলেই শুভ্রবাবুকে নিয়ে তিনি কাশী চলে গিয়েছিলেন।

অমিয়। তাই বুঝি!

মহেন্দ্র। হ্যাঁ, বললেন, ওদের যেন ভাল করে দেখা-শোনা করি—

অমিয়। তা বেশ। হ্যাঁ, ঐ জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আচ্ছা তুমি যেতে পার।

[অমিয়নাথ ভিতরে চলে গেলেন, মহেন্দ্রও বাইরে চলে গেল। একটু পরেই শুভ্র ও সুজাতা কথা বলতে বলতে ঘরে এসে প্রবেশ করে।]

শুভ্র। তারপর কি ব্যাপার সুজাতা, হঠাৎ রাত্রে এ সময় ?

সুজাতা। রাত আবার কোথায়, it is still evening now ! কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বল তো ?

শুভ্র। কেন, আমি আবার কি করলাম ?

সুজাতা। শিলং গিয়ে অবধি গত এক মাসে কখানা চিঠি দিয়েছি বল তো ?

শুভ্র। (মৃদু হেসে) এই কথা ! বোস, বোস—দাঁড়িয়ে কেন ? তোমার চিঠিগুলো তো সবে পরশু এসে পেলাম।

সুজাতা। মানে !

শুভ্র। মাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলাম, সবে তো পরশু ফিরেছি—

সুজাতা। পরশু ফিরেছ, কিন্তু বাড়ির ফোনটাও out of order হয়ে গিয়েছিল নাকি—

শুভ্র। তা অবিশ্যি যায় নি, তবে—

সুজাতা। হয়েছে, এখন ওঠ তো—

শুভ্র। উঠব ?

সুজাতা। হ্যাঁ, ওঠ—quick—

শুভ্র। কিন্তু এই অসময়ে যেতেটা হবে কোথায় !

সুজাতা। সে দেখতেই পাবে—ওঠ—

শুভ্র। কিন্তু আমার যে একটা engagement আছে।

সুজাতা। তোমার engagement ?…

[বাইরে ঐ সময় নিরুপমার গলা শোনা গেল।]

নিরুপমা। (নেপথ্যে) ভিতরে আসতে পারি শুভ্রবাবু ?

শুভ্র। কে, নিরু ! এসো, এসো—

[নিরুপমা ঘরে প্রবেশ করেই সুজাতাকে দেখে কুণ্ঠিত ভাবে বলে—]

নিরু। ওঃ, আমি জানতাম না, আমি—আমি না হয় অন্য এক সময় আসব শুভ্রবাবু—

[চলে যেতে উদ্যত হতেই শুভ্র বাধা দেয়—]

শুভ্র। আরে না, না—যেতে হবে না, বোস, বোস—(সুজাতার দিকে চেয়ে) সুজাতা, এর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই, নিরুপমা, এবারে তোমার সঙ্গেই পরীক্ষা দিচ্ছে। ম্যাট্রিকে ও Stand করেছিল।

নিরু। (নম্রকণ্ঠে) ওর সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয় নি বটে, তবে আমরা এক কলেজে এক ক্লাসেই পড়ি…

সুজাতা। (কঠিন স্বরে) তা হবে।

শুভ্র। (হেসে) তোমার সঙ্গে চেনা-পরিচয় হয় নি বুঝি সুজাতা ?

সুজাতা। না।

শুভ্র। (সবিস্ময়ে) এতদিন একসঙ্গে পড়ছ, তবুও—আশ্চর্য !

সুজাতা। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? একজন বেয়ারার মেয়েও তো আমাদের কলেজে পড়ে—তার সঙ্গেও তো আমার পরিচয় নেই।

শুভ্র। (গম্ভীর স্বরে) তোমার মুখ থেকে এরকম কথা শুনব বলে কখনও আশা করি নি সুজাতা—ছিঃ !

সুজাতা। তাই নাকি ?

শুভ্র। নিশ্চয়ই।

সুজাতা। দেখ শুভ্র, ভিখিরীর ভিক্ষা-বৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি না, কারণ সেটা তার ধর্ম, কিন্তু যখন কুৎসিত লোভের দৃষ্টি নিয়ে সে অপরের ঐশ্বর্যের দিকে হাত বাড়ায়, তখন জেনো—সেটাকে আমি শুধু ঘৃণাই করি না, সহ্যের অতীত বলেই মনে করি।

নিরুপমা। (ব্যগ্রভাবে) না—না—আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি—

সুজাতা। (বাধা দিয়ে) থাক্, থাক—তোমাদের জানতে আর আমার বাকি নেই, পুরুষের মন ভোলাবার জন্য এমন একজাত মেয়ে আছে, যারা—

শুভ্র। You must withdraw your word সুজাতা—

সুজাতা। No, never! তুমি ভাব, তুমি খুব চালাক, আর আমি খুব বোকা না! কিন্তু তুমি যদি ভেবে থাক যে গোপনে যত্র-তত্র তুমি প্রেমের বৃন্দাবন খুলে বসবে, আর আমি সেটা সহ্য—

শুভ্র। সুজাতা?

সুজাতা। Yes, yes! কাকে তুমি চোখ রাঙাচ্ছ শুভ্র, এ তোমার বাড়ির নিচের তলার আশ্রিতা, হ্যাংলা নিরুপমা দেবী নয়—

শুভ্র। সুজাতা—

সুজাতা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভুল আমারই হয়েছিল। তোমার মত একটা অপদার্থ, characterless পুরুষকে, I hate—বুঝলে আমি ঘৃণা করি।

[সুজাতা ঘর থেকে চলে যাবার জন্য দরজার দিকে এগুতেই, শুভ্র কঠিন কণ্ঠে বলে—]

শুভ্র। Before you leave this place, একটা কথা তুমিও জেনে যাও, যার প্রতি আজ তুমি অভদ্রতার চরম দেখিয়ে, গরীব বলে ঘৃণার বিষ উদ্গিরণ করে গেলে, জেনো তোমরা, so-called vanity-সর্বস্ব টাকাওয়ালা society girlsরা, তার পদধূলিরও যোগ্য নও—

সুজাতা। তাই, তাই যাও—সেই পদধূলিই তাহলে মাথায় তুলে নাও গে।

[বলতে বলতে ঝড়ের মতই বের হয়ে গেল সুজাতা। নিরুপমাও মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে—]

নিরু। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ কি হল বলুন তো—আমি ওকে ফিরিয়ে আনছি।

শুভ্র। না, না—নিরু···তুমি যেও না। আজ ও যে কথা বলে গেল, ওর সেই দম্ভের উত্তর আমি দেব—I must put an end to this—বল তুমি আমায় সাহায্য করবে ?

নিরু। (হকচকিত ভাবে) না—না, এ আপনি কি বলছেন ! আমি যাই—আমি যাচ্ছি শুভ্রবাবু। [দ্রুত প্রস্থান।]

শুভ্র। না—না, নিরু যেও না—শোন একটা কথা আছে···তোমার সঙ্গে। [নিরুর পশ্চাতে প্রস্থান।]

[পর মুহূর্তেই রাগত সাবিত্রী এসে ঘরে ঢোকেন, পশ্চাতে তাঁর সরকার মশাই।]

সাবিত্রী। না, না—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, কারো কোন কথা শুনবার আমার দরকার নেই সরকার মশাই—

সরকার। কতবারই তো আপনাকে বলেছি মা। আপনিই তো চিরদিন সকলকে নাই দিয়ে দিয়েই এ বাড়ির সবার লোভটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন বঙ্কিমবাবু, বিয়ের খরচ আপনি দেবেন না, বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে, মা আমাদের অন্নপূর্ণা—মা নিজে মুখে বলেছেন—

সাবিত্রী। দায় পড়েছে আমার। কিছু শুনতে চাই না আমি, কিছু শুনতে চাই না। দূর করে দিন, সব দূর করে দিন। পারব না, পারব না আর এ গুষ্টিকে বসে বসে গেলাতে—

সরকার। বেশ। তবে সেই ব্যবস্থাই করছি।

[সরকার মশাই চলে গেলেন। ক্রুদ্ধা সাবিত্রী তখনও গর্জে চলেন আপন মনে—]

সাবিত্রী। যত রাজ্যের আপদ সব ঘাড়ে এসে জুড়ে বসেছে, শেষ

করে দিলে, আমাকে সব শেষ করে দিলে।

[রাগে সোফায় গিয়ে বসলেন এবং পরক্ষণেই অস্থিরভাবে আবার এগুতে যেতেই সামনের টেবিলে রক্ষিত জলের গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে গেল। সাবিত্রী একেবারে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।]

শ্যামাচরণ, শ্যামাচরণ—রাধা—নন্দ—

[হন্তদন্ত হয়ে শ্যামাচরণ ছুটে আসে ঘরে।]

শ্যামা। কি যে বলেন, এই তো—

সাবিত্রী। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] কোথায়, কোথায় থাকিস সব, একডাকে সাড়া পাওয়া যায় না!

শ্যামা। কি যে বলেন, এই তো বাইরের ঘরের কাজকর্ম—

সাবিত্রী। বাইরের ঘরেব কাজকর্ম! কেন রাধা, নন্দ এরা সব কোথায়? এতগুলো লোক বাড়িতে কি করতে তোরা আছিস? (ফুলদানির শুকনো ফুল দেখিয়ে) ঐ যে, ফুলদানিতে ফুলগুলো শুকিয়ে আছে—(বলতে বলতে ফুলগুলো টান মেরে ফেলে দেন) দেখতে পাস না? না পারিস তো দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা সব এ বাড়ি থেকে।

[ঠিক ঐ সময় পুনরায় অমিয়নাথ এসে ঘরে ঢুকে সাবিত্রীকে চেঁচাতে শুনে বলেন—]

অমিয়। কি হল?

[শ্যামাচরণ তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচে।]

সাবিত্রী। এই যে তুমি, এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও আমি টিকতে পারছি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[অমিয়নাথ নিঃশব্দে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।]

শুনছ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ—

অমিয়। শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তার আগে একথা কি সত্যি, তুমি

নাকি সুজাতার মাকে টেলিফোন করেছিলে, এই সামনের মাসেই শুভ্রর বিয়ে দিতে চাও—

সাবিত্রী। হাঁ, করেছি। নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু একটা করি নি—

অমিয়। অন্যায় কিনা তুমি কি নিজেই তা বুঝতে পারছ না? এ সময় কেউ বিয়ে দেয় না কারো হয়—

সাবিত্রী। (চেঁচিয়ে) আবার, আবার তুমি সেই পুরোনো কথা তুলছ, যার কোন অস্তিত্বই নেই, চিরদিনের মতই চূড়ান্ত ভাবে যা মীমাংসিত হয়ে গিয়েছে—

অমিয়। অস্তিত্বই নেই, চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত হয়ে গিয়েছে! কিন্তু কার, কার সঙ্গে—

সাবিত্রী। তা কি তুমি জান না?

অমিয়। জানি, আর জানি বলেই আজও আবার বলছি, এত বড় একটা ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা এত সহজে কোন দিনই হতে পারে না। বিভূতি তার বাপ, সীতা তার মা, এ রক্তের সম্পর্ক—

সাবিত্রী। মা, রক্তের সম্পর্ক, তাই না—কিন্তু তারা, তারাই তো একদিন মুছে দিয়ে গিয়েছে সে সম্পর্ক—তবে কেন, কেন তাদের কথা আমি ভাবব—না, না—সে বেইমান, অকৃতজ্ঞ। নইলে সে কেমন করে ভোলে যে আমি তার জন্যে—

অমিয়। না, না—এ তুমি কি বলছ?

সাবিত্রী। হাঁ, হাঁ—সবাই, সবাই ভুলে যায়। শুধু সে কেন, তুমি, তুমিও হয়তো একদিন তারই মত সব ভুলে যাবে, আমার বাবা তোমার জন্য যা করেছেন। সে ব্যাপারে যদি একটুকু কৃতজ্ঞতাও থাকত তোমার—

অমিয়। (বিস্ময়ে) সাবিত্রী—

সাবিত্রী। হাঁ, তুমিও হয়তো ওরই মত একদিন বলবে, কিছুই আমার

বাবা তোমার জন্য করেন নি—

অমিয়। এত বড়, এত বড় তিরস্কারটা তুমি আজ আমাকে করতে পারলে সাবিত্রী? ঠিকই হয়েছে। এটাই বোধ হয় দরিদ্র সন্তানের শেষ প্রাপ্য ছিল।

[সাবিত্রী ততক্ষণে উত্তেজনার মাথায় নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে মুখে হাত চাপা দিয়েছে—]

সাবিত্রী। না, না—এ আমি কি বললাম, এ আমি কি বললাম—

অমিয়। ঠিকই বলেছ, ঠিকই বলেছ। তুমি—তুমি সুখে থাক সাবিত্রী, তুমি সুখে থাক—

[বলতে বলতে অমিয়নাথ দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ছুটে এসে সাবিত্রী স্বামীর পথ আগলে দাঁড়ায়—]

সাবিত্রী। কোথায়, কোথায় যাও—

অমিয়। পথ ছাড় সাবিত্রী।

সাবিত্রী। না গো, না—ক্ষমা কর আমাকে, ক্ষমা কর—

অমিয়। সরে দাঁড়াও—

সাবিত্রী। না, না—যেতে তোমাকে আমি দেব না, কিছুতেই না। ক্ষমা কর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

অমিয়। সাবিত্রী—

সাবিত্রী। একজন তো আমার যথাসর্বস্ব আজ গ্রাস করতে দুহাত বাড়িয়েছেই—তবে তুমি, তুমিই বা কেন আর বাকি থাক! একেবারে গলা টিপে আমাকে শেষ করে দিয়ে যাও—

[বলতে বলতে সাবিত্রী টলে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় অমিয়নাথ তাকে দু হাতে ধরে ফেলে বলেন—]

অমিয়। সাবিত্রী, সাবিত্রী—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[সময় রাত্রি। মঞ্চ ঘুরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে করুণ বেহালার স্বর শোনা যাবে। সীতা, পরিধানে বৈধব্যের বেশ, মাথার চুল রুক্ষ, পাশে বসে খাটের উপর। দেওয়ালে টাঙানো বিভূতির ফটো। তাতে মালা। নিরুর বই হাতে প্রবেশ।]

সীতা। কে নিরু, আয় মা! হ্যাঁ রে উপরের গিন্নী কেমন আছেন জানিস কিছু ?

নিরু। হঠাৎ faint হয়ে গিয়েছিলেন গতকাল, এখন শুনছি ভালই আছেন। কিন্তু তোমার কি আজও আবার জ্বর এল মাসীমা, চোখ দুটো যে লাল দেখাচ্ছে—

সীতা। না রে না, ও কিছু না।

নিরু। রোজ রোজ তোমার এমন জ্বর হচ্ছে মাসীমা, ডাক্তার বাবুকে একটিবার ডাকলে হত না ?

সীতা। ডাক্তার ? না মা, না,—তা হ্যাঁ রে, তোদের যাওয়াই তা হলে ঠিক ?

নিরু। হাঁ মাসীমা, চাকরিটা যখন পেয়ে গেলাম। (একটু থেমে) একটা কথা বলব মাসীমা ?

সীতা। এত কিন্তু কেন, বল না।

নিরু। আমাদের সঙ্গে তুমিও চল না মাসীমা!

সীতা। না রে না, যে কটা দিন আর আছি, এখানে—এখানেই আমি থাকব।

নিরু। তোমাকে ফেলে আমার কোথাও যেতে মন চায় না মাসীমা। কিন্তু—

[সহসা ঐ সময় অসাবধানতাবশতঃ নিরুপমার হাত থেকে বইটা পড়ে যেতেই, তার ভিতর থেকে শুভ্রর ছাপা ছবি সমেত সংবাদ-পত্রের একটা কাটিং বই থেকে ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে। নিরুপমা তাড়াতাড়ি বিব্রতভাবে মাটি থেকে কাটিংটা তুলে নেবার চেষ্টা করতেই সীতা সেটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে বলে—]

সীতা। খবরের কাগজে শুভ্রর এই ছবিটা বুঝি তার বি-এ. পরীক্ষাতে ফার্স্ট হবার পর ছাপা হয়েছিল নিরু ?

[প্রত্যুত্তরে নিরুপমা নিঃশব্দে সলজ্জভাবে মাথাটা হেলিয়ে মুখ নিচু করে।]

নিরু !

[এবারেও কোন সাড়া দেয় না নিরু। সীতা তখন সস্নেহে অবনতমুখী নিরুপমার পিঠে একটা হাত রেখে বলে—]

এত বড় ভুলটা কেন করলি মা ?

[নিরুপমা সীতার কোলে মাথা গুঁজে দেয়।]

নিরু। (ক্রন্দনভরা কণ্ঠে) মাসীমা !

সীতা। কেন, কেন এ ভুল করলি। তোর মত এক দুঃখী মেয়ের এই ভালবাসার—

[ঠিক সেই মুহূর্তে হাতে একটা প্যাকেট মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়েও কথাটা কানে যেতে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে যায়—]

কথাটা কোন দিনই যেমন শুভ্রর কানে পৌঁছাবে না মা, তেমনি তুইও তো বলতে পারবি না—

[পাথরের মতই মহেন্দ্র নিঃশব্দে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে। নিরুপমাও কোন সাড়া দেয় না। সীতা বলতে থাকে—]

এ যে কত বড় দুঃখ আমার চাইতে তো কেউ বেশী জানে না মা।

নিরু। না, না—মাসীমা, কেউ, কেউ জানবে না এ কথা—

সীতা। তোর মত আমিও যে একদিন ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্য-টাকে এমনি করেই ভালবাসা দিয়ে জয় করতে চেয়েছিলাম মা, কিন্তু পারি নি রে, পারি নি।

নিরু। আমিও জানতাম মাসীমা, তবু পারি নি, তবু পারি নি—

[মহেন্দ্র এবারে সাড়া দেয়—মৃদু কণ্ঠে ডাকে—]

মহেন্দ্র। মাসীমা!

[মহেন্দ্রর গলার স্বরে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সোজা হয়ে বসে নিরুপমা।]

সীতা। কে, মহেন, এস বাবা—

[নিঃশব্দে একবার নিরুর দিকে তাকিয়ে মহেন্দ্র এগিয়ে এসে বলে—]

মহেন্দ্র। আপনার অনুমতি না নিয়েই (প্যাকেটটা দেখিয়ে) এটা আপনার জন্য এনেছি মাসীমা, জানি, ছেলের দেওয়া জিনিস মা তো আর ফেলতে পারবেন না!

সীতা। কি মহেন?

[আলোয়ানটা এগিয়ে ধরে মহেন্দ্র বলে—]

মহেন। রেসের মাঠে এক সঙ্গে আজ অনেকগুলো টাকা পেয়ে গেলাম মাসীমা এবং হঠাৎ আপনার কথাটা মনে পড়ে গেল। দেখছিলাম, এই শীতে, গায়ের কাপড়টা আপনার একেবারে ছিঁড়ে গিয়েছে—

সীতা। তাই বলে এত দামী শাল? ছিঃ, ছিঃ মহেন—এ তুমি কি করছ বাবা!

মহেন। না নিলে কিন্তু বড় দুঃখ পাব মাসীমা।

নিরু। তাতে কি হয়েছে মাসীমা, মহেনবাবু শুনতে পাই আজকাল বেশ দু পয়সা আনছেন—

মহেন। নিরুপমা দেবী, আপনি তো জানেন, অশিক্ষিত, মূর্খ আমি, তাই আপনাদের মত রোজগারের অন্য পথ নেই বলেই সহজ রাস্তা ঘোড়ার পিছন ধরেছি।

নিরু। না, না—মহেনবাবু, আমি ঠিক—

সীতা। কিন্তু সত্যিই তুমি রেস খেলো মহেন!

মহেন। হাঁ মাসীমা, যেদিন জানলাম অর্থটাই এ দুনিয়ায় বাঁচবার একমাত্র পাসপোর্ট, অথচ লেখাপড়া করি নি, মূর্খ, অশিক্ষিত—কোথায়ও আমার হাত পাতবার অধিকার পর্যন্ত নেই—

সীতা। না, না—মহেন, এ কাজ কোর না, ও শুধু মানুষের সর্বনাশই করে না, একেবারে শেষ করে দেয়।

মহেন। জানি মাসীমা, তাই আজই ইতি করে এসেছি। হাতে যা টাকা আছে তা দিয়ে অনায়াসেই একটা হয়তো ছোটখাটো দোকান করতে পারব। কিন্তু বিশ্বাস করুন মাসীমা, জুয়ো খেললেও আমি চোর নই। ও আলোয়ানটা—

সীতা। নিশ্চয়ই নেব, নেব বৈকি মহেন! মাসীমা বলে ডেকে তুমি দিয়েছ আর আমি ওটা নেব না? নিশ্চয়ই নেব, নিশ্চয়ই—না হলে যে আমি নিজেই মিথ্যে হয়ে যাব বাবা, মিথ্যে হয়ে যাব!

[বলতে বলতে বোধ করি উদ্গত অশ্রু রোধ করতে করতেই সীতা ঘর ছেড়ে চঞ্চল পদে বের হয়ে যায়। দুজনে অতঃপর নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একসময় পকেট থেকে নিরুর হারটা বের করে মহেন সেটা নিরুর দিকে এগিয়ে দেয়।]

মহেন। আপনার এটা রাখুন।

নিরু। কি ?

মহেন। কেন চিনতে পারছেন না আপনার নিজের গলার হারটা, যেটা সেদিন বন্ধক দিয়ে আমাকে টাকা এনে দিতে বলেছিলেন !

নিরু। কিন্তু এটা ফিরিয়ে আনবার জন্য আপনাকে তো আমি টাকা দিই নি—

মহেন। না, দেন নি—তবে আজ রেসের মাঠে অনেকগুলো টাকা এক সঙ্গে পেয়ে গেলাম—

নিরু। তাই অযাচিত দয়াটা প্রকাশ করছেন ?

মহেন। রাগ করবেন না নিরুপমা দেবী। আমি ঠিক এতটা বুঝি নি। টাকাগুলো হাতে এসে গেল, তাই আপনার হারটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অত ভেবে কাজ করব, অত বুদ্ধিই বা কোথায় আমার বলুন ? জানেনই তো নেহাৎ মূর্খ—

নিরু। ক্ষমা করুন মহেন্দ্রবাবু, আমার হঠাৎ রূঢ় ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

মহেন্দ্র। তাহলে সত্যিই নেবেন এটা !

নিরু। নেব, কিন্তু ভাবছি কি করে যে আপনার এই ঋণ—

মহেন্দ্র। শোধ করবেন, এই তো ? নাই বা শোধ করলেন ! আমাকে হয়তো ঘৃণা করেন আপনি, তবু একজন অপদার্থের শ্রদ্ধার দান হিসেবে—

নিরু। ছিঃ ছিঃ, এ সব আপনি কি বলছেন মহেন্দ্রবাবু, আমি—

মহেন্দ্র। নিজের অযোগ্যতার কথা ভুলে গিয়ে, আকাশকুসুমের কল্পনায় আপনাকে হয়তো কত সময় কত বিরক্ত করেছি—

নিরু। মহেন্দ্রবাবু ?

মহেন্দ্র। ক্ষমা করবেন নিরুপমা দেবী, আকস্মিক ভাবেই একটু আগে মাসীমার সঙ্গে আপনার কথাগুলো আমার কানে এসেছে। ঠিক, ঠিকই

আপনি করেছেন। এ জগতে কারো যদি আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার কোন যোগ্যতা থাকে, সে ঐ শুভ্রবাবুরই—

নিরু। (আর্তকণ্ঠে) চুপ করুন, চুপ করুন মহেন্দ্রবাবু—

মহেন্দ্র। না, না—চুপ করব কেন? কোন, কোন অন্যায়ই তো আপনি করেন নি! মাটির ঘরের জানালা-পথে চাঁদের আলো এসে পড়লেও চাঁদ সে যে চিরদিন আকাশেরই!…

নিরু। মহেন্দ্রবাবু!

মহেন্দ্র। আপনার কথা আমি রাখব, রাখব বৈকি। শুধু একটা কথা! যদি কখনও, কোন কারণে এই একান্ত অকেজো, অপদার্থ মূর্খ অশিক্ষিত লোকটাকে কোন প্রয়োজন হয় তো সেদিন স্মরণ করতে যেন কোন দ্বিধা করবেন না।

[মহেন্দ্র বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। পরক্ষণেই সীতা ঘরে এসে ঢুকল।]

সীতা। মহেন? এ কি মহেন চলে গেছে?

[নিরুপমা নিরুত্তর, তার চোখে জল।]

কি—কি হয়েছে নিরু?

নিরু। না, না—কিছু না, কিছু না—

[দ্রুতপদে নিরুপমাও ঘর ছেড়ে চলে গেল। সীতা বিস্ময়ে নিরুপমার গমন-পথের দিকে চেয়ে থাকে। পরক্ষণেই অমিয়নাথ এসে ঘরে ঢোকেন।]

অমিয়। সীতা!

সীতা। (বিস্ময়ে) এ কি! জামাইবাবু!

অমিয়। আমি, আমি—সত্যিই আর তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না সীতা—

সীতা। না, না জামাইবাবু, আপনার—আপনার কি দোষ! সব—সবই আমার ভাগ্য—

অমিয়। কেন মিথ্যে এ অপমান আজো এমনি করে সহ্য করছ সীতা? তার চাইতে আমি বলছি, শুভ্রর কাছে তোমার সত্য পরিচয়টা—

সীতা। (আর্তকণ্ঠে) না, না—সে আমি পারব না, কিছুতেই না। তার চাইতে এই ভাল, এই ভাল—

অমিয়। সীতা!

সীতা। হাঁ, হাঁ,—সে দিদিমণিরই কোল জুড়ে থাক। দিদিমণিরই কোল জুড়ে থাক।

[বলতে বলতে সীতা দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে। অমিয়নাথ পাথরের মতই দাঁড়িয়ে থাকেন।]

॥ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যায় ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[সময় রাত্রি। শুভ্রর ঘরের অভ্যন্তর। এক পাশে পড়ার টেবিল, বইপত্র সব ছড়ানো। অন্যদিকে শয্যা বিস্তৃত। নিঃশব্দ পায়ে সাবিত্রী এসে ঘরে ঢুকল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে শুভ্রর টেবিলের উপরে যেখানে ফ্রেমে বাঁধানো শুভ্রর ফটোটা ছিল, সেটা তুলে একদৃষ্টে দেখেন কিছুক্ষণ। তারপর ডাকেন—]

সাবিত্রী। শ্যামাচরণ—শ্যামাচরণ—

[শ্যামাচরণ হন্তদন্ত হয়ে এসে ঘরে ঢুকল।]

শ্যামা। আমাকে ডাকছিলেন!

সাবিত্রী। হাঁ রে, দাদাবাবু এখনও ফেরে নি?

শ্যামা। দেখি নি তো!

সাবিত্রী। তা দেখবি কেন, এই যে বাড়ির একটা মাত্র ছেলে, আজ কদিন থেকে দিন নেই, রাত নেই কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাতে তোদের কিই বা এসে গেল!

শ্যামা। দাদাবাবু কি কারও কথা শোনে নাকি!

সাবিত্রী। আর বাবু—বাবু ফিরেছে?

শ্যামা। না।

সাবিত্রী। হুঁ, আচ্ছা যা।

[শ্যামাচরণ চলে যায় না। দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করে ডাকে—]

শ্যামা। মা!

সাবিত্রী। কি?

শ্যামা। সেই সকাল থেকে তো কিছু খান নি। এক কাপ চা করে এনে দিই।

সাবিত্রী। না।

শ্যামা। এই সেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর এই উপোস—

সাবিত্রী। তুই যাবি হতভাগা আমার সামনে থেকে!

শ্যামা। বেশ যাচ্ছি, বাড়ি তো নয়, যেন ভূতের বাড়ি হয়েছে।

[বলতে বলতে শ্যামাচরণ চলে গেল। একটু পরেই উস্কো-খুস্কো বেশে শুভ্র এসে ঘরে ঢোকে।]

সাবিত্রী। শুভ্র!

শুভ্র। কি!

সাবিত্রী। এত রাত হল যে ফিরতে?

শুভ্র। জানি না।

[সাবিত্রী কাছে এগিয়ে আসে।]

সাবিত্রী। কি হয়েছে তোর বাবা, আমাকে বলবি না ?

শুভ্র। কি আবার হবে। কিছুই হয় নি।

[শুভ্র টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।]

সাবিত্রী। লক্ষ্মী বাবা আমার, বলবি না ?

শুভ্র। বলছি তো, কিছু হয় নি। কেন তবু মিথ্যে মিথ্যে প্রশ্ন করছ ?

সাবিত্রী। সুজাতার মা ফোন করছিল—

শুভ্র। (চীৎকার করে) কেন, কেন সে ফোন করে, কিসের জন্য ? কোন্ লজ্জায় আবার ফোন করে তার মা ? লজ্জা করল না আবার ফোন করতে ?

সাবিত্রী। এ সব তুই কি বলছিস শুভ্র, সুজাতার সঙ্গে যে তোর বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে !

শুভ্র। তাই যদি হয়ে থাকে, তো কালই তাদের জানিয়ে দিও মা, তার মত প্রাসাদের এক দাম্ভিক মেয়ের চাইতে, শুভ্র কোন কুঁড়েঘর থেকেই দীন-দরিদ্র কাউকে নিয়ে আসবে, যাদের তার মত দম্ভ নেই, কিন্তু হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে।

সাবিত্রী। শুভ্র !

শুভ্র। হাঁ, তাই—তাই তাদের জানিয়ে দিও।

[শুভ্র হাঁপাতে থাকে।]

সাবিত্রী। ও, তাহলে সুজাতা সেদিন আমাকে যা বলে গিয়েছে তা সত্য। ঐ আমাদের আশ্রিত নিরুপমা—

শুভ্র। মা !

সাবিত্রী। তাহলে তুমিও জেনে রেখে দাও শুভ্র, দারিদ্র্যের বেনো জল ঢুকিয়ে আমি আমার ঘরকে দূষিত করতে পারব না।

শুভ্র। না, না—তুমি জান না মা নিরুকে—

সাবিত্রী। জানি, জানি—খুব জানি! কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, তার এত বড় স্পর্ধা কি করে হল! এত নীচ সে, এত লোভী! ঠিক আছে, এখুনি আমি ব্যবস্থা করছি। শ্যামাচরণ—

শুভ্র। না, তা তুমি কিছুতেই করতে পারবে না মা। আশ্রয় দিয়েছ বলে তাকে এ ভাবে অপমান করবার তোমার কোন অধিকার নেই।

সাবিত্রী। (চীৎকার করে) শুভ্র!

শুভ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ—কি ভেবেছ তুমি? গরীব-দুঃখীর ঘরে জন্মেছে বলেই কি তার ঘর বাঁধবার কোন অধিকার নেই? সমাজ তাকে কোন সুযোগই দেবে না? ভেবে দেখ আমার বাবা কি ছিল!

সাবিত্রী। শুভ্র!

শুভ্র। তার যদি অধিকার থাকতে পারে, তবে নিরুপমারই বা অধিকার থাকবে না কেন?

সাবিত্রী। ওরে থাম, থাম—এত বড়—সন্তান হয়ে এত বড় কথাটা তুই আজ আমাকে বলতে পারলি! আমি—আমি—

[সাবিত্রী ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই শুভ্র ছুটে এসে মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বলে—]

শুভ্র। ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর—রাগের মাথায় কি বলতে কি বলেছি—

সাবিত্রী। (চমকে) এ কি—গা যে তোর পুড়ে যাচ্ছে—

[শুভ্র তখন মার বুকে মাথা দিয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে।]

শ্যামাচরণ, শ্যামাচরণ, শ্যামাচরণ—

[শ্যামাচরণ ছুটে ঘরে আসে]

শ্যামা। কি, কি হয়েছে মা?

সাবিত্রী। ওরে শিগ্‌গিরি, শিগ্‌গিরি ডাক্তারবাবুকে একটা ফোন করে দে। কিন্তু তার আগে ওকে একটু ধরে বিছানায় শুইয়ে দে শ্যামাচরণ।

[শ্যামাচরণ এগিয়ে এসে শুভ্রকে ধরে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরতে থাকবে আর নেপথ্যে মাইকে বিভূতির কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে—]

: চল সীতা, এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। এ তুমি সহ্য করতে পারবে না, সহ্য করতে পারবে না।

[মঞ্চ ক্রমশঃ আলোকিত হলে দেখা গেল নিচের তলায় সীতার ঘর। শয্যার উপরে উপুর হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে সীতা। দেওয়ালে বিভূতির ফটো। মাইকে আবার বিভূতির কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—]

: চল সীতা, এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথায়ও চলে যাই।

সীতা শয্যা থেকে উঠে বিভূতির ফটোটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে—]

সীতা। (আর্তকণ্ঠে) না, না—পারব না, পারব না এ বাড়ি ছেড়ে যেতে আমি! বল, তুমিই বল, কি অন্যায় আমি করেছি, প্রতিজ্ঞা তো আমার ভাঙিনি। শুধু একটিবার, একটিবার অসুস্থ তাকে চোখের দেখা দেখতে চাই।

[নেপথ্যে মাইকে আবার বিভূতির কণ্ঠস্বর—]

: কিন্তু তারা যদি তোমাকে তাড়িয়ে দেয় ?

সীতা। তাড়িয়ে দেবে !

[নেপথ্যে আবার মাইকে বিভূতির কণ্ঠস্বর—]

: যদি জিজ্ঞাসা করে, কেন, কেন তুমি এখানে এসেছ ? ও কে তোমার, কি সম্পর্ক ওর তোমার সঙ্গে ?

সীতা। আমি ওর মা। (বলেই সভয়ে নিজের মুখ চেপে) না, না—আমি ওর কেউ নয়, আমি ওর কেউ নয়।

[পার্টিশনের অন্য অংশে নিরুপমার প্রবেশ।]

নিরু। মাসীমা—

সীতা। (চম্‌কে) কে !

[নিরুপমা এসে সীতার সামনে দাঁড়ায়।]

কে নিরু, আয় মা। (তাড়াতাড়ি চোখ মোছে সীতা।)

নিরু। কি হয়েছে মাসীমা, কাঁদছ—

সীতা। না, না—কাঁদব কেন ? হ্যাঁরে খোকা কেমন আছে জানিস ?

নিরু। (বিস্ময়ে) খোকা !

সীতা। (সপ্রতিভ হয়ে) ওঃ মনে কিছু করিস না মা, আমি ঐ উপরের ছেলেটির কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। ওর ভাল নামটা তো সব সময় মনে থাকে না। (একটু থেমে) তা ছাড়া আমার ছেলেকেও খোকা বলেই ডাকতাম কিনা !

নিরু। জ্বরটা একটু কমেছে। একটু আগে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, দেখে বলে গেলেন, দু একদিনের মধ্যেই হয়তো full remission হয়ে যেতে পারে।

সীতা। তুই—

নিরু। আমাকে বড়-মাই উপরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সীতা। বড়-মা—মানে উপরের গিন্নী ?

নিরু। হাঁ।

সীতা। ও।

[নেপথ্যে ঐ সময় নিরুপমার বাবার গলা শোনা গেল—নিরু, অ নিরু—]

নিরু। বাবা ডাকছেন, যাই মাসীমা। (উচ্চকণ্ঠে) যাই বাবা !

[নিরুপমা যেতে উদ্যত হতেই সীতা আবার ডাকে—]

সীতা। নিরু—

নিরু। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) কিছু বলছিলে ?

সীতা। না, তুই যা মা।

[নিরুপমা চলে গেল। সীতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে। তার পরই আলনা থেকে চাদরটা নিয়ে গায়ে দিয়ে ধীর পদে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।] *

[মঞ্চ ঘুরে যাবে]

* মঞ্চে অভিনয়কালে সময়াভাবে এই দৃশ্যটি বাদ দেওয়া হয়—লেখক

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[রাত্রি গভীর। শুভ্রর ঘর। Fowlers positionয়ে রোগশয্যায় শুয়ে শুভ্র ঘুমুচ্ছে। শয্যার ঠিক উল্টো দিকেই কাচের শার্সি বসানো জানালা। শিয়রের ধারে সবুজ ডোমে ঢাকা টেবিল ল্যাম্পটি টেবিলের উপরে জ্বলছে। টেবিলের পরে নানা ঔষধের শিশি, ফিডিংকাপ, মেজার গ্লাস, ফল ইত্যাদি। ঘরের মধ্যে শয্যার ঠিক মাথার কাছে একটি চেয়ারে সাবিত্রী বসে বসেই খাটের বাজুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজলো। কাচের শার্সির ওপাশে একটি অর্ধাবগুণ্ঠন নারীমূর্তি দেখা গেল। সে সীতা। কাচের জানালার ওপাশ থেকে সতৃষ্ণ-নয়নে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে চেয়ে থাকে সীতা। নারীমূর্তি আবার সরে গেল। তারই অল্প পরে ঘরের পর্দা তুলে সভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সীতা ভীরু সতর্ক পায়ে এসে ঘরে ঢুকলো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সীতা দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার-পর পা টিপে টিপে শুভ্রর শিয়রের সামনে এসে দাঁড়ায়। সতৃষ্ণ-নয়নে চেয়ে থাকে সীতা ঘুমন্ত শুভ্রর মুখের দিকে। হাত বাড়িয়ে শুভ্রকে স্পর্শ করতে গিয়েও যেন পারে না। ওদিকে সাবিত্রীর ঘুম যে ভেঙ্গে গিয়েছে আদৌ টের পায় নি আত্মসমাহিত সীতা। তাই সীতা একটু ঝুঁকে পড়ে আলগোছে শুভ্রর কপালে চুমো খেয়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও তাকে অনুসরণ করে।]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[রাত্রি। সীতার নিচের তলার পূর্বেকার ঘর। কাঁদতে কাঁদতে সীতা ঘরে এসে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাবিত্রী তার পশ্চাতে এসে ঘরে ঢুকলো এবং ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে সাবিত্রী ডাকে—]

সাবিত্রী। সীতা—

সীতা। (চম্‌কে) কে !

সাবিত্রী। আমি। কিন্তু এমনি করে তো আর চলতে পারে না সীতা। এ তুমিও সহ্য করতে পারছ না, আমিও আর সহ্য করতে পারছি না।

সীতা। শুধু এবারটির মত তুমি আমাকে ক্ষমা কর দিদিমণি। অসুস্থ সে, তাই দূর থেকে একটিবার তাকে চোখের দেখা দেখতে—

সাবিত্রী। এ আমি জানতাম সীতা। তাই তোমরা এখানে আস কোনদিনই আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সে কথা তোমার জামাইবাবুও বুঝতে চান নি, তোমরাও বুঝতে চাও নি—

সীতা। দিদিমণি—

সাবিত্রী। তুমি নিশ্চয়ই চাও না যে শুভ্র এতকাল পরে সব জানুক !

[সীতা পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।]

তাই আমার (ইতস্ততঃ করে) ইচ্ছা, তুমি, তুমি—এখান থেকে চলে যাও।

সীতা। চলে যাব !

সাবিত্রী। হ্যাঁ, অনেক ভেবে দেখলাম, তোমার ও আমার পক্ষে এই একমাত্র পথ। তুমি, তুমি—এখান থেকে চলে যাও—

সীতা। (আর্তকণ্ঠে) না, না—এ সময় তুমি এখান থেকে আমাকে

চলে যেতে বোল না!—আমি প্রতিজ্ঞা করছি. আর কোন দুর্বলতাই তুমি আমার দেখতে পাবে না।

সাবিত্রী। না সীতা, চলে তোমাকে যেতেই হবে।

সীতা। কিন্তু কোথায়, কোথায় আমি যাব দিদিমণি? কে আজ আর আমার আছে?

সাবিত্রী। (পূর্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে) কিছু আমি জানতে চাই না, যেখানে খুশি তোমার গিয়ে থাক। বরং চাও তো তোমাকে, হ্যাঁ—তোমাকে আমি না হয় আরও দশ, বিশ—পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি—

[মুহূর্তে যেন ঐ কথায় সীতা সব কিছু ভুলে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।]

সীতা। (দৃঢ়কণ্ঠে) কি বললে, টাকা? আবার তোমার টাকা?

সাবিত্রী। সীতা—

সীতা। একদিন তুমি আমাদের দয়া করেছিলে সত্য, দিদির মতই সেদিন ছোট বোনের দুঃসময়ে বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলে। চল্লিশ হাজার টাকাও দিয়েছিলে, কিন্তু তখন বুঝতে পারি নি, চিনতে পারি নি তোমার দয়ার সত্যিকারের চেহারাটা— [সীতা হাঁপাতে থাকে]

সাবিত্রী। চুপ কর—

সীতা। হাঁ, অনেক, অনেক দয়া তুমি আমাকে করেছ দিদিমণি। আর—আর আমার নেবার সাধ্য নেই।

সাবিত্রী। বেশ, নিও না। কিন্তু এখান থেকে তোমাকে চলে যেতেই হবে।

সীতা। (আর্তকণ্ঠে) না, না—আমি যাব না, যেতে আমি পারব না!

সাবিত্রী। যাবে না?

সীতা। না, না—

সাবিত্রী। যেতে তোমাকে হবেই। আর, আর যদি না যাও তো

জেনো তোমার ছেলের দিব্যি রইল।

[বলে ঝড়ের মতই সাবিত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেল, আর বাণবিদ্ধা হরিণীর মত সীতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুক-ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কান্নার মধ্যেই বলতে থাকে—]

সীতা। যাব, যাব—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যাব।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে।]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[সকাল। শুভ্রর পূর্ব শয্যাগৃহ। ঠিক তেমনিই সব সাজানো। রোগ-মুক্তির পর ক্লান্ত রুক্ষ চেহারা শুভ্রর। নার্স হরলিকস্ তৈরী করছে। হরলিকস্ তৈরী করে এনে শুভ্রকে দেয়।]

নার্স। নিন্, হরলিকস্‌টা খেয়ে নিন।

শুভ্র। (হরলিকস্ খেয়ে কাপটা ফিরত দিতে দিতে) মাকে সকাল থেকে একবারও দেখলাম না নার্স, মা কি বাড়িতে নেই?

নার্স। সকাল বেলা একবার এঘরে এসেছিলেন, আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন, বলে গেলেন মন্দিরে যাচ্ছেন পুজো দিতে।

শুভ্র। ও।

[নার্স টেবিলটা গোছাতে থাকে।]

নার্স!

নার্স। কিছু বলছিলেন?

শুভ্র। জানি না অবিশ্যি, আমার ভুলও হতে পারে, তবে প্রথম দিকে অসুখের মধ্যে মনে হয়েছে, যেন অত্যন্ত পরিচিত অথচ চিনতে পারছি

না, কে একজন সর্বক্ষণ আমার শিয়রের সামনে—

নার্স। ঠিকই বলেছেন আপনার মা।

শুভ্র। মা! ও—আচ্ছা নার্স?

নার্স। বলুন!

শুভ্র। নিচের তলায় নিরুপমা নামে একটি মেয়ে থাকে। তাকে একটিবার ডাকাতে পার কাউকে দিয়ে?

নার্স। তিনি ত নেই।

শুভ্র। নেই!

নার্স। না। আপনার জ্বর রেমিশন হবার পরদিনই তো তারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন শুনেছি।

শুভ্র। নিরু—মানে নিরুরা চলে গিয়েছে?

নার্স। হ্যাঁ—

[গরদের শাড়ী পরিহিতা পূজা দিয়ে হাতে নির্মাল্য, সাবিত্রী ঐ সময় ঘরে এসে ঢুকল।]

সাবিত্রী। খোকা!

শুভ্র। মা।

সাবিত্রী। (সস্নেহে কপাল ছুঁয়ে ও নির্মাল্য ছুঁইয়ে) কেমন আছিস বাবা?

শুভ্র। একদম ভাল হয়ে গিয়েছি মা! দেখবে উঠ্‌ব—

সাবিত্রী। থাক—থাক, যা ভয় দেখিয়েছিলি বাবা! ঠাকুর যে মুখ রেখেছেন—

শুভ্র। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি মা?

নার্স। যে কদিন আপনার ক্রাইসিস্ গিয়েছে, উনি তো কেবলই কাঁদতেন—

শুভ্র। (হেসে মার দিকে চেয়ে) তাই বুঝি মা! (তারপরই মাকে

জড়িয়ে ধরে বলে) কি ভেবেছিলে বল তো, ভেবেছিলে ছেলেটা বুঝি গেল—

সাবিত্রী। (আর্তকণ্ঠে) খোকা!

শুভ্র। না মা, না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না মা। কোথায়ও না—

সাবিত্রী। মাধবী, যাও তো, দেখ তো খোকার স্যুপটা আবার ঠাকুর কি করল—

[নার্স চলে গেল ঘর থেকে। সাবিত্রীও ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। শুভ্র বাধা দেয়—]

শুভ্র। বা রে, এসেই চলে যাচ্ছ যে মা?

সাবিত্রী। নিচের ওদের সব প্রসাদটা পাঠিয়ে দিয়ে এখুনি আসছি—

[সাবিত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেল। অন্য দ্বারপথে একটা চিঠি হাতে বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল।]

বেয়ারা। ছোটবাবু, ডাকবাক্সে এই চিঠিটা ছিল।

শুভ্র। চিঠি? দেখি!

[শুভ্র হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল। বেয়ারা চিঠিটা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। চিঠিটা দেখতে দেখতে উচ্চকণ্ঠে চিঠিটা আপন মনেই পড়তে থাকে—]

শ্রীচরণেষু,

অনেক ভাবিয়া দেখিলাম তোমার কথাই ঠিক। তাই এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি—। শুভ্রর মঙ্গলের জন্য আরো আগেই আমার এ বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া উচিত ছিল।

[উত্তেজনায় শুভ্র চিঠিটা পড়তে পড়তে শয্যার উপর উঠে বসে।]

তুমি সুখে থাক, শুভ্র সুখে থাকুক। আর এ জীবনে এই হতভাগিনীর মুখ তুমি দেখিতে পাইবে না।

[শুভ্র টের পায় না যে ঠিক ঐ সময় সাবিত্রী ঘরে এসে প্রবেশ করেছে। সাবিত্রীর কানে শেষের কথাগুলো যেতেই সে যেন পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। শুভ্র তখনও চিঠিটা পড়ছে—]

তোমরা আমার প্রণাম নিও, ইতি চির-হতভাগিনী তোমার বোন সীতা।
(আত্মগতভাবে শুভ্র বলে) হতভাগিনী তোমার বোন সীতা—

[কথাটা বলতে বলতে সহসা মুখ তুলতেই দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান সাবিত্রীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়—তাড়াতাড়ি শুভ্র উঠে পড়ে।]

এই যে মা, এই, এই—চিঠিটা পড়ে দেখো, এ—এ চিঠির মানে কি মা! কে এই চিঠির সীতা—

[সাবিত্রী নির্বাক]

ইনিই কি তবে সেই বিভূতিবাবুর স্ত্রী, যিনি আমাদের নিচের তলায় ছিলেন?

[ঐ সময় অমিয়নাথ এসে অন্য দ্বারপথে ঘরে প্রবেশ করেন ওদের অলক্ষ্যে।]

চিঠিতে যে ইনি তাহলে লিখেছেন, তিনি তোমার বোন ছিলেন—কি রকম বোন ছিলেন তিনি তোমার? কথা বলছ না কেন মা? জবাব দিচ্ছ না কেন?

[অমিয়নাথ দৃঢ় পদে ঐ সময় এগিয়ে এলেন।]

অমিয়। আমি জবাব দিচ্ছি তোমার ও প্রশ্নের শুভ্র, সীতা ওঁর মায়ের পেটের বোন ছিলেন—

শুভ্র। মায়ের পেটের বোন ছিলেন! না, না—সব যেন কেমন আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! এসব আপনি কি বলছেন বাবা?

অমিয়। Yes, my boy! Truth is stranger than fiction!

সীতা আর সাবিত্রী উনি, ওরা আপন মায়ের পেটের দুই বোন। আর—আর আমি এবং উনি তোমার মা বাবা নই—

শুভ্র। (চিৎকার করে) য়ঁ্যা—কি, কি বললেন ?

সাবিত্রী। শুভ্র, বাবা—

শুভ্র। না, না—এ—এসব আমি কি শুনছি, আমি—আমি আপনাদের ছেলে নই ? তবে কার—কার সন্তান আমি—

সাবিত্রী। ওগো এ তুমি কি করছ, থাম থাম—

অমিয়। (দৃঢ় কণ্ঠে) না সাবিত্রী, ওকে আজ সব জানতে দাও। শোন শুভ্র, it 's a story ! কিন্তু সব কথা বলবার আগে একটা কথা তোমার জানা দরকার। (সাবিত্রীকে দেখিয়ে) উনি, যাকে তুমি এতকাল নিজের মা বলে জেনে এসেছ, যদি তোমার সত্য পরিচয়টা এতকাল গোপন করে কোন অন্যায় করেও থাকেন, জেনো তার পিছনে ছিল এক বন্ধ্যা নারীর চিরন্তন মাতৃত্বের বুভুক্ষা। (একটু থেমে) হ্যাঁ, ঐ যাঁর চিঠি তোমার হাতে সেই সীতাই তোমার গর্ভধারিণী মা—

শুভ্র। য়ঁ্যা—সে কি !

অমিয়। হাঁ, আর বিভূতিই তোমার বাবা।

শুভ্র। সত্যি, সত্যি বলছেন ? না, না—এ যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না বাবা !

সাবিত্রী। শুভ্র, বাবা—

শুভ্র। না মা, না—এ সব আমি কি শুনছি ! যদি এই সত্যি, তবে তুমিই বা সেদিন আমাকে ওদের পরিচয় শুধাতে কেন বলেছিলে, ওদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, ওরা তোমার কেউ নয় ! কেন, কেন সেদিন তা হলে মিথ্যা কথা বলেছিলে ? কেন সত্য কথাটা সেদিন আমাকে বল নি ?

সাবিত্রী। বিশ্বাস কর বাবা, তোর মঙ্গল ভেবেই—

শুভ্র। আমার মঙ্গল ভেবে! কিন্তু কি—কি সে মঙ্গল যেজন্য তুমি তাঁদের পরিচয়টুকু পর্যন্ত আমাকে এতদিন জানতে দাও নি? আমার পিতার শেষকৃত্যটুকু, সন্তান হয়ে আমাকে পালন কবতে পর্যন্ত দাও নি? বল, চুপ করে থেকো না মা, জবাব দাও—

সাবিত্রী। শোন বাবা, শোন—

শুভ্র। না, না—কি আর শুনব, কি আর বলবে তুমি! কিন্তু এ তুমি কি করলে মা, সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তোমাকেই আমার মা জেনে যে শ্রদ্ধার আসনে এত কাল তোমাকে বসিয়ে রেখেছিলাম—সে আসনটা তুমি এমনি করে কেন ভেঙ্গে ধূলায় লুটিয়ে দিলে মা!

অমিয়। শুভ্র শোন, listen my boy! You must know everything!

সাবিত্রী। না, না—দোহাই তোমার, থাম থাম—

শুভ্র। না, না—বলুন, বলুন আপনি। আমি শুনতে চাই। সব শুনতে চাই—

অমিয়। হাঁ, তোমাকে আজ আমি সবই বলব। (একটু থেমে) বিভূতি আমার শ্বশুরেরই অধীনস্থ এক কর্মচারীর ছেলে। ও অন্য জাত—কায়স্থ ছিল বলে তারা সাহস করে তাঁকে সব কথা জানাতে পারে নি। গোপনে তারা বিবাহ করেছিল।

শুভ্র। বলুন, বলুন—থামলেন কেন?

অমিয়। কিন্তু তোমার জন্মের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আর সে কথা আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে গোপন রাখতে পারলে না। তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা বললে। শ্বশুর মশাই সে কথা শুনে রুদ্ধ আক্রোশে যেন একেবারে গর্জে উঠলেন। তারপরই চাবুক হাঁকিয়ে—

শুভ্র। (বিস্ময়ে) চাবুক !

অমিয়। হ্যাঁ, চাবুক হাঁকিয়ে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। শুধু তাই নয়, কোথায়ও তারা যাতে ঘর না বাঁধতে পারে, গোপনে গোপনে লোক লাগিয়ে সে চেষ্টাও করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তোমার জন্ম হয়েছে। পিতার আক্রোশ থেকে তোমাকে বাঁচাবার আর কোন উপায় না দেখে অবশেষে ওঁর শরণাপন্ন হলো সীতা। সন্তানহীনা উনি তোমাকে আপন পুত্র পরিচয়ে বুকে তুলে নিলেন ও টাকা-কড়ি দিয়ে তোমার মা-বাবাকে একেবারে বহুদূরে বর্মা মুলুকে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই সময় সীতা প্রতিজ্ঞা করে—

শুভ্র। প্রতিজ্ঞা !

অমিয়। হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা করে যে এ জীবনে সে আর তোমাকে—

শুভ্র। বলুন, বলুন—

অমিয়। তোমাকে আর সন্তান বলে দাবি করবে না।

শুভ্র। ও, এতদিনে, এতদিনে বুঝলাম। তাই তিনি আমাকে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি। অশ্রুতে দুটি চক্ষু তাঁর বারবার ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। আমি—আমি যাই—

[শুভ্র দরজার দিকে এগিয়ে যায়।]

সাবিত্রী। শুভ্র, কোথায়, কোথায় যাস বাবা ?

শুভ্র। তাকে। তাকে যে আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে মা।

সাবিত্রী। তা হলে, তা হলে তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি—

শুভ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ—যেতে আমাকে হবেই। এখানে, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এ সেই দাদুরই বাড়ি, যেখান থেকে একদিন আমার মা-বাবাকে চাবুক হাঁকিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল—

সাবিত্রী। কিন্তু এতকাল ধরে যে তোকে আমি মায়ের স্নেহে বুকের

মধ্যে ধরে রাখলাম, তার কি তবে কোন দাবিই নেই—

শুভ্র। দাবি, হ্যাঁ—দাবি তোমার আছে হয়তো। তবু—তবু আমাকে যেতেই হবে—

[এগিয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়ান সাবিত্রী।]

সাবিত্রী। না, না—দেব না, তোকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না—

শুভ্র। পথ ছাড় মা, পথ ছাড়, যেতে আমাকে হবেই—

সাবিত্রী। যাবি! তবু তুই যাবি? হ্যাঁ, হ্যাঁ—যাবি বৈকি! বুঝতে পেরেছি রে, বুঝতে পেরেছি। এই চব্বিশ বছর ধরে শুধু মায়ামৃগের পিছনেই আমি ছুটে বেড়িয়েছি। পর কখনও কি আপন হয়? হয় না—হয় না। যা—যা তুই যা—যা! তোর আপনার মায়ের কাছেই তুই যা।

[সাবিত্রী শয্যার উপরে লুটিয়ে পড়েন।]

[শুভ্র ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মঞ্চ কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে যাবে। তারপর মৃদু আলোয় দেখা যাবে সাবিত্রী ফুলে ফুলে শয্যায় শুয়ে কাঁদছে। অমিয়নাথ ঘরে ঢুকে ডাকেন—]

অমিয়। সাবিত্রী, সাবিত্রী—

[ঝড়ের মতই ঐ সময় মহেন্দ্র এসে ঘরে ঢোকে—]

মহেন্দ্র। কাকাবাবু, কাকাবাবু—

অমিয়। কি—কি খবর মহেন্দ্র, পেয়েছ পেয়েছ সীতার সংবাদ?

মহেন্দ্র। হ্যাঁ কাকাবাবু, পেয়েছি।

অমিয়। কোথায়—কোথায় তারা?

মহেন্দ্র। চেতলায় নিরুপমা দেবীদের বাসা-বাড়িতে—শুভ্রবাবুকেও আমি বলে দিয়েছি—

অমিয়। বেশ করেছ, তুমি যাও মহেন্দ্র, আমরা এখুনি আসছি—

[মহেন্দ্র বের হয়ে যেতেই অমিয়নাথ আবার ডাকেন—]

অমিয়। সাবিত্রী, ওঠ!

[সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠে বসে বলে—]

সাবিত্রী। য়্যাঁ—

অমিয়। চল সাবিত্রী।

সাবিত্রী। যাব, কোথায়?

অমিয়। সীতাকে আশীর্বাদ করতে যাবে না?

সাবিত্রী। (আর্তকণ্ঠে) না, না—তাকে যে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। পারব না, পারব না তাকে আর আমি এ মুখ দেখাতে।

অমিয়। কেন পারবে না সাবিত্রী, যে সন্তানকে এতকাল তুমি বুক-ভরা মায়ের স্নেহ দিয়ে তিলে তিলে এত বড় করে তুলেছ, সে আজ তার নিজের মায়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে, আজ তাকে তুমি আশীর্বাদ করতে পারবে না?

সাবিত্রী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—করব—তাকে আজ আমি নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করব— [বলতে বলতে দুজনেই চলে যায়।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ অষ্টম দৃশ্য ॥

[নিরুপমাদের বাসা-বাড়ি। ঘরের মধ্যে আসবাব সামান্যই। সীতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শয্যার উপর শুয়ে। ধীরে ধীরে নিরুপমা এসে ঘরে ঢুকল।]

নিরু। মাসীমা!

সীতা। কে ? নিরু, আয় মা !

নিরু। (সীতার পাশে বসে) একটা কথা বলব মাসীমা ?

সীতা। (উঠে বসে) কি নিরু ?

নিরু। কথাটা সেখানে থাকতেও অনেক দিন আমার মনে হয়েছে মাসীমা—

সীতা। নিরু !—

নিরু। হাঁ মাসীমা। মনে হয়েছে যেন কি একটা ব্যথা অহোরাত্র তুমি বুকের মধ্যে চেপে রেখেছ—নিঃশব্দে কাঁদছ—

সীতা। না, না—ও কিছু নয় মা, ও কিছু নয়।

নিরু। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ মাসীমা। বিশেষ করে ও বাড়ি ছেড়ে আসবার পর থেকেই দেখছি—

সীতা। না, না—ও বাড়িতে আমার কে আছে, কেউ—কেউ তো নেই ! (তার পরই একটু থেমে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুই—তুই বোধ হয় ঠিকই বলেছিস মা। কোন মতেই যেন আমি ভুলতে পারছি না রে। কে যেন অদৃশ্য টানে কেবলই ওই বাড়ির দিকে আমাকে টানছে—

নিরু। মাসীমা !—

সীতা। (ব্যস্ত হয়ে) না, না—এ আমি কি বলছি, এ আমি কি বলছি—

[সহসা ঐ সময় মহেন্দ্র ঝড়ের মতই এসে ঘরে ঢুকে ডাকল—]

মহেন্দ্র। নিরুপমা দেবী, এই দেখুন কাকে নিয়ে এসেছি !

নিরু। (চমকে) কে !

[সীতাও উদগ্রীব হয়ে ওঠে।]

এ কি, শুভ্রবাবু !

সীতা। কে—কে—

[ছুটে এসে শুভ্র দু হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে।]

শুভ্র। মা, মা—আমি শুভ্র—

সীতা। খোকন! আমার খোকন—সত্যি, সত্যিই তুই এসেছিস বাবা!

শুভ্র। মা, মাগো—

সীতা। ওরে না, না—আমি—আমি তোর মা নই—

শুভ্র। সব, সব আমি শুনেছি মা! কিন্তু কেন, কেন সব কথা এত দিন আমাকে বল নি?

সীতা। ওরে, দারিদ্র্য, অভাব—সেদিন হতভাগিনী তোর মায়ের—

শুভ্র। সে, সে ঐশ্বর্য আমি চিরদিনের মতই ত্যাগ করে এসেছি মা। (একটু থেমে) চল মা, চল এখান থেকে, আমরা চলে যাই।

সীতা। চলে যাব! কোথায়?

শুভ্র। জানি না। শুধু এখানে নয়, অন্য কোথাও, দূরে, অনেক দূরে—

সীতা। না বাবা। তা কি হয়?—

শুভ্র। মা!

সীতা। না রে না—আমি তোকে একদিন গর্ভেই ধরেছি বাবা, কিন্তু সে যে তোকে তোর দেড় মাস বয়েস থেকে, মায়ের মতই এই চব্বিশটা বছর ধরে তিল তিল করে স্নেহে, সেবায় তোকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পাছে তোকে হারাতে হয় বলে আমাকে পর্যন্ত যে তোর কাছে যেতে দেয় নি, আজ তার বুক থেকে কি তোকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি বাবা!

শুভ্র। কিন্তু মা—

সীতা। না বাবা, আজ আর তা হয় না—

[ঠিক ঐ মুহূর্তে অমিয়নাথ ও তাঁর পশ্চাতে সাবিত্রী ধীর পদে এসে ঘরে ঢুকল।]

অমিয়। সীতা!

সীতা। (চমকে) কে ? জামাইবাবু! (পরক্ষণেই সাবিত্রীকে দেখে) এ কি ! দিদিমণি এসেছ, সত্যিই তুমি এসেছ—

অমিয়। ও আজ না এলে যে এত বড় মিথ্যা ভুলটার কোনদিনই মীমাংসা হত না সীতা !

সীতা। জামাইবাবু!

অমিয়। হ্যাঁ, ভুল বা অন্যায় তোমরা কেউ কর নি। দশ মাস দশ দিন ধরে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার যে দাবি সেও যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি চব্বিশ বছর ধরে মায়ের মত পালন করাটাও তো মিথ্যা নয় ভাই! তাই তুমিও যেমন ওর মা—উনিও তেমনি শুভ্রর মা।

সাবিত্রী। ছোট!

সীতা। দিদিমণি—

[পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।]

সাবিত্রী। আমাকে ক্ষমা কর ভাই—আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি—তোর ছেলে তুই ফিরিয়ে নে ভাই।

সীতা। কার ওপর অভিমান করছ দিদিমণি—কিসের ভুল আর কিসেরই বা ক্ষমা! ওকে আমি গর্ভে ধরলেও ও যে তোমারই সন্তান! তুমি—হাঁ—তুমিই ওর মা!

শুভ্র। মা!

[সাবিত্রী ও সীতা দুপাশ থেকে দুজনে শুভ্রকে জড়িয়ে ধরে। তাদের দুজনারই চোখে অশ্রু। অমিয়নাথেরও চোখে জল।]

॥ যবনিকা ॥